বৈধ চিকিৎসায় দেহ ও আত্মার আরোগ্য – ৫

يسترقون وعلى ربهم يتوكلون

তারা রুকইয়াহ করায়, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে

সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

ফ্রি ডিজিটাল সংস্করণ

alquranicruqyahhealing.com

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ... ৩
অনুবাদ প্রসঙ্গে ... ৪

পর্ব ১: তারা রুকইয়াহ করায়, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে

১ ভূমিকা ও বিষয়-পরিচয় ... ৬
২ ইসতিরকার প্রকারভেদ, তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা ও মুসতারকীর প্রকৃত অবস্থা ... ১৮
৩ নিষেধ ও অনুমতির হাদীসসমূহের সমন্বয়, এবং সালাফের আমল ... ৩৫
৪ ইবনে তাইমিয়্যাহর বক্তব্য: বান্দা যেন কেবল আল্লাহর কাছেই চায় ... ৪৭
৫ তাওহীদের বাস্তবায়ন ও বিনা হিসাবে জান্নাত — আলিমগণের বক্তব্য ... ৭৪
৬ সত্তর হাজারের হাদীস ও আলিমগণের ফতোয়াসমূহ ... ৯৭
৭ ফতোয়ার শেষ প্রশ্নসমূহ এবং ষষ্ঠত: তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর ... ১১৮
৮ রোগীদের কাহিনী, ইসতিরকা বিষয়ে উপদেশ ও খাতিমা ... ১৪০

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি ... ১৪৯
অনুবাদক পরিচিতি ... ১৫০
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক) ... ১৫১

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী রচিত আরবি গ্রন্থ «يسترقون وعلى ربهم يتوكلون»-এর সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের। এই অনুবাদ মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি গ্রন্থটিই নির্ভরযোগ্য।

উপস্থাপনার নীতি

- সম্পূর্ণ অনুবাদ, সংক্ষেপ নয়। লেখকের প্রতিটি বক্তব্য, দলিল ও নির্দেশনা বাক্যে-বাক্যে অনূদিত; কোনো অংশ সারসংক্ষেপে পরিণত করা হয়নি।
- কুরআনের আয়াত মূল আরবিসহ, সূরার নাম ও আয়াত-নম্বরসহ, এরপর বাংলা অর্থ।
- হাদীস ও উদ্ধৃতি মূল আরবিসহ, মূল গ্রন্থে দেওয়া তাখরীজসহ, তারপর বাংলা।
- ফতোয়া ও অন্যের বক্তব্য — বক্তার নাম ও মূল গ্রন্থে দেওয়া উৎস অক্ষুণ্ণ।

অনুবাদ-পদ্ধতি ও যাচাই

মূল PDF-এর ভেতরকার টেক্সট-স্তর ত্রুটিপূর্ণ, তাই অনুবাদের সময় তা ব্যবহার করা হয়নি; প্রতিটি পৃষ্ঠার উচ্চ-রেজল্যুশন চিত্র থেকে সরাসরি পাঠ করা হয়েছে। মূল গ্রন্থে কোনো অসংগতি বা ছাপার ভুল ধরা পড়লে তা নীরবে সংশোধন বা নীরবে বহন — কোনোটিই করা হয়নি; সেগুলো আলাদা যাচাই-তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।

পর্ব ১

তারা রুকইয়াহ করায়, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে

১ ভূমিকা ও বিষয়-পরিচয়

২ ইসতিরকার প্রকারভেদ, তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা ও মুসতারকীর প্রকৃত অবস্থা

৩ নিষেধ ও অনুমতির হাদীসসমূহের সমন্বয়, এবং সালাফের আমল

৪ ইবনে তাইমিয়্যাহর বক্তব্য: বান্দা যেন কেবল আল্লাহর কাছেই চায়

৫ তাওহীদের বাস্তবায়ন ও বিনা হিসাবে জান্নাত — আলিমগণের বক্তব্য

৬ সত্তর হাজারের হাদীস ও আলিমগণের ফতোয়াসমূহ

৭ ফতোয়ার শেষ প্রশ্নসমূহ এবং ষষ্ঠত: তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর

৮ রোগীদের কাহিনী, ইসতিরকা বিষয়ে উপদেশ ও খাতিমা

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

ভূমিকা ও বিষয়-পরিচয়

সিরিজ: «سلسلة العلاج المباح في شفاء الأجساد والأرواح (٥)» দেহ ও আত্মার আরোগ্যে বৈধ চিকিৎসা সিরিজ (৫)

গ্রন্থনাম: «يسترقون وعلى ربهم يتوكلون» তারা রুকইয়াহ করায়, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে

উপশিরোনাম: «رسالة في السبعين ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب» বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজার সম্পর্কে একটি রিসালা

রচনা: শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী الشيخ: خالد بن إبراهيم الحبشي

প্রথম সংস্করণ — ১৪৩৪ হিজরি

بسم الله الرحمن الرحيم

> পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

উৎসর্গ

উৎসর্গ — আরব-অনারব প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর প্রতি;

এতে রয়েছে সেই বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, ইসতিরকা (রুকইয়াহ চাওয়া)-র বিধান সম্পর্কে যা কিছু কতিপয় ইলমপিপাসু ছাত্র ও সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

উৎসর্গ — প্রতিটি রোগীর প্রতি,

যিনি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা যা বৈধ করেছেন সেই চিকিৎসা ও ইসতিরকা এই ভয়ে ছেড়ে দিয়েছেন যে, তিনি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।। আর সুসংবাদ — ইসতিরকা বৈধ, যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশেই রুকইয়াহ করিয়েছিলেন।

উৎসর্গ — প্রতিটি রাকীর প্রতি,

যিনি নিজের ভাইদের উপকার করতে চেয়েছেন, যেন মানুষের চিকিৎসা ও আরোগ্য-প্রয়াসে তা তাঁর জন্য দলিল হয়।

উৎসর্গ — প্রতিটি গবেষকের প্রতি,

এ বিষয়ে, এবং আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা ইসতিরকার বিষয়টি সহজ করে দেওয়ার লক্ষ্যে।

উৎসর্গ — আমাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি, যিনি অগোচরে আমাদের জন্য দুআ করেন।

মুখবন্ধ

الحمدُ للّه ربّ العالمين حمدَ المتوكلين، نَحْمَدُهُ على عظيمِ نَعمائِه، وجميلِ عطائه ونبرأُ إليه منَ الحَوْلِ والقُوّة في كل أمر، ونُخلّص نِياتِنا في التوكلُ عَليه، والاعتماد عليه فمن توكل عليه كفاه، وأشهد أن لا إلـه إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى اللّه عليه وعلى أصحابِهِ الخلفاءَ الرّاشدين وعلى آلِهِ الأخيارِ ومن تبعهم بإحسان أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর — তাওয়াক্কুলকারীদের প্রশংসা। আমরা তাঁর মহান নিআমতরাজি ও সুন্দর দানের জন্য তাঁর প্রশংসা করি; প্রতিটি বিষয়ে শক্তি ও সামর্থ্যের দাবি থেকে আমরা তাঁর কাছে দায়মুক্ত হই; তাঁর উপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর উপরই নির্ভরতায় আমরা আমাদের নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করি — কেননা যে তাঁর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। আর আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই; এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, সত্যবাদী ও আমানতদার। আল্লাহ সালাত বর্ষণ করুন তাঁর উপর, তাঁর সাহাবীগণ — খুলাফায়ে রাশিদীন — এর উপর, তাঁর নির্বাচিত পরিবার-পরিজনের উপর এবং যাঁরা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাঁদের সকলের উপর।

অতঃপর..

ইসতিরকার বিষয়ে (অর্থাৎ রোগী কর্তৃক অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়ার বিষয়ে) কথা দীর্ঘ হয়েছে এবং বিতর্ক তীব্র হয়েছে; বিষয়টি মুসলিমদের মজলিসগুলোতে আলোচিত একটি প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছে — নিষেধ ও গ্রহণের মাঝখানে, আর ইসতিরকা এবং চিকিৎসার জন্য শরয়ী রাকীদের কাছে যাওয়া নিয়ে ভীতির মাঝখানে; কারণ সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে একটি মহান হাদীস বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ»، قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ

«আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।» তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তাঁরা কারা? তিনি বললেন: «তাঁরা সেইসব লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, আর

يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» مسلم.

> দাগানো (আগুন দিয়ে চিকিৎসা) করায় না, এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।» — মুসলিম।

আর আলিমগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, ইসতিরকার জন্য যাওয়া যাবে না এবং এটি তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টি করে। আর তাঁদের কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন যে, উত্তম হলো রোগী নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করবে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, ইসতিরকা ইসতিরকাকারীকে সেই সত্তর হাজারের দলভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: তুমি নিজে রুকইয়াহ না চেয়ে থাকলে, যদি তোমার উপর পড়া হয় তবে কোনো অসুবিধা নেই; তখন তুমি রুকইয়াহ-চাওয়াদের মধ্যে গণ্য হবে না।

ভূমিকায় বর্ণিত চারটি মত

আলিমগণের অবস্থান

প্রথম মত
ইসতিরকার জন্য যাওয়া যাবে না; তাওয়াক্কুলে ত্রুটি

দ্বিতীয় মত
উত্তম হলো রোগী নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করবে

তৃতীয় মত
ইসতিরকা সত্তর হাজারের দলভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে

চতুর্থ মত
নিজে না চেয়ে থাকলে, অন্যে পড়লে অসুবিধা নেই

লেখক ভূমিকায় যেভাবে বর্ণনা করেছেন

অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে তো বটেই, এমনকি কতিপয় ইলমপিপাসু ছাত্রের কাছেও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর সবার আগে রোগীদের কাছে — বিশেষত যারা জাদু, শয়তানি স্পর্শ, বদনজর ও হাসাদে আক্রান্ত। আপনি দেখবেন, তারা জাদু ও শয়তানদের কষ্টে ভুগছে, অথচ তারা জানে না এই ধরনের রোগ ও কষ্টের সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়; আর তা সত্ত্বেও তারা রুকইয়াহ চাইতে ভয় পায় — যেন যারা তাদের রুকইয়াহ করবে তাদের কাছে গেলে তারা আর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

এ কারণেই আমি পছন্দ করলাম যে, এই গবেষণার মাধ্যমে অনেকের কাছে যা অস্পষ্ট হয়ে গেছে তা স্পষ্ট করব এবং ইসতিরকা সংক্রান্ত সংশয় দূর করব। আল্লাহই তাওফীকদাতা, আর তিনিই উদ্দেশ্যের পেছনে বিদ্যমান।

লেখক শাইখ: খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

বিষয়ের গুরুত্ব ও তা নির্বাচনের কারণ

বিষয়ের গুরুত্ব:

1. এটি আকীদা ও তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, যার প্রয়োজন প্রতিটি মুসলিমের রয়েছে; তা জানা এবং তার বিধানসমূহ জানা অপরিহার্য।
2. অধিকাংশ মানুষ ইসতিরকার বিষয়টি এবং তাওয়াক্কুলে আহলুস সুন্নাহর মানহাজ সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে তাদের অনেকেই শিরকে ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর তাওয়াক্কুলে পতিত হয়েছে; কেউ কেউ তাঁর ইবাদতে ত্রুটি করেছে, আবার কেউ কেউ বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা করেছে — এমনকি আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করে ফেলেছে।
3. সমগ্র ইসলামী বিশ্বের প্রয়োজন শরীয়তসম্মত ইসতিরকা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার।
4. তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার ধারণা নিয়ে অনেকের — এমনকি কতিপয় ইলমপিপাসু ছাত্রেরও — বিভ্রান্তি দূর করা।

বিষয় নির্বাচনের কারণ:

1. জাদু ও জাদুকরের আধিক্য, শয়তানদের বিস্তার, বদনজর ও হাসাদের আঘাত, এবং সেসব রোগ যেগুলোর জন্য রুকইয়াহ ও ইসতিরকা প্রয়োজন।
2. বিশ্বের মুসলিমদের সচেতন করা, যাঁদের সংখ্যা আনুমানিক একশত সত্তর কোটি পঞ্চাশ লক্ষ — ১,৭৫০,০০০,০০০ — বিশেষত যেহেতু তাঁদের মধ্যে আরব ও অনারব, মুওয়াহহিদ ও মুশরিক সকলেই রয়েছে।
3. এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিস্তারিতসহ পূর্বে কোনো লেখালেখি না থাকা।

অতীত ও বর্তমানের পার্থক্য

রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের যুগ এই যুগ থেকে নানা দিক থেকে ভিন্ন:

1. তাঁরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন; ফলে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারও দিকে তাঁরা ফিরে তাকাতেন না।
2. তাঁরা ছিলেন ধৈর্যশীল ও শক্ত সহনশীলতার অধিকারী।
3. তাঁরা ছিলেন যুহদের অধিকারী এবং আখিরাতমুখী।
4. তাঁরা ছিলেন তাকওয়া, ইবাদত ও আত্মরক্ষার (তাহসীন) অধিকারী; শয়তানরা তাঁদের উপর কিছুই করতে পারত না।
5. তাঁদের খাদ্যের পবিত্রতা, তাঁদের ওয়ারা (সংযম) ও নেক আমলের কারণে তাঁদের দুআ কবুল হতো; ফলে তাঁদের ইসতিরকার প্রয়োজন হতো না, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উপর রুকইয়াহ করতেন।
6. তাঁরা ছিলেন আরব এবং কুরআন ছিল তাঁদের ভাষায়। এ কারণেই উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে, বিজয়াভিযানের সঙ্গে সঙ্গে, অনারবদের উপর হদ প্রয়োগের বিষয়টি তাঁর কাছে জটিল হয়ে গিয়েছিল — কারণ তাদের ফিকহ ও ইলম ছিল না এবং তাদের উপর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
7. তাঁরা ভয় জানতেন না — আল্লাহর উপর তাঁদের তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার তীব্রতার কারণে।
8. তাঁরা জাদুকর ও গণকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না যে, তাঁদের অন্তর ওদের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে; ফলে তাঁদের কারও কাছে রুকইয়াহ করাতে যাওয়ার প্রয়োজনই হতো না।
9. তাঁদের মধ্যে জাদুকর ছিল না, বিস্তৃত জাদু ছিল না, হাসাদ ছিল না, আর শয়তানদের এমন বিস্তারও ছিল না — যেমনটি এখন রয়েছে।
10. তখন এমন রোগ-ব্যাধি ছিল না, যেমনগুলোর সঙ্গে আমরা এ যুগে বাস করছি; তখন রুকইয়াহ হতো বিচ্ছুর দংশন কিংবা জ্বরের জন্য। আর এখন? তার তো কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই।

সাহাবীদের যুগ: লেখকের বর্ণনা

- [ ] আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল; স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারও দিকে তাকাতেন না
- [ ] ধৈর্যশীল ও শক্ত সহনশীলতার অধিকারী
- [ ] যুহদ ও আখিরাতমুখিতা
- [ ] তাকওয়া, ইবাদত ও আত্মরক্ষা; শয়তান কিছুই করতে পারত না
- [ ] খাদ্যের পবিত্রতা ও সংযম; দুআ কবুল হতো
- [ ] আরব ছিলেন; কুরআন ছিল তাঁদের ভাষায়
- [ ] জাদুকর ও গণকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না

লেখক দশটি পার্থক্য উল্লেখ করেছেন

আর এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ অবকাশ দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যেন রুকইয়াহ করান। আর অমুসলিমদের কাছ থেকে রুকইয়াহ চাওয়াও প্রমাণিত — আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কথার ভিত্তিতে: «ارقيها بكتاب الله» (আল্লাহর কিতাব দিয়ে তাকে রুকইয়াহ করো)। অথচ তাঁরা আমাদের চেয়ে অধিক মুত্তাকী ছিলেন, আর তাঁদের মাঝে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ্যমান ছিলেন। তবে কি তাঁরা জানতেন না কীভাবে নিজেদের উপর পড়তে হয়? নাকি তাঁরা এমন কারও আশ্রয় নিলেন, যে দ্বীনের দিক থেকে তাঁদের চেয়ে দুর্বল, এবং তাঁরা তাঁদের চেয়ে উত্তম কাউকে — যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে — বেছে নিলেন না?

এ যুগের অনারবগণ: ইসলাম তো প্রায় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে — মুসলিম দেশগুলোতে, তার মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশে, এশিয়া মহাদেশে এবং অন্যত্র। আমি এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথমত: তাওয়াক্কুলের অর্থ কী

আত-তাওয়াক্কুল: তা হলো — আল্লাহর উত্তম ব্যবস্থাপনার উপর আস্থা রেখে বিষয়টি তাঁর হাতে সোপর্দ করা।

ইবনে রজব আল-হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তা হলো — দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বিষয়ে কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অন্তরের সত্যিকার নির্ভরতা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার উপর ন্যস্ত করা।

সাহল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহ যা চান তার সঙ্গে তাঁর সাথে আত্মসমর্পিত হয়ে চলা।

বিশর আল-হাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তাদের কেউ বলে, "আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি" — সে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে; কেননা সে যদি সত্যিই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করত, তবে আল্লাহ যা করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকত।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআযকে জিজ্ঞেস করা হলো: মানুষ কখন মুতাওয়াক্কিল হয়? তিনি বললেন: যখন সে আল্লাহকে কর্মবিধায়ক (ওয়াকীল) হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। আর তাঁদের কেউ কেউ একে ব্যাখ্যা করেন — আল্লাহর উপর আস্থা, তাঁর প্রতি প্রশান্তি ও তাঁর দিকে স্থিতি লাভ দিয়ে।

ইবনে আতা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তাওয়াক্কুল হলো — উপায়-উপকরণের প্রতি তোমার তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর দিকে তোমার মধ্যে কোনো অস্থিরতা প্রকাশ না পাওয়া, এবং সেগুলোর কাছে অবস্থান করা সত্ত্বেও হকের

দিকে স্থিতি লাভের প্রকৃত অবস্থা থেকে তোমার সরে না যাওয়া।

যুন-নূন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তা হলো নিজের পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনা ত্যাগ করা এবং নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দাবি থেকে বেরিয়ে আসা। আর বান্দা তাওয়াক্কুলে তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সে জানে যে হক সুবহানাহু জানেন এবং দেখেন সে কী অবস্থায় আছে।

হাতিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: মুতাওয়াক্কিলের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তার পিঠ পাহাড়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়েছে।

কতিপয় নেককার ব্যক্তি বলেছেন: তাওয়াক্কুল হিসেবে তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি নিজের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী তালাশ করবে না, তোমার রিযিকের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোনো ভাণ্ডাররক্ষক খুঁজবে না, এবং তোমার আমলের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী চাইবে না।

আবদুল হামীদ ইবনে আবদিল আযীয বলেছেন: আমার পিতার এক বন্ধু ছিলেন — পেশায় ওয়াররাক (পুঁথি-লেখক)। একদিন আমার পিতা তাঁকে বললেন: কেমন আছ? তিনি বললেন: ভালোই আছি, যতক্ষণ আমার হাত আমার সঙ্গে আছে। তারপর সকাল হলো এমন অবস্থায় যে, সেই ওয়াররাকের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।

আবুল আলিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ভরসা করো না, নইলে আল্লাহ তোমাকে তারই কাছে সোপর্দ করে দেবেন; আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য আমল করো না, নইলে আল্লাহ তোমার আমলের প্রতিদান তারই উপর ন্যস্ত করে দেবেন।

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা

আলিম	তাওয়াক্কুল কী
গ্রন্থকার	আল্লাহর উত্তম ব্যবস্থাপনায় আস্থা রেখে বিষয় তাঁর হাতে সোপর্দ করা
ইবনে রজব	সব বিষয়ে অন্তরের সত্যিকার নির্ভরতা আল্লাহর উপর
সাহল	আল্লাহ যা চান, তার সঙ্গে আত্মসমর্পিত হয়ে চলা
ইয়াহইয়া ইবনে মুআয	আল্লাহকে কর্মবিধায়ক পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া
যুন-নূন	নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ; শক্তি-সামর্থ্যের দাবি থেকে বেরিয়ে আসা
হাতিম	পিঠ পাহাড়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে দেওয়া ব্যক্তির মতো
আবুল আলিয়া	আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ভরসা বা তার জন্য আমল নয়

প্রত্যেকের বক্তব্য অধ্যায়ে যেভাবে এসেছে

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কিছু হাদীস

1. ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহু তাআলা তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে, নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন — তিনি বলেছেন:

"عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ بَلْ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ، قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ

"আমার সামনে উম্মতসমূহ পেশ করা হলো। তখন কোনো নবী ও দুই নবী অতিক্রম করছিলেন — তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি ছোট দল; আর কোনো নবীর সঙ্গে কেউই ছিল না। অবশেষে আমার সামনে একটি বিশাল জনসমষ্টি উঁচু করে দেখানো হলো। আমি বললাম: এ কী? এ কি আমার উম্মত? বলা হলো: না, বরং এ হলো মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়। বলা হলো: দিগন্তের দিকে তাকাও। তখন দেখি — এক বিশাল জনসমষ্টি দিগন্ত ভরে ফেলেছে। এরপর আমাকে বলা হলো: এদিকে তাকাও, ওদিকে তাকাও — আকাশের দিগন্তগুলোতে; তখন দেখি এক বিশাল জনসমষ্টি দিগন্ত ভরে ফেলেছে। বলা হলো: এ হলো তোমার উম্মত; আর এদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার

الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.." ١

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি ﷺ ভেতরে চলে গেলেন এবং তাদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন না। তখন লোকেরা আলোচনায় মেতে উঠল এবং বলল: আমরাই তো তারা, যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করেছি — সুতরাং আমরাই কি তারা, নাকি আমাদের সেই সন্তানেরা যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে? কেননা আমরা তো জাহিলিয়াতে জন্মেছি। বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল; তখন তিনি বের হয়ে এসে বললেন: তারা সেইসব লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগানো করায় না, এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"

2. হাদীস: «حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» — অর্থাৎ ইসহাক আমাকে বর্ণনা করেছেন, রাওহ ইবনে উবাদা আমাদের বর্ণনা করেছেন, শুবা আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি হুসাইন ইবনে

আবদির রহমানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরের কাছে বসা ছিলাম; তখন তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» ২

«আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেইসব লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।»

3. হাদীস: «حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ» — অর্থাৎ যুহাইর ইবনে হারব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবদুস সামাদ ইবনে আবদিল ওয়ারিস আমাদের বর্ণনা করেছেন, হাজিব ইবনে উমর আবু খুশাইনা আস-সাকাফী আমাদের বর্ণনা করেছেন, আল-হাকাম ইবনুল আরাজ আমাদের বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে — যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ». قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». ৩

«আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।» তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তাঁরা কারা? তিনি বললেন: «তাঁরা সেইসব লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগানো করায় না, এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।»

হাদীসের অর্থ

আলিমগণ হাদীসের অর্থ ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি হাদীসের অর্থ-ব্যাখ্যায় যা এসেছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করব, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য বিষয়টি বোঝা ও আয়ত্ত করা সহজ হয়।

আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন:

1. «لا يسترقون» অর্থাৎ তাঁরা অন্যের কাছে রুকইয়াহ চান না; কারণ তাঁদের রুকইয়াহ-চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির দিকে অন্তরের ঝুঁকে পড়া, আর এটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার পরিপন্থী। সুতরাং তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা হলো: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে অন্তরের ঝুঁকে না পড়া। আর তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, ইসতিরকার বিষয়ে বিশেষ নস এসেছে, এবং তা চিকিৎসার অন্যান্য বিষয়ে রুকইয়াহ ছাড়া সাহায্য চাওয়া থেকে ভিন্ন।

2. «لا يسترقون» — তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: অর্থাৎ রোগ সংঘটিত হওয়ার আগে তাঁরা অন্যের কাছে রুকইয়াহ চান না; কিন্তু রোগ সংঘটিত হওয়ার পর রুকইয়াহ চাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। (আর রোগ সংঘটিত হওয়ার আগে সে নিজে নিজের উপর রুকইয়াহ করতে পারে, তবে রোগ সংঘটিত হওয়ার আগে অন্যের কাছে তা চাইবে না।)
3. «لا يسترقون» অর্থাৎ জাহিলিয়াতের লোকেরা যে বিশ্বাস পোষণ করত — রুকইয়াহ নিজেই প্রভাব সৃষ্টিকারী — সেই বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা রুকইয়াহ চান না। (অর্থাৎ কেউ যদি রুকইয়াহ চায় এই বিশ্বাস নিয়ে যে, রুকইয়াহ নিজে থেকে প্রভাব ফেলে না, বরং তা কেবল একটি উপায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই।)
4. «لا يسترقون» অর্থাৎ জাহিলিয়াতের লোকেরা যে শিরকী রুকইয়াহর উপর ছিল, তাঁরা সেই রুকইয়াহ চান না। আর আল্লাহর কালাম দ্বারা কৃত ও বৈধ রুকইয়াহ এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়।
5. «لا يسترقون» অর্থাৎ তাঁরা এমন লোকদের মতো নন, যারা রুকইয়াহ চায় কিন্তু নিজেরা নিজেদের উপর রুকইয়াহ করে না — অন্যের বরকতে বিশ্বাস এবং রাকীর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক জড়িয়ে যাওয়ার কারণে। (অর্থাৎ সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নিজের উপর রুকইয়াহ করে না, বরং রাকীর কাছে যায় তার বরকতে বিশ্বাসের কারণে এবং এই ধারণায় যে, সে এমন... এবং সে এমন....)

এই সব ব্যাখ্যা ও এগুলো ছাড়া অন্যান্য ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেয় যে, বিষয়টিতে মতভেদ রয়েছে।

পাঁচটি ব্যাখ্যা

«লা ইয়াসতারকূন»-এর অর্থ নিয়ে মতভেদ

প্রথম ব্যাখ্যা
অন্যের কাছে রুকইয়াহ চান না; সৃষ্টির দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়ে

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা
রোগ ঘটার আগে চান না; ঘটার পর অসুবিধা নেই

তৃতীয় ব্যাখ্যা
রুকইয়াহ নিজেই প্রভাবশালী, জাহিলিয়্যাতের এই বিশ্বাসে চান না

চতুর্থ ব্যাখ্যা
জাহিলিয়্যাতের শিরকী রুকইয়াহ চান না; বৈধ রুকইয়াহ নয়

পঞ্চম ব্যাখ্যা
নিজে না করে রাকীর বরকতে বিশ্বাসীদের মতো নন

প্রত্যেকটিই «কেউ কেউ বলেছেন» হিসেবে উদ্ধৃত

এক নজরে

- ★ সত্তর হাজারের হাদীসে বিনা হিসাবে জান্নাতের কথা এসেছে
- ★ ইসতিরকা মানে রোগী কর্তৃক অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া
- ★ ইসতিরকা নিয়ে আলিমগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত
- ★ «লা ইয়াসতারকূন»-এর পাঁচটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে
- ★ প্রথম বিধান: হারাম ইসতিরকা, অর্থাৎ শিরকী রুকইয়াহ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে চাওয়া
- ★ সাহাবীদের যুগের সঙ্গে এ যুগের নানা পার্থক্য আছে
- ★ তাওয়াক্কুল: অন্তরের সত্যিকার নির্ভরতা আল্লাহর উপর

যাচাই করুন

1. ইসতিরকা বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
   - ক. নিজের উপর নিজে রুকইয়াহ করা
   - খ. রোগী কর্তৃক অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া
   - গ. অন্যের উপর রুকইয়াহ করা
2. হাতিম রহিমাহুল্লাহ মুতাওয়াক্কিলের কী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?
   - ক. যে তার পিঠ পাহাড়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়েছে
   - খ. যে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে
3. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী কখন রুকইয়াহ চাওয়াতে অসুবিধা নেই?
   - ক. রোগ ঘটার আগে
   - খ. রোগ ঘটার পর
   - গ. কখনোই নয়
4. হারাম ইসতিরকার একটি রূপ কোনটি?
   - ক. কুরআন দিয়ে রুকইয়াহ চাওয়া
   - খ. রুকইয়াহ নিজেই আরোগ্যদানকারী, এই বিশ্বাসে চাওয়া
5. উৎসর্গে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
   - ক. রাসূলুল্লাহর নির্দেশেই তিনি রুকইয়াহ করিয়েছিলেন
   - খ. তিনি কখনো রুকইয়াহ করাননি
6. কতিপয় আলিমের মতে, যে নিজে রুকইয়াহ চায়নি তার উপর কেউ পড়লে?
   - ক. গুনাহ হবে
   - খ. কোনো অসুবিধা নেই; সে রুকইয়াহ-চাওয়াদের মধ্যে গণ্য হবে না

উত্তর: ১–খ, ২–ক, ৩–খ, ৪–খ, ৫–ক, ৬–খ

দ্বিতীয়ত: ইসতিরকার বিধান

এই মতভেদ সত্ত্বেও ইসতিরকা — অর্থাৎ অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া — এর তিনটি বিধান রয়েছে:

1. হারাম ইসতিরকা। এর রূপ হলো: অন্যের কাছে শিরকী বা হারাম রুকইয়াহ চাওয়া; অথবা এই বিশ্বাস নিয়ে রুকইয়াহ চাওয়া যে, রুকইয়াহ নিজেই আরোগ্যদানকারী — অথচ সঠিক কথা হলো তা কেবল একটি উপায়, আর আরোগ্যদানকারী হলেন আল্লাহ; অথবা রাকী সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে-ই আরোগ্য দান করে।

চিত্র ১: হারাম ইসতিরকার রূপগুলোর ব্যাখ্যামূলক চিত্র

- হারাম ইসতিরকার রূপসমূহ — যার তিনটি শাখা:
- শিরকী ইসতিরকা
- রুকইয়াহ নিজে থেকেই উপকারী — এই বিশ্বাস

- রাকী সম্পর্কে (ভ্রান্ত) বিশ্বাস নিয়ে ইসতিরকা

টীকা

1. রিওয়ায়াত করেছেন বুখারী।
2. রিওয়ায়াত করেছেন বুখারী।
3. রিওয়ায়াত করেছেন মুসলিম।

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

ইসতিরকার প্রকারভেদ, তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা ও মুসতারকীর প্রকৃত অবস্থা

২- মাকরূহ ইসতিরকা। এর রূপগুলো হলো — রোগ সংঘটিত হওয়ার আগেই রুকইয়াহ চাওয়া, অথবা ইসতিরকাকে অভ্যাস ও নিয়মিত আমলে পরিণত করা, রাকীর দিকে অন্তরের ঝুঁকে পড়া।

চিত্র ২: মাকরূহ ইসতিরকার রূপসমূহের ব্যাখ্যামূলক চিত্র

صور للاسترقاء المكروه

মাকরূহ ইসতিরকার রূপসমূহ

- استرقاء قبل وقوع الداء — রোগ সংঘটিত হওয়ার আগে ইসতিরকা
- استرقاء على الدوام مع القدرة — সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবিরত ইসতিরকা
- استرقاء مع التفات القلب للراقي — রাকীর দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় ইসতিরকা

৩- জায়েয ইসতিরকা। এর রূপগুলো হলো — রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা ইসতিরকা, নিরুপায়তা ও অক্ষমতার অবস্থায় ইসতিরকা, রোগ সম্পর্কে রাকীর অভিজ্ঞতার কারণে ইসতিরকা।

মাকরূহ ও জায়েয ইসতিরকা

বিধান	রূপসমূহ
মাকরূহ	রোগের আগে চাওয়া; সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবিরত চাওয়া; রাকীর দিকে অন্তর ঝুঁকে পড়া
জায়েয	রুকইয়াহ শরইয়্যাহ; নিরুপায়তা ও অক্ষমতা; রোগ সম্পর্কে রাকীর অভিজ্ঞতা

চিত্র ৩: জায়েয ইসতিরকার রূপসমূহের ব্যাখ্যামূলক চিত্র

صور للاسترقاء الجائز

জায়েয ইসতিরকার রূপসমূহ

- استرقاء بالرقية الشرعية — রুকইয়াহ শরইয়্যাহ দ্বারা ইসতিরকা
- استرقاء في حال الضرورة والعجز — নিরুপায়তা ও অক্ষমতার অবস্থায় ইসতিরকা
- استرقاء لخبرة الراقي بالداء — রোগ সম্পর্কে রাকীর অভিজ্ঞতার কারণে ইসতিরকা

كمال التوكل

তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা

أن لا تسال أحدًا من الخلق شيئا ولو كان يسيرا وليس الأمر مقتصرًا على الاسترقاء

সৃষ্টির কারও কাছে কোনো কিছুই না চাওয়া, তা যত সামান্যই হোক; আর বিষয়টি কেবল ইসতিরকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

مثال لمعنى التوكّل الكامل

পূর্ণ তাওয়াক্কুলের অর্থের একটি দৃষ্টান্ত

চিত্র ৪: তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার ব্যাখ্যামূলক চিত্র

كمال التوكل　أن لا تسأل الناس شيئًا

তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা — মানুষের কাছে কোনো কিছু না চাওয়া

- استرقاء — ইসতিরকা (রুকইয়াহ চাওয়া); এর অধীনে: علاج أودواء — চিকিৎসা বা ওষুধ; اكتواء — লোহা গরম করে দাগানো

- أي شيء — যেকোনো কিছু; এর অধীনে: مال أو مساعدة — সম্পদ বা সাহায্য; ولو شيئًا صغيرًا — তা যত ছোট বস্তুই হোক

তৃতীয়ত: মুসতারকীর প্রকৃত অবস্থা কী?

আমি নিজের বক্তব্য পেশ করার আগে কিছু হাদীস, আসার এবং মুসতারকীর অবস্থা সম্পর্কে কতিপয় আলিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি — যেখানে বলা হয়েছে যে সে অন্যের কাছে প্রার্থী ও যাচ্ঞাকারী। ফাতহুল বারীতে এসেছে:

وَأَمَّا الْمُسْتَرِقِي فَإِنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ وَيَرْجُو نَفْعَهُ، وَتَمَامُ التَّوَكُّلِ يُنَافِي ذَلِكَ .

> "আর মুসতারকী তো অন্যের কাছে চায় এবং তার উপকারের আশা রাখে; অথচ তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা এর পরিপন্থী।"

এ বিষয়টি তো জানা যে, যে কেউ কারও কাছ থেকে সাহায্য বা সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করে, সে অবশ্যই জানে যে সাহায্যকারী তার উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের একটি উপায় — তা সম্পদ দিয়ে হোক, কাজ দিয়ে হোক,

দুআ দিয়ে হোক কিংবা রুকইয়াহ দিয়ে হোক, এবং তার প্রতি তার একটি অনুগ্রহ রয়েছে; কিন্তু সে জানে যে গোটা বিষয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে। নতুবা রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের উম্মতের অবস্থা এবং তাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা থেকে যা কিছু ঘটে তা জানা সত্ত্বেও ইসতিরকার অনুমতি দিতেন না। এ কারণেই মুসতারকীর নিয়্যতের প্রকৃত রূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। সুতরাং "যে-ই ইসতিরকা করে সে-ই অন্যের কাছে চায়, তার উপকারের আশা করে, তার সঙ্গে অন্তর জড়িয়ে ফেলে এবং তার তাওয়াক্কুল দুর্বল হয়ে পড়ে" — এমন কথা বলার পরিবর্তে আমরা বলব: এ ব্যাপারে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। যদিও তাদের অধিকাংশের অন্তর এই বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়বে যে এটি তার সুস্থতার একটি উপায়। নতুবা আমাদের রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেন তাঁর স্ত্রীগণ, আত্মীয়স্বজন ও সাহাবীগণকে ইসতিরকার দিকে পথনির্দেশ দিলেন, অথচ

তাঁদেরকে নিজেরাই নিজেদের উপর রুকইয়াহ করার পথ দেখালেন না — অথচ তাঁরা তো তাঁর পরে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ? বরং আল্লাহর উপর তাঁদের তাওয়াক্কুল, শরীয়তসম্মত উপায় অবলম্বন এবং শিরকী রুকইয়াহ থেকে তাঁদের দূরে থাকা সম্পর্কে জানা ছিল বলেই তিনি তাঁদেরকে সেদিকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে নিষেধ করেননি বা সতর্কও করেননি। তেমনি ইসতিরকার বৈধতা সম্পর্কে তাঁর সম্বোধন ছিল তাঁর গোটা উম্মতের জন্য ব্যাপক — যদিও তিনি জানতেন যে মুসলিমদের মধ্যে ঈমানের স্তর বিভিন্ন রকম, তা তাদের বয়সের বিচারেই হোক, কিংবা তাদের ফিকহের বিচারে, কিংবা তাদের তাওহীদের বিচারে। কারণ তিনি তো সেই দাসীটির ব্যাপারে "আল্লাহ কোথায়?" — তাঁর এ প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেই রায় দিয়েছিলেন যে সে মুমিন; অথচ তাকে যদি তাওহীদের অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো, সে সেগুলো জানত না। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর উম্মতের — তাদের আরব ও অনারব সকলের — ব্যাপারে ইসতিরকা নিয়ে আশঙ্কা করেননি এবং সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্কও করেননি।

আর মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে — তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

من اكتوى أو استرق، فقد برئ من التوكل

"যে দাগ লাগাল অথবা রুকইয়াহ চাইল, সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে গেল।" (১)

মুনাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

لفعله ما يسن التنزه عنه من الاكتواء لخطره، والاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله لاحتمال كونه شركًا، أو هذا فيمن فعل معتمدًا عليها لا على الله، فصار بذلك بريئًا من التوكل، فإنْ فقدَ ذلك لم يكن بريئًا منه

"কারণ সে এমন কাজ করেছে, যা থেকে দূরে থাকা সুন্নাত — অর্থাৎ দাগ লাগানো, তার ঝুঁকির কারণে; এবং আল্লাহর কিতাব থেকে নয় এমন অজানা বস্তু দিয়ে রুকইয়াহ চাওয়া, তা শিরক হওয়ার সম্ভাবনার কারণে। অথবা এ কথা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে এগুলোর উপর নির্ভর করে কাজটি করেছে, আল্লাহর উপর নয়; ফলে সে এর দ্বারা তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি সে-অবস্থা না থাকে, তবে সে তা থেকে মুক্ত হবে না।" (২)

মুসতারকীর অবস্থা: উদ্ধৃতি ও জবাব

উদ্ধৃত বক্তব্য	লেখকের কথা
ফাতহুল বারী: মুসতারকী অন্যের কাছে চায়; পূর্ণ তাওয়াক্কুল এর পরিপন্থী	সাহায্যকারী উপায় মাত্র; গোটা বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে
«যে-ই ইসতিরকা করে সে-ই অন্তর জড়ায়»	বরং বলব, এ ব্যাপারে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়
নবী স্ত্রীগণ ও সাহাবীগণকে ইসতিরকার পথ দেখিয়েছেন	তাঁরা তাওয়াক্কুলশীল জেনেই; নিষেধ বা সতর্ক করেননি
মুগীরার হাদীস: «দাগ লাগাল বা রুকইয়াহ চাইল, সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত»	মুনাবী: নির্ভর এগুলোর উপর হলে; সে-অবস্থা না থাকলে মুক্ত নয়

সাহাবীগণের ইসতিরকা

বদনজর লাগা সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে হাদীসসমূহ সাব্যস্ত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সহীহায়নে বর্ণিত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস; তিনি বলেন:

"كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقي من العين".

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন।"

و عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين.

আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত — তিনি বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, জাফরের সন্তানদের বদনজর লাগে; আমরা কি তাদের জন্য রুকইয়াহ করাব? তিনি বললেন: হ্যাঁ; কেননা কোনো কিছু যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তবে বদনজরই তাকে অতিক্রম করত। (৩)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ما لصبيكم هذا يبكي؟ هلا استرقيت له من العين .

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত — তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "তোমাদের এই শিশুটির কী হয়েছে যে সে কাঁদছে? তুমি কেন তার জন্য বদনজরের রুকইয়াহ করালে না?" (৪)

عن أم سليم أن النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها، فإن بها النظرة .

উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ তাঁর ঘরে এক বালিকাকে দেখলেন, যার মুখমণ্ডলে কালচে দাগ ছিল। তখন তিনি বললেন: "তার জন্য রুকইয়াহ করাও, কেননা তার উপর নজর লেগেছে।" (৫)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأمر أن نسترقي من العين .

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত — তিনি বলেন: "তিনি নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নিই।" (৬)

قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه اكتوى واسترقى من الحمة، وكان يأخذ من لحيته».

তিনি বলেন: ইউসুফ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হানীফা থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে: «তিনি দাগ লাগিয়েছিলেন এবং রুকইয়াহ করিয়েছিলেন (৭) বিষের (৮) কারণে; আর তিনি তাঁর দাড়ি থেকে কিছু কেটে নিতেন।»

قال: وحدثني عمر بن محمد، وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، أن نافعًا، أخبرهم، أن عبد الله بن عمر: «اكتوى من اللقوة، ورقي من العقرب».

তিনি বলেন: আমার কাছে বর্ণনা করেছেন উমর ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, মালিক ইবনে আনাস এবং ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ — যে নাফি তাঁদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর: «লাকওয়া (৯) রোগের জন্য দাগ লাগিয়েছিলেন এবং বিচ্ছুর দংশনের জন্য তাঁর উপর রুকইয়াহ করা হয়েছিল।»

قال: وأخبرني غيرهم، عن نافع، أن ابن عمر: «استرقى من العقرب برقية فارسية».

তিনি বলেন: তাঁদের ছাড়া অন্যরাও আমাকে নাফি থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনে উমর: «বিচ্ছুর দংশনের জন্য ফারসি রুকইয়াহ দ্বারা রুকইয়াহ করিয়েছিলেন।» (১০)

সাহাবীগণের ইসতিরকা: বর্ণনাসমূহ

সাহাবীগণের ইসতিরকা

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা
নবী বদনজরের রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন

আসমা বিনতে উমাইস
জাফরের সন্তানদের বদনজর লাগে; নবী: হ্যাঁ

কাঁদছে যে শিশু
নবী: কেন তার জন্য বদনজরের রুকইয়াহ করালে না?

উম্মে সুলাইম
বালিকার মুখে কালচে দাগ; নবী: তার জন্য রুকইয়াহ করাও

ইবনে উমর
দাগ লাগিয়েছিলেন; বিচ্ছুর দংশনে রুকইয়াহ করিয়েছিলেন

অধ্যায়ে উদ্ধৃত হাদীস ও আসার অনুযায়ী

আহলে ইলম ও মর্যাদাবানদের ইসতিরকা

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ «মাদারিজুস সালিকীন»-এ উল্লেখ করেছেন:

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه.

"শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহর উপর যখন বিষয়গুলো কঠিন হয়ে পড়ত, তখন তিনি আয়াতুস সাকীনা পড়তেন। আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি — তাঁর অসুস্থতার সময় ঘটে যাওয়া এক ভয়ানক ঘটনা সম্পর্কে, যার ভার বহন করতে বুদ্ধি অক্ষম; সেটি ছিল শয়তানি রূহসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ, যারা তখন তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিল — আর তা ছিল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থায়। তিনি বলেন: যখন বিষয়টি আমার উপর তীব্র হয়ে উঠল, তখন আমি আমার আত্মীয়স্বজন ও আমার চারপাশের লোকদের বললাম: তোমরা আয়াতুস সাকীনা পড়ো। তিনি বলেন: এরপর সে অবস্থা আমার থেকে সরে গেল, আমি উঠে বসলাম, আর আমার কোনো কষ্টই রইল না।" (১১)

যিনি পিতামাতার আনুগত্যে ইসতিরকা করেছেন

আর এই যে সাঈদ ইবনে জুবাইর রহিমাহুল্লাহ — তাবিঈ ইমামদের একজন ইমাম — তাঁকে একটি বিচ্ছু দংশন করল; তখন তাঁর মা তাঁর উপর পীড়াপীড়ি করলেন যে তিনি যেন রুকইয়াহ করিয়ে নেন। অথচ এ কথা জানা যে, বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে যে সত্তর হাজার জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তাঁরা হলেন সেই লোকেরা যাঁরা ইসতিরকা করেন না — অর্থাৎ তাঁরা রুকইয়াহ চান না। তো যখন তাঁর মা পীড়াপীড়ি করলেন, তিনি তাঁর মন রক্ষা করতে চাইলেন; ফলে তিনি রাকীকে নিজের সেই অপর হাতটি দিলেন, যেটিতে এই বিচ্ছুর দংশন লাগেনি, আর অন্য হাতটি ছেড়ে দিলেন। তিনি এটি করলেন মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাঁর মন রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্য; আর তিনি সেই কাজটি করলেন না, যা তাঁর কাছে তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল (এমনকি যদি সে ইচ্ছাও না করে, তবু সে তো ইসতিরকা করেই ফেলল)।

সাঈদ ইবনে জুবাইরের ঘটনা

১. **বিচ্ছুর দংশন**
তাবিঈ ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইরকে

২. **মায়ের পীড়াপীড়ি**
তিনি যেন রুকইয়াহ করিয়ে নেন

৩. **মায়ের মন রক্ষা**
অন্তরকে প্রশান্ত করার ইচ্ছা

৪. **তিনি যা করলেন**
দংশনহীন অপর হাতটি রাকীকে দিলেন

ঘটনাটি লেখকের বর্ণনায়

ভুল বোঝার কারণসমূহ

এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ বছর ধরে আমার কাজ ও খিদমতের অভিজ্ঞতা থেকে (আমার কাছে যা ধরা পড়েছে):

- আলিমগণ তাওয়াক্কুল ও ইসতিরকার হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন; কিন্তু মানুষ সবচেয়ে বেশি যা বুঝেছে তা হলো — ইসতিরকা নিন্দনীয়।
- মুসতারকী আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী নয়।
- মুসতারকীর কাছ থেকে তার ইসতিরকার হিসাব নেওয়া হতে পারে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হতে পারে; কারণ সে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
- কেবল ইসতিরকা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে; এর কারণ হলো এমন ফতোয়াসমূহের প্রচার, যেগুলো ইসতিরকা থেকে নিষেধ করে, তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয় এবং বলে যে রোগী নিজের উপর নিজেই পড়বে, কারও কাছে তাকে রুকইয়াহ করে দেওয়ার আবেদন করবে না। কিছু ইসলামি

দেশের কিছু তালিবুল ইলম যাঁরা রাকীদের কাছে যান তাঁদের ব্যাপারে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি, বিদআতের অপবাদ ও কটাক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, এবং তাঁরা ওই ফতোয়াগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

- এই বিষয়টি থেকে অনেকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে তাওহীদ-সম্পর্কিত হাদীসটির অর্থ সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি এবং এমন একটি বিষয়ে আল্লাহর বান্দাদের উপর কড়াকড়ি, যে বিষয়ে মুস্তাফা ﷺ নিজের স্ত্রী, নিজের সাহাবীগণ ও নিজের উম্মতের ক্ষেত্রে সহজতা দিয়েছেন; অথচ আমাদের হাতের সামনেই রয়েছে ইসতিরকার বৈধতা সম্পর্কে এবং তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার অর্থ স্পষ্ট করে দেওয়া আহলে ইলমের ফতোয়াসমূহ।
- তাওহীদের ব্যাপারে আশঙ্কার কারণে — যে, মানুষ ইসতিরকা করলে সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে এবং স্রষ্টাকে ছেড়ে দেবে।

ভুল বোঝার কারণসমূহ

মানুষের ভুল বোঝা ও তার কারণ

ভুল বোঝা: নিন্দনীয়
মানুষ সবচেয়ে বেশি বুঝেছে, ইসতিরকা নিন্দনীয়

ভুল বোঝা: তাওয়াক্কুল নেই
মুসতারকী আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী নয়

ভুল বোঝা: হিসাব ও শাস্তি
মুসতারকীর কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হতে পারে

ভুল বোঝা: শুধু বর্জনে জান্নাত
কেবল ইসতিরকা ছাড়লেই বিনা হিসাবে জান্নাত

কারণ: ফতোয়ার প্রচার
ইসতিরকা নিষেধের ফতোয়া বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত

কারণ: তাওহীদের আশঙ্কা
সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে স্রষ্টাকে ছেড়ে দেওয়ার ভয়

লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ

চতুর্থত: আলিমগণের বক্তব্য

আহকামুল কুরআন — জাসসাস, সূরা ফালাক:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: {أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنْ الْعَيْنِ} وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: {لَا رُقْيَةَ إلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّى} وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ.

আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: {রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নিই}। আর শাবী বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: {বদনজর কিংবা জ্বর ছাড়া (অন্য কিছুর জন্য) রুকইয়াহ নেই}। আর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: {إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتُّوَلَةَ شِرْكٌ} قَالَتْ: قُلْت: لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْت أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهُمَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: {أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُك شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا}.

আর আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে বকর; তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ; তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল আলা; তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবূ মুআবিয়া; তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আল-আমাশ, আমর ইবনে মুররা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার থেকে, তিনি আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নবের ভাইয়ের ছেলে থেকে, তিনি আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসঊদ) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: {নিশ্চয় রুকইয়াসমূহ, তামীমা ও তিওয়ালা শিরক}। যয়নব বলেন: আমি বললাম: আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চোখ দিয়ে (পানি) ঝরত; তখন আমি অমুক ইহুদির কাছে যাতায়াত করতাম, সে আমাকে রুকইয়াহ করত; আর যখনই সে আমাকে রুকইয়াহ করত, তা থেমে যেত? তখন আবদুল্লাহ বললেন: ওটা তো কেবল শয়তানেরই কাজ; সে তার হাত দিয়ে সেটিকে খোঁচাত, আর যখন সে তার উপর রুকইয়াহ করত, তখন সে দুটি থেকে হাত গুটিয়ে নিত। তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি তা-ই বলবে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: {হে মানুষের রব, কষ্ট দূর করে দিন; আপনিই আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা; আপনার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই — এমন আরোগ্য, যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না}।

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٤﴾ قَالَ أَبُو صَالِحٍ: النَّفَّاثَاتُ فِي الْعُقَدِ "السَّوَاحِرُ".

আর আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴾আর গিরায় ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে﴿ (১২) — আবূ সালিহ বলেছেন: গিরায় ফুঁ দানকারিণীরা হলো "জাদুকরিণীরা"।

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ تَلَا: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ٤﴾ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَمَا يُخَالِطُ مِنَ السِّحْرِ مِنْ هَذِهِ الرُّقَى".

আর মামার কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিলাওয়াত করলেন ﴾আর গিরায় ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে﴿; তারপর বললেন: "এই রুকইয়াগুলোর মধ্যে যা জাদুর সঙ্গে মিশে যায়, তা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো।"

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: النَّفَّاثَاتُ فِي الْعُقَدِ السَّوَاحِرُ يَنْفُثْنَ عَلَى الْعَلِيلِ وَيَرْقُونَهُ بِكَلَامٍ فِيهِ كُفْرٌ وَشِرْكٌ وَتَعْظِيمٌ لِلْكَوَاكِبِ وَيُطْعِمْنَ الْعَلِيلَ الْأَدْوِيَةَ الضَّارَّةَ وَالسُّمُومَ الْقَاتِلَةَ وَيَحْتَالُونَ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَزْعُمْنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رُقَاهُنَّ، هَذَا لِمَنْ أَرَدْنَ ضَرَرَهُ وَتَلَفَهُ، وَأَمَّا مَنْ يَزْعُمْنَ أَنَّهُنَّ يُرِدْنَ نَفْعَهُ فَيَنْفُثْنَ عَلَيْهِ وَيُوهِمْنَ أَنَّهُنَّ يَنْفَعْنَ بِذَلِكَ، وَرُبَّمَا يَسْقِينَهُ بَعْضَ الْأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ فَيَتَّفِقُ لِلْعَلِيلِ خِفَّةُ الْوَجَعِ؛ فَالرُّقْيَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا هِيَ رُقْيَةُ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ

الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، وَأَمَّا الرُّقْيَةُ بِالْقُرْآنِ وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ وَقَدْ أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَدَبَ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي التَّبَرُّكِ بِالرُّقْيَةِ بِذِكْرِ اللَّهِ.

আবূ বকর (আল-জাসসাস) বলেন: গিরায় ফুঁ দানকারিণীরা হলো জাদুকরিণীরা; তারা রোগীর উপর ফুঁ দেয় এবং এমন কথা দিয়ে তার উপর রুকইয়াহ করে, যাতে থাকে কুফর, শিরক ও নক্ষত্ররাজির মহিমাকীর্তন। আর তারা রোগীকে ক্ষতিকর ওষুধ ও মারাত্মক বিষ খাইয়ে দেয়, এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য কৌশল করে; তারপর তারা দাবি করে যে এটি তাদের রুকইয়ার ফল। এ তো তাদের ক্ষেত্রে, যাদের ক্ষতি ও ধ্বংস তারা চায়। আর যাদের সম্পর্কে তারা দাবি করে যে তারা তাদের উপকারই চায়, তাদের উপর তারা ফুঁ দেয় এবং এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে তারা এর দ্বারা উপকার করছে; আর কখনো কখনো তারা তাকে কিছু উপকারী ওষুধ পান করায়, ফলে রোগীর ব্যথা লাঘব হওয়ার ঘটনাটি ঘটে যায়। সুতরাং যে রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো জাহিলিয়্যাতের রুকইয়াহ — কারণ তাতে শিরক ও কুফর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর কুরআন দ্বারা এবং আল্লাহ তাআলার যিকর দ্বারা রুকইয়াহ — তা তো জায়েয; নবী ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তেমনি আমাদের সঙ্গীগণ আল্লাহর যিকর দ্বারা রুকইয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ সম্পর্কে বলেছেন।

وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ؛ لِأَنَّ مَنْ صَدَّقَ بِأَنَّهُنَّ يَنْفَعْنَ بِذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيْهِ فِي الدِّينِ مِنْ حَيْثُ يَعْتَقِدُ جَوَازَ نَفْعِهَا وَضَرَرِهَا بِتِلْكَ الرُّقْيَةِ؛ وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى شَرُّهُنَّ فِيمَا يَحْتَلْنَ مِنْ سَقْيِ السُّمُومِ وَالْأَدْوِيَةِ الضَّارَّةِ.

আর আল্লাহ তাআলা গিরায় ফুঁ দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ এ কারণেই দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল তারা এর দ্বারা উপকার করে, তার জন্য তা দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় — এ দিক থেকে যে, সে ওই রুকইয়ার দ্বারা উপকার ও ক্ষতি সাধিত হওয়াকে সম্ভব বলে বিশ্বাস করে। আর অন্য একটি দিক থেকে তাদের অনিষ্ট রয়েছে সেই কৌশলে, যা তারা বিষ ও ক্ষতিকর ওষুধ পান করানোর ক্ষেত্রে করে থাকে।

ইসতারকা: রুকইয়াহ চাওয়া; আর তা হলো «আল-আউযা» কিংবা «আত-তাবীযা» — যা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর পড়া হয়, যেমন জ্বর, মৃগী কিংবা হাসাদ — তার আরোগ্য কামনায়। (১৩)

وحاصله أن رعاية الأسباب بالتداوي لا تنافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع بالأكل وقمع العطش بالشرب، ومن ثم قال المحاسبي: يتداوى

المتوكل إقتداء بسيد المتوكلين، وأجاب عن خبر من استرقى أو اكتوى بريء من التوكل كما سيأتي أي من توكل المتوكلين من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فجعل بعض التوكل أفضل من بعض، وفيه ينافيه أنه ما قيل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات بمسبباتها قدرا وشرعا فتعطيلها

আর এর সারকথা হলো: চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে উপায়-উপকরণের প্রতি লক্ষ রাখা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় — যেমন খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা দূর করা এবং পানীয় দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা তার পরিপন্থী নয়। এ কারণেই মুহাসিবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: তাওয়াক্কুলকারী চিকিৎসা গ্রহণ করবে — তাওয়াক্কুলকারীদের সরদারের অনুসরণে। আর তিনি «যে রুকইয়াহ করাল অথবা দাগ লাগাল, সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে গেল» — এই বর্ণনাটির জবাব দিয়েছেন, যেমনটি সামনে আসছে; অর্থাৎ (সে মুক্ত হয়েছে) সেই সত্তর হাজার তাওয়াক্কুলকারীর তাওয়াক্কুল থেকে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ফলে তিনি এক তাওয়াক্কুলকে অপর তাওয়াক্কুলের চেয়ে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে রয়েছে — এর পরিপন্থী সেই কথা, যা বলা হয়েছে যে, তাওহীদের প্রকৃত রূপ পূর্ণ হয় না সেসব উপায়-উপকরণ সরাসরি অবলম্বন করা ছাড়া, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা তাকদীর ও শরীয়তের বিচারে তাদের ফলাফলের কার্যকারণরূপে স্থাপন করেছেন; সুতরাং সেগুলো অকার্যকর করে দেওয়া

يقدح في التوكل، والحاصل أن مرتبة الجمع أولى من مرتبة التوحيد الصرف، فالأحسن في تأويل الحديث ما قاله ابن عبد البر: إنه بريء من التوكل أن استرقى بمكروه أو علم شفاءه بوجود نحو الكي وغفل عن أن الشفاء من عنده تعالى، وأما من فعله على وفق الشرع ناظرا لرب الدواء متوقعا من عنده الشفاء قاصدًا صحة بدنه للقيام بطاعة ربه فتوكله باقٍ بحاله، استدلالاً بفعل سيد المتوكلين إذ عمل بذلك في نفسه.

— তা তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টি করে। আর সারকথা হলো: «জাম» (উপায় অবলম্বন ও তাওয়াক্কুল উভয়কে একত্র করার) স্তরটি নিছক তাওহীদের স্তরের চেয়ে অধিক উপযুক্ত। সুতরাং হাদীসটির ব্যাখ্যায় সবচেয়ে উত্তম কথা তা-ই, যা ইবনে আবদুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে যায় — যদি সে নিষিদ্ধ

কোনো বস্তু দিয়ে রুকইয়াহ করায়, অথবা দাগ লাগানোর মতো কিছুর অস্তিত্বেই নিজের আরোগ্য নিশ্চিত মনে করে এবং এ কথা থেকে গাফিল হয় যে আরোগ্য তো আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই। আর যে ব্যক্তি তা শরীয়তের অনুসারে করে — ওষুধের রবের দিকে দৃষ্টি রেখে, তাঁর কাছ থেকেই আরোগ্যের প্রত্যাশা করে, নিজের রবের আনুগত্য পালনের জন্য দেহের সুস্থতার নিয়্যত করে — তার তাওয়াক্কুল নিজ অবস্থায় বহাল থাকে; দলিল হিসেবে তাওয়াক্কুলকারীদের সরদারের কাজ, কেননা তিনি নিজেই নিজের ক্ষেত্রে এটি করেছেন। (১৪)

ইবনে আবদুল বার: তাওয়াক্কুলের বিচার

তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়	তাওয়াক্কুল বহাল থাকে
নিষিদ্ধ কোনো বস্তু দিয়ে রুকইয়াহ করায়	শরীয়ত অনুসারে করে
দাগ ইত্যাদিতেই আরোগ্য নিশ্চিত মনে করে	ওষুধের রবের দিকে দৃষ্টি রাখে
আরোগ্য আল্লাহর কাছ থেকে, এ কথায় গাফিল	আল্লাহর কাছে আরোগ্য প্রত্যাশা; আনুগত্যের জন্য সুস্থতার নিয়্যত

এক নজরে

- ★ মাকরূহ ইসতিরকা: রোগের আগে, অভ্যাস হিসেবে, রাকীর দিকে অন্তর ঝুঁকে
- ★ জায়েয ইসতিরকা: রুকইয়াহ শরইয়্যাহ, নিরুপায়তা, রাকীর অভিজ্ঞতা
- ★ তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা: সৃষ্টির কারও কাছে কিছুই না চাওয়া
- ★ নবী স্ত্রীগণ ও সাহাবীগণকে ইসতিরকার পথ দেখিয়েছেন, সতর্ক করেননি
- ★ জাসসাস: নিষিদ্ধ রুকইয়াহ জাহিলিয়্যাতের; কুরআন ও যিকর দ্বারা জায়েয
- ★ ইবনে আবদুল বার: শরীয়ত অনুসারে করলে তাওয়াক্কুল বহাল

যাচাই করুন

1. মাকরূহ ইসতিরকার একটি রূপ কোনটি?
   - ক. রোগ সম্পর্কে রাকীর অভিজ্ঞতার কারণে চাওয়া
   - খ. নিরুপায় অবস্থায় চাওয়া
   - গ. রোগ সংঘটিত হওয়ার আগেই চাওয়া
2. মায়ের পীড়াপীড়িতে সাঈদ ইবনে জুবাইর কী করলেন?
   - ক. রুকইয়াহ করাতে অস্বীকার করলেন
   - খ. দংশনহীন অপর হাতটি রাকীকে দিলেন
3. যয়নবের ইহুদির কাছে রুকইয়াহ সম্পর্কে আবদুল্লাহ কী বললেন?
   - ক. ওটা শয়তানের কাজ; সে হাত দিয়ে খোঁচা দিত
   - খ. ওটাই উত্তম চিকিৎসা
4. কখন তাওয়াক্কুল বহাল থাকে, ইবনে আবদুল বারের মতে?
   - ক. নিষিদ্ধ বস্তু দিয়ে করলে
   - খ. শরীয়ত অনুসারে করে, আল্লাহর কাছ থেকে আরোগ্য প্রত্যাশা করলে
5. আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বদনজর বিষয়ে কী বর্ণিত?
   - ক. নবী নিষেধ করতেন
   - খ. নবী রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন
6. চিত্র ৪ অনুযায়ী তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা কী?
   - ক. কেবল রুকইয়াহ না চাওয়া
   - খ. মানুষের কাছে কোনো কিছু না চাওয়া

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–ক, ৪–খ, ৫–খ, ৬–খ

আউনুল মাবূদ-এ এসেছে — «রুকইয়াহ কেমন হবে»:

وَفِي صَحِيح مُسْلِم أَيْضًا عَنْ جَابِر قَالَ: "لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَب، وَنَحْنُ جُلُوس مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُول اللَّه، أَرْقِي لَهُ؟ قَالَ: مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَع أَخَاهُ فَلْيَفْعَل".

> "আর সহীহ মুসলিমেও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমাদের একজনকে একটি বিচ্ছু দংশন করল, আর আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তার জন্য রুকইয়াহ করব? তিনি বললেন: «তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে»।"

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث جَابِر: "أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ الرُّقَى".

> "আর মুসলিম তাঁর সহীহতে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন: «নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছেন» —"

টীকা

1. সহীহুল জামি — ৬০৮১।
2. ফাইদুল কাদীর — ৬/৮২ (খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৮২)।
3. ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী (২০৫৯) এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আলবানী রহিমাহুল্লাহ একে সহীহ বলেছেন।
4. সহীহুল জামি — ৫৬৬২।
5. বুখারী ও মুসলিম।
6. বুখারী ও মুসলিম।
7. ইসতারকা: রুকইয়াহ চাওয়া; আর তা হলো «আল-আউযা» কিংবা «আত-তাবীযা» — যা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর পড়া হয়, যেমন জ্বর, মৃগী কিংবা হাসাদ — তার আরোগ্য কামনায়।
8. আল-হুমাহ কিংবা আল-হুম্মাহ: বিষ।
9. আল-লাকওয়া: এমন রোগ, যা মুখমণ্ডলকে আক্রান্ত করে এবং তাকে এক পাশে বাঁকিয়ে দেয়।
10. আল-জামি — ইবনে ওয়াহব।
11. মাদারিজুস সালিকীন — «আস-সাকীনা» (অধ্যায়), ইবনুল কাইয়িম।
12. সূরা ফালাক: ৪।
13. আহকামুল কুরআন — জাসসাস, সূরা ফালাক।
14. মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ।

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

নিষেধ ও অনুমতির হাদীসসমূহের সমন্বয়, এবং সালাফের আমল

সুতরাং এটি এই হাদীসগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কেননা তিনি তো কেবল সেই রুকইয়াহগুলো থেকেই নিষেধ করেছেন, যেগুলোতে শিরক এবং আল্লাহ সুবহানাহু ছাড়া অন্যের মহিমাকীর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকে — যেমনটি শিরকপন্থীদের অধিকাংশ রুকইয়াহ।

এর দলিল হলো: মুসলিম তাঁর সহীহতে আওফ ইবনে মালিক আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে যা বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন:

"كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ".

> "আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে রুকইয়াহ করতাম। তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো। রুকইয়াহতে কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।"

আর নিষেধ-সংক্রান্ত হাদীসেও এমন কিছু রয়েছে, যা এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

কেননা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন:

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى، قَالَ فَاعْرِضُوهَا عَلَيَّ، فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছিলেন। তখন আমর ইবনে হাযমের পরিবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে একটি রুকইয়াহ ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর দংশনের চিকিৎসা করতাম; আর আপনি তো রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন: সেটি আমার সামনে পেশ করো। তারা তা তাঁর সামনে পেশ করল। তখন তিনি বললেন: আমি এতে কোনো দোষ দেখছি না; তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম, সে যেন উপকার করে।" — এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

নিষেধ ও অনুমতির সমন্বয়

যা নিষিদ্ধ	যা অনুমোদিত
শিরক ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের মহিমাকীর্তনযুক্ত রুকইয়াহ	শিরকমুক্ত রুকইয়াহ
শিরকপন্থীদের অধিকাংশ রুকইয়াহ	আমর ইবনে হাযমের পরিবারের বিচ্ছুর রুকইয়াহ
মূর্তির নাম ও শিরকী বিষয়যুক্ত রুকইয়াহ	আওফ: দোষ নেই, যতক্ষণ শিরক না থাকে

একই নামের অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রকার, যেমন অধ্যায়ে বলা হয়েছে

আর এই হাদীসগুলো এবং এগুলোর অনুরূপ ক্ষেত্রে গৃহীত এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য সেখানে, যেখানে নিষিদ্ধ বস্তুটি এক প্রকার এবং অনুমোদিত বস্তুটি অন্য এক প্রকার, অথচ উভয়ই একই নামের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এ বিষয়টি অনুধাবন করে, তার থেকে

বহু বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায় — এমন বিভ্রান্তি, যা সেই ব্যক্তির মনে জন্মায় যে ওই শ্রেণির নিষিদ্ধ বস্তুটির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না; ফলে সে নিষিদ্ধটিকে ও অনুমোদিতটিকে পরস্পরবিরোধী মনে করে। অতঃপর সে নাসখের (রহিতকরণের) পথ ধরে, কিংবা কোনো একটি হাদীসকে দুর্বল সাব্যস্ত করার পথ ধরে।

কিন্তু এই পদ্ধতির অনুসারীকে নাসখের পথে আরোহণ করতে হয় না, এবং নানা প্রকারের ইল্লত (ত্রুটি) আরোপের কষ্টকল্পনায়ও যেতে হয় না।

এ বিষয়টি বহু স্থানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে — যেমন এই স্থানে; আবার কখনো তা সূক্ষ্ম ও অতি নাজুক হয়ে পড়ে, ফলে আহলে ইলমের মধ্যে মতভেদ ঘটে যায়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন হক-এর নাগাল পাইয়ে সৌভাগ্যবান করেন; আর তা তাঁর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (১)

اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا شَكْوَى شَدِيدَةً فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكْوُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرُوهُ فَقَالَ لَا يَبْرَأُ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَذَا صَاحِبُ بَنِي فُلَانٍ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا لَوْ كُوِيَ قَالَ النَّاسُ إِنَّمَا أَبْرَأَهُ الْكَيُّ.

আমাদের একজন লোক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। চিকিৎসকগণ বললেন: দাগ লাগানো ছাড়া সে সুস্থ হবে না। তখন তার পরিবার তাকে দাগ লাগাতে চাইল; কিন্তু তাদের কেউ কেউ বলল: না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি চাই। তারা তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। তিনি বললেন: না; লোকটি সুস্থ হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, বললেন: এ কি অমুক গোত্রের সেই লোকটি? তারা বলল: হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এ ব্যক্তিকে যদি দাগ লাগানো হতো, লোকেরা বলত — দাগ লাগানোই তাকে সুস্থ করেছে।

আবূ উমর বলেন: সালাফে সালিহীনের একটি দল দাগ লাগিয়েছেন।

কায়স ইবনে আবী হাযিম বলেন: আমরা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে গেলাম, তখন তিনি তাঁর পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন।

কায়স আরও বলেন — জারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে: তিনি উমরের কাছে কসম করে বললেন যে, আমি অবশ্যই দাগ লাগাব।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দাগ লাগিয়েছেন এবং রুকইয়াহও করিয়েছেন।

আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও লাকওয়া রোগের জন্য দাগ লাগিয়েছেন।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর এক ছেলেকে দাগ লাগিয়েছেন, অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর একটি বুখতী উটনীকে দাগ লাগিয়েছেন — যার কুঁজ তার পাশের দিকে হেলে পড়েছিল; তিনি নির্দেশ দিলেন যে তা কেটে ফেলা হোক

এবং দাগ লাগানো হোক।

দাগ লাগানো: সালাফের বর্ণনা

সালাফের দাগ লাগানো

আবূ উমর সালাফে সালিহীনের একটি দল দাগ লাগিয়েছেন	**খাব্বাব** পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন	**জারীর** উমরের কাছে কসম করে বললেন, অবশ্যই দাগ লাগাব
ইবনে উমর দাগ লাগিয়েছেন এবং রুকইয়াহও করিয়েছেন	**আবূ তালহা** আনাস ইবনে মালিককে লাকওয়া রোগে দাগ লাগিয়েছেন	**হাসান ইবনে আলী** নিজের একটি উটনীকে দাগ লাগিয়েছেন

অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণিত

আবূ উমর বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বিচ্ছুর দংশনের জন্য মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন, এবং তিনি স্থানটি লবণমিশ্রিত পানি দিয়ে মুছে দিতেন।

আসওয়াদ বিচ্ছুর দংশনের জন্য হিমইয়ারি ভাষায় রুকইয়াহ করতেন।

উরওয়া ইবনে হিযাম বলেছেন:

جعلت لعراف اليمامة حكمة ❖ وعراف نجد إن هما شفياني

> আমি ইয়ামামার গণকের জন্য এবং নাজদের গণকের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করেছি — যদি তারা দুজন

আমাকে আরোগ্য দিতে পারে।

فما تركا من رقية يعلمانها ❖ ولا سلوة إلا بها سقياني

তারা তাদের জানা এমন কোনো রুকইয়াহ বাকি রাখেনি, আর এমন কোনো "সালওয়া"ও নয় — যা দিয়ে তারা আমাকে পান করায়নি।

فقالا شفاك الله والله مالنا ❖ بما حملت منك الضلوع يدان

অতঃপর তারা দুজন বলল: আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দিন; আল্লাহর কসম, তোমার পাঁজর যা বহন করছে, তার সামনে আমাদের কোনো সাধ্য নেই।

আর "সালওয়া" হলো একটি নুড়িপাথর; তারা বলত যে, প্রেমাসক্ত ব্যক্তিকে যদি সেই পানি পান করানো হয় যার মধ্যে ওই নুড়ি থাকে, তবে সে সান্ত্বনা পেয়ে যায় এবং তার যে অবস্থা ছিল তা দূর হয়ে যায়। তো এটিই সেই "তিরইয়াক" (প্রতিষেধক), যা রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন — যখন কেউ তাতে এই নিয়্যত করে এবং এই মতবাদ পোষণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা পান করে এমন অবস্থায় যে, তার কাছে সেটি অন্য ওষুধেরই মতো — সে তার উপকার আশা করে, তার ক্ষতির ভয় করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছেই তার মাধ্যমে আরোগ্য প্রার্থনা করে — তবে তার জন্য কোনো দোষ নেই, যদি সেই তিরইয়াকে সাপের গোশত না থাকে। কেননা ইবনে সীরীন তা অপছন্দ করতেন, যখন তাতে "হুম্মা" থাকত — অর্থাৎ সেই বিষ, যা তাদের গোশতে থাকে।

আর এরই অনুরূপ হলো রুকইয়াহসমূহ: এর মধ্যে অপছন্দনীয় হলো সেটি, যা আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হয়, এবং আল্লাহ তাআলার নামসমূহ, তাঁর যিকর ও তাঁর কিতাবসমূহে বর্ণিত তাঁর কালাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়; এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সেগুলো অবশ্যম্ভাবীভাবেই উপকারী। আর এগুলোকেই তিনি বুঝিয়েছেন তাঁর বাণী «যে রুকইয়াহ চাইল, সে তাওয়াক্কুল করল না» দ্বারা। পক্ষান্তরে কুরআন দ্বারা এবং আল্লাহ জাল্লা ওয়া আয্যা-র নামসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা অপছন্দনীয় নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তিকে — যিনি একদল লোকের উপর কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করেছিলেন এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন — বলেছিলেন: "যে বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় (তার কথা ভিন্ন); তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছ।" (২)

৩৪৮৯- «যে দাগ লাগাল অথবা রুকইয়াহ চাইল» ইত্যাদি। "আন-নিহায়া"তে বলা হয়েছে: আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া পরিচিত চিকিৎসাপদ্ধতিগুলোর একটি; এর অন্তর্ভুক্ত হলো সাদ ইবনে মুআযকে দাগ লাগানোর ঘটনা ইত্যাদি। আর দাগ লাগানো থেকে নিষেধ বহু বর্ণনায় এসেছে। বলা হয়েছে: এ নিষেধ এ কারণে যে, তারা এর ব্যাপারটিকে অতিরঞ্জিত করত এবং মনে করত যে এটিই রোগকে সমূলে কেটে দেয়, আর তা ছেড়ে দিলে অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে। আর এর অনুমোদন সেই ব্যক্তির জন্য, যে একে নিছক উপায় (সাবাব) গণ্য করে, স্বয়ংক্রিয় কারণ (ইল্লত) গণ্য করে না; কেননা আল্লাহই আরোগ্য দেন, দাগ বা ওষুধ নয়। আর এ এমন এক বিষয়, যাতে মানুষের সংশয় বেড়ে যায় — তারা বলে: সে যদি ওষুধ পান করত, মরত না; আর যদি নিজ শহরে থেকে যেত, নিহত হতো না। অথবা নিষেধটি ওই ব্যক্তির জন্য,

যে রোগ সংঘটিত হওয়ার আগেই এবং প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগেই সতর্কতাস্বরূপ তা ব্যবহার করে — এটি মাকরূহ; চিকিৎসা তো কেবল প্রয়োজনের সময়ই বৈধ করা হয়েছে।

আর নিষেধটি তাওয়াক্কুলের দিক থেকেও হতে পারে — যেমন তাঁর বাণী «তারাই তারা, যারা রুকইয়াহ করায় না» ইত্যাদি; আর এটি জায়েয হওয়ার স্তরের চেয়ে ভিন্ন আরেকটি স্তর। — উদ্ধৃতি শেষ।

আমি বলি: এই হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, দাগ লাগানো ও রুকইয়াহ তাওয়াক্কুলের বিপরীত, যদিও তা জায়েয। তাঁর বাণী «যে দাগ লাগাল অথবা রুকইয়াহ চাইল» অর্থাৎ এই ধারণা পোষণ করে যে, এ দুটি স্বয়ং সত্তাগতভাবে উপকার করে এবং নিজে নিজেই প্রভাব সৃষ্টি করে। নতুবা এ দুটির ব্যবহার তো বৈধ করা হয়েছে এই অর্থে যে, আল্লাহ তাআলা এতে যে কার্যকারিতা সৃষ্টি করেন তার মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করা ও কল্যাণের আশা রাখা; ফলে দাগ, ওষুধ ও রুকইয়াহ হয়ে যায় নিছক উপায়, স্বয়ংক্রিয় কারণ নয়। অথবা "ইসতিরকা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিষিদ্ধ রুকইয়াহ — যা মূর্তির নাম ও শিরকী বিষয় দিয়ে হয়। সুতরাং হাদীসটি উত্তম কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে, আর অনুমতিদানকারী হাদীসগুলো

জায়েয হওয়া বর্ণনার উপর প্রমাণ বহন করে। আর তাওয়াক্কুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল; এর কারণ এই যে, মুশরিকরা এ দুটির ব্যাপারটিকে অতিরঞ্জিত করত এবং এ দুটিকে আরোগ্যের স্বয়ংক্রিয় কারণ গণ্য করত।

তাঁর বাণী «অথবা রুকইয়াহ চাইল» অর্থাৎ রুকইয়াহ তলব করল। আর "রুকইয়াহ" হলো সেই তাবীয-মন্ত্র, যা দিয়ে জ্বর, মৃগীরোগ প্রভৃতি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপর রুকইয়াহ করা হয়; ফারসিতে একে বলা হয় "আফসূন"। "আন-নিহায়া"তে রয়েছে: এ দুই শ্রেণির হাদীস প্রচুর; আর এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় হলো — যা আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হয় এবং আল্লাহ তাআলার কালাম, তাঁর নাম ও তাঁর গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে যা রয়েছে তা ছাড়া; অথবা এই বিশ্বাস পোষণ করা যে রুকইয়াহ নিশ্চিতভাবে উপকারী, ফলে তার উপরই নির্ভর করা — এটি মাকরূহ; আর এটিই তাঁর বাণী «যে রুকইয়াহ চাইল সে তাওয়াক্কুল করল না» দ্বারা উদ্দিষ্ট।

দাগ ও রুকইয়াহ: নিহায়ার ভাষ্য

নিষেধের দিক	অনুমতি বা শর্ত
অতিরঞ্জিত করা; এটিই রোগ সমূলে কাটে ভাবা	নিছক উপায় গণ্য করা, স্বয়ংক্রিয় কারণ নয়
রোগের আগে সতর্কতাস্বরূপ ব্যবহার: মাকরূহ	চিকিৎসা প্রয়োজনের সময়ই বৈধ
আরবি ছাড়া অন্য ভাষা; আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছু	আল্লাহর নাম, গুণ ও কালাম দ্বারা
নিশ্চিত উপকারী ভেবে নির্ভর করা: মাকরূহ	কুরআন ও আল্লাহর নামে আশ্রয় প্রার্থনা মাকরূহ নয়

আন-নিহায়ার উদ্ধৃতি অনুযায়ী

আর যা এর বিপরীত, তা মাকরূহ নয়। এ কারণেই নবী ﷺ সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যিনি কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন: "যে বাতিল রুকইয়াহর বিনিময়ে (পারিশ্রমিক) নেয় (তার কথা ভিন্ন); তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে নিয়েছ।" আর তাঁর বাণী «সেগুলো আমার সামনে পেশ করো» — ফলে আমরা তা পেশ করলাম, তখন তিনি বললেন: "এতে কোনো দোষ নেই, এগুলো তো কেবল অঙ্গীকারবাক্য" — যেন তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এতে এমন কিছু থেকে যেতে পারে যা তারা জাহিলিয়্যাতের যুগে শিরক হিসেবে উচ্চারণ করত ও বিশ্বাস করত। আর যা আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় এবং যার অর্থ অবগত নয়, তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

আর «বদনজর কিংবা বিষাক্ত দংশন ছাড়া কোনো রুকইয়াহ নেই» — এই হাদীসের অর্থ হলো: এ দুটির রুকইয়াহর চেয়ে অধিক উত্তম ও অধিক উপকারী কোনো রুকইয়াহ নেই; যেমন বলা হয়: "আলী ছাড়া কোনো যুবক নেই।"

আর «তারা রুকইয়াহ চায় না এবং দাগ লাগায় না» — এই হাদীসটি হলো সেই আউলিয়াদের বৈশিষ্ট্য, যাঁরা উপায়-উপকরণ থেকে বিমুখ। কিন্তু সাধারণ মানুষ — তাদের জন্য চিকিৎসা ও নানা উপশমপদ্ধতি শিথিল করা হয়েছে, এবং তাদের জন্য রুকইয়াহও শিথিল করা হয়েছে। — উদ্ধৃতি শেষ।

আহলে কিতাবের রুকইয়াহর ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে: সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তা জায়েয বলেছেন, আর মালিক রহিমাহুল্লাহ তা অপছন্দ করেছেন — এই আশঙ্কায় যে তারা যা বিকৃত করেছে তা এতে মিশে থাকতে পারে। আর যিনি জায়েয বলেছেন, তিনি বলেন: প্রকাশ্য বিষয় হলো রুকইয়াহগুলোতে বিকৃতি ঘটেনি, কেননা এতে তাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই। — তাঁর বাণী।

৩৪৯০- «ফামা আফলাহাত ওয়ালা আনজাহাত» (তবে সে সফল হয়নি এবং কার্যসিদ্ধিও করেনি); আর এক বর্ণনায় «ফামা আফলাহনা ওয়ালা আনজাহনা»। এটি উভয় স্থানেই মুতাকাল্লিমের আলিফ বাদ দিয়ে পড়া হয়েছে; এভাবেই তাঁরা এ দুটির হরকত নির্ধারণ করেছেন, আর লাঘবের উদ্দেশ্যে এটি জায়েয।

৩৪৯২- «ওয়ামা আদরাকাত» ইত্যাদি; অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে দ্বীন ও সততায় তার সদৃশ। আর এটি তাঁর পক্ষ থেকে তার প্রশংসা — আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। তাঁর বাণী «আর তিনি মুহাম্মাদের মাতৃকুলের দিক থেকে নানা» — কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে «পিতৃকুলের দিক থেকে», আর এটিই প্রকাশ্য অর্থ; কেননা আবূ মুহাম্মাদ হলেন আবদুর রহমান, আর তাঁর পিতা আসআদ ইবনে যুরারা; বলা হয়েছে, অধিকতর বিশুদ্ধ হলো সাদ ইবনে যুরারা — এবং তিনি তাঁর পিতৃকুলের দিক থেকে দাদা। সুতরাং এটি অসম্ভব নয় যে, আসআদ ইবনে যুরারা তাঁর মাতৃকুলের দিক থেকে নানা হবেন; তখন তাঁর বাণী «আর তিনি মুহাম্মাদের মাতৃকুলের দিক থেকে নানা» শুদ্ধ হয়ে যায়।

তাঁর বাণী «তাকে আয-যুবহা বলা হয়» — "আয-যুবহা" শব্দটি হুমাযা, ইনাবা, কিসরা, সুবরা, কিতাব ও গুরাব-এর ওজনে (আসতে পারে); এর অর্থ গলার ব্যথা, অথবা এমন রক্ত যা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে — যেমনটি "আল-কামূস"-এ রয়েছে। আর তা

গলা-চেপে-ধরা রোগের একটি নিকৃষ্ট প্রকার।

তাঁর বাণী «লা আবলুগান্না» অথবা «লা আবলুয়ান্না» — উত্তম পুরুষের সিগায় ভারী নূনসহ; অর্থাৎ আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তার চিকিৎসায় চিকিৎসার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছাব, অথবা চিকিৎসায় তার অবস্থা যাচাই করব। আর আবূ উমামা সম্পর্কে তাঁর বাণী «উযরান» — "আবূ উমামা" হলো আসআদ ইবনে যুরারার কুনিয়াত; আর «উযরান» শব্দটি «আবলুগান্না»-র মাফউল (কর্ম)। এর সারকথা: আমি তার চিকিৎসায় এতটা প্রচেষ্টা চালাব যে আমার দিক থেকে ওজর পূর্ণ হয়ে যাবে — এমনভাবে যে, "তোমরা তার যথাযথ চিকিৎসা করোনি" বলে কারও কোনো কথা বলার অবকাশ আর থাকবে না।

তাঁর বাণী «মীতাতা সূ» — সীন-এ ফাতহা ও দাম্মা উভয়ভাবেই; অর্থাৎ সে এমন মৃত্যুবরণ করল যা আমাদেরকে মন্দ অনুভূতি দেয়; কেননা ইহুদিরা বলে: নবী ﷺ তাঁর সঙ্গীর কাছ থেকে মৃত্যু ফিরিয়ে দিলেন না কেন? অতঃপর তিনি স্পষ্ট করলেন যে, তাদের এ কথা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত; কেননা আমি

তার জন্য কিংবা নিজের জন্যও কোনো ক্ষতি বা উপকারের মালিক নই। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (৩)

তাঁর বাণী «তারাই তারা, যারা রুকইয়াহ চায় না» — আবুল হাসান আল-কাবিসী বলেন: "ইসতিরকা" দ্বারা তিনি সেই ইসতিরকাই বুঝিয়েছেন, যা তারা জাহিলিয়্যাতের যুগে করত। আর আল্লাহর কিতাব দ্বারা ইসতিরকা — তা তো তিনি নিজেই করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন; এটি তাওয়াক্কুল থেকে বের করে দেয় না।

তাঁর বাণী «এবং তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না» — অর্থাৎ তারা পাখি প্রভৃতি দিয়ে অলক্ষুণে লক্ষণ ধরে না, যেমনটি ইসলামের পূর্বে তাদের অভ্যাস ছিল। আর "তিয়ারা" হলো তা, যা অকল্যাণের ক্ষেত্রে হয়; আর "ফাল" হলো তা, যা কল্যাণের ক্ষেত্রে হয়। আর তিনি "ফাল" পছন্দ করতেন।

তাঁর বাণী «এবং তারা

দাগ লাগায় না» — অর্থাৎ তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে না যে আরোগ্য দাগ লাগানো থেকেই আসে, যেমনটি জাহিলিয়্যাতের লোকদের বিশ্বাস ছিল।

তাঁর বাণী «এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে» — আর "তাওয়াক্কুল" হলো উপায়সমূহের উপর ফলাফল বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিষয়টি আল্লাহ তাআলার উপর সোপর্দ করা। (৪)

৫৭৩৮- আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন (মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর), তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন (সুফইয়ান), তিনি বলেন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন (মাবাদ ইবনে খালিদ), তিনি বলেন আমি শুনেছি (আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ)-কে, তিনি (আয়িশা) রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে; তিনি বলেন: রাসূল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন — অথবা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন — যে বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নিতে হবে।

অধ্যায়-শিরোনামের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। আর "মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর" — কিরমানী বলেন: "কাসীর" শব্দটি "কালীল"-এর বিপরীত। "আত-তাওযীহ"-এর লেখক বলেছেন: বুখারীর শাইখ হলেন মুহাম্মাদ ইবনে কাবীর — কাফের পরে বা (মুওয়াহহাদা) সহকারে। আমি বলি: এটি ভুল; প্রকাশ্য বিষয় হলো, এটি অজ্ঞ নকলনবিসের কাণ্ড। আর "সুফইয়ান" হলেন সাওরী। আর "মাবাদ" — মীমে ফাতহা, আইন সাকিন এবং বা (মুওয়াহহাদা)-তে ফাতহাসহ — ইবনে খালিদ আল-কাযী আল-কূফী, তাবিঈ। আর "আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ" হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি "ইবনুল হাদ" নামে পরিচিত; তাঁর (নবীকে) দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তাঁর পিতা সাহাবী ছিলেন।

আর হাদীসটি মুসলিম "কিতাবুত তিব"-এ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর, আবূ কুরাইব ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম থেকে, এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর থেকে। নাসাঈ তা সেখানে বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে মানসূর থেকে। আর ইবনে মাজাহ তা সেখানে বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে মুহাম্মাদ থেকে।

তাঁর বাণী «অথবা তিনি নির্দেশ দিয়েছেন» — এটি বর্ণনাকারীর সংশয়। আবূ নুআইম তাঁর "মুসতাখরাজ"-এ এটি বুখারীর শাইখ থেকেই বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি নিশ্চিতভাবে বলেছেন «আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন»। অনুরূপভাবে নাসাঈ ও ইসমাঈলী তা আবূ নুআইমের সূত্রে সুফইয়ান আস-সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইরের সূত্রে সুফইয়ান থেকে রয়েছে: «তিনি আমাকে রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন»; এবং তাঁর কাছে মিসআরের সূত্রে মাবাদ

ইবনে খালিদ থেকে রয়েছে: «তিনি তাকে রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন»।

তাঁর বাণী «যেন সে রুকইয়াহ করিয়ে নেয়» — অর্থাৎ যে ব্যক্তি বদনজরের কারণে করণীয় রুকইয়াহগুলো জানে, তার কাছে রুকইয়াহ তলব করা।

খাত্তাবী বলেন: রাসূলুল্লাহ যে রুকইয়াহর নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো — যা কুরআনের প্রবল আয়াতসমূহ দ্বারা হয় এবং যাতে আল্লাহ তাআলার যিকর থাকে, সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে পবিত্র-হৃদয় নেককারদের জিহ্বায়; আর এটিই "রুহানী চিকিৎসা"। পূর্ববর্তী যুগে, যখন তার অধিবাসীরা সৎ ছিলেন, তখন সিংহভাগ ব্যাপারই এর উপর নির্ভরশীল ছিল। অতঃপর যখন সৃষ্টিকুলের নেককারদের মধ্য থেকে এই শ্রেণিটির অস্তিত্ব দুর্লভ হয়ে পড়ল, তখন মানুষ দৈহিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে পড়ল — যেহেতু তারা রুহানী চিকিৎসাকে

রোগব্যাধিতে ফলপ্রসূ পেল না; কারণ পবিত্র রাকীগণ বরকতের যেসব অর্থ একত্র করতেন, সেগুলো আর অবশিষ্ট ছিল না। আর যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হলো "আযায়িমওয়ালাদের" রুকইয়াহ এবং যারা জিন বশ করার দাবি করে

তাদের রুকইয়াহ। (৫)

যদি বলা হয়: বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন: «যে দাগ লাগাল অথবা রুকইয়াহ চাইল, সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত হয়ে গেল» — (তবে এর কী জবাব)? আমরা বলি: তিনি কি বলেননি — «উটটি বাঁধো এবং তাওয়াক্কুল করো»? আর তিনি কি দুটি বর্ম পরে আত্মরক্ষা করেননি? এবং আমরা এইমাত্র যা উল্লেখ করলাম তার বাকি সবকিছুও তো রয়েছে।

যদি বলা হয়: তবে এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় কী? আমরা বলি: এর অর্থ হলো — যে ব্যক্তি রুকইয়াহ ও দাগ লাগানোর উপর ভরসা করে দাগ লাগাল বা রুকইয়াহ চাইল, এবং (মনে করল) যে আরোগ্য কেবল এ দুটির পক্ষ থেকেই আসে — এটিই তাকে তাওয়াক্কুল থেকে বের করে দেয়; আর এমনটি তো কেবল সেই কাফিরই করে, যে ঘটনাসমূহকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করে।

আর যে ব্যক্তি উপায়-উপকরণ ও ওষুধ অবলম্বন করে এবং নিজে, নিজের সহযোগীদের ও নিজ সম্পদের দ্বারা বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে — আল্লাহর যে রীতি তাঁর যমিনে এবং তাঁর যে অভ্যাস তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চলে আসছে সে অনুযায়ী — অথচ এর কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না; বরং তার অন্তর এই দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচল যে, যা অর্জিত হয়েছে তা তাঁরই তাকদীরে, আর যা কঠিন হয়ে গেছে তাও তাঁরই তাকদীরে; এতে সে "মুসাব্বিব" (ফলাফলের সৃষ্টিকর্তা)-র উপরই নির্ভর করে, উপায়-উপকরণের উপর নয় — তবে এটিই তাওয়াক্কুল। কিন্তু এর শর্ত হলো, সে যেন এ সবকিছুতে শরীয়তের নির্দেশের সঙ্গে চলে, এবং এমন কোনো পথ না ধরে যাতে গুনাহ রয়েছে; কেননা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা তাঁর নাফরমানির দ্বারা অর্জন করা যায় না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাফরমানির মাধ্যমে কোনো বিষয় কামনা করে, সে যা আশা করেছে তা থেকে আরও দূরে সরে যায় এবং যা থেকে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে তার আগমনের আরও নিকটবর্তী হয়।

আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, (রিযিক) তলব করা ও উপার্জন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী; ফলে সে নিজ ঘরে বসে থাকে ও দরজা বন্ধ করে দেয় — তার দাবি অনুযায়ী আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার উপর ভরসা করে — সে তো বিবেকের বাইরে চলে গেছে এবং মূর্খতার মরুভূমিতে প্রবেশ করেছে। তাকে বলা হবে: এ থেকে তো এটাও অবধারিত হয় যে, তুমি যখন ক্ষুধার্ত হবে এবং খাবার উপস্থিত হবে, তখন তুমি তার দিকে হাত বাড়াবে না এবং তার জন্য মুখও খুলবে না! সে যদি এতে অটল থাকে, তবে সে জ্ঞানের চেয়েও বিবেকের অধিক মুখাপেক্ষী; আর তার পরিবারের উচিত তার চিকিৎসা করানো।

তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ তাআলা মারইয়াম আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালামকে বলেছেন:

﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾

"আর তুমি খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা তোমার উপর সুপক্ব তাজা খেজুর ফেলবে।" (৬)

তবে কেন তিনি তাকে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিলেন না, অতঃপর খেজুরগুলো তার মুখে বয়ে আনা হতো? অনুরূপ কথা তার ক্ষেত্রেও, যার কোনো বাহন বা বাগান আছে: তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাগানে পানি দিতে, তা খনন করতে ও তার অবস্থা সংশোধন করতে; এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাহনকে খাদ্য দিতে ও পানি পান করাতে।

তাওয়াক্কুল ও উপায়: প্রশ্নোত্তর

ব্যক্তির অবস্থা	জবাব
রুকইয়াহ ও দাগের উপর ভরসা; আরোগ্য কেবল তা থেকেই ভাবে	তাওয়াক্কুল থেকে বের হয়ে যায়; কাফিরই এমন করে
উপায় ও ওষুধ অবলম্বন করে, কিন্তু নির্ভর করে মুসাব্বিবের উপর	এটিই তাওয়াক্কুল; শর্ত: শরীয়ত মেনে, গুনাহের পথ নয়
রিযিক তলবকে তাওয়াক্কুলবিরোধী ভেবে ঘরে বসে থাকে	বিবেকের বাইরে; মারইয়ামকে খেজুরগাছ নাড়াতে বলা হয়েছিল

আর তাঁরা এই কবিতা আবৃত্তি করেছেন:

ألم تر أن الله قال لمريم ❖ إليك فهزي الجذع يساقط الرطب

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ মারইয়ামকে বলেছেন: তুমি নিজের দিকে গাছের কাণ্ড নাড়া দাও, খেজুর ঝরে পড়বে।

ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها ❖ إليها ولكن كل شيء له سبب

তিনি চাইলে সে গাছের কাণ্ড তার দিকে নুইয়ে দিতে পারতেন — তার নাড়া দেওয়া ছাড়াই; কিন্তু প্রতিটি বস্তুরই একটি উপায় রয়েছে। (৭)

আল-মুনতাকা শরহুল মুওয়াত্তা — "বদনজরের রুকইয়াহ" অধ্যায়

فَصْلٌ وَقَوْلُ الْحَاضِنَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا يُحْدِثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَائِنِ لِلْمَعِينِ وَقَوْلُهُ مَا يَقُولُ مِنَ الِاسْتِحْسَانِ لَهُ، أَوْ التَّعَجُّبِ مِنْهُ دُونَ أَنْ يُبَرِّكَ كَمَا يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَرَضَ عِنْدَ تَنَاوُلِ الْإِنْسَانِ مِنْ الْأَغْذِيَةِ وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَادَةَ

بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْ ذَلِكَ بِالِاسْتِرْقَاءِ كَمَا أَجْرَى الْعَادَةَ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمَخْصُوصَةِ بِأَدْوِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

(একটি পরিচ্ছেদ) আর ধাত্রীর কথা "হে আল্লাহর রাসূল, এদের দুজনের প্রতি বদনজর দ্রুত পৌঁছে যায়" — তা সেই বিষয়ের ভিত্তিতে যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ নজরদাতা যখন নজর-প্রাপ্তকে দেখে তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা যা সৃষ্টি করেন; আর তার সেই কথা — যা সে প্রশংসাসূচক বা বিস্ময়সূচকভাবে বলে, বরকতের দুআ না করে। যেমন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মানুষের খাদ্যগ্রহণের সময় রোগ সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ নিয়ম চালু করেছেন যে, ইসতিরকার মাধ্যমে তা থেকে আরোগ্য লাভ হয় — যেমন তিনি এ নিয়ম চালু করেছেন যে, নির্দিষ্ট রোগসমূহ থেকে নির্দিষ্ট ওষুধ দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়।

وَقَالَ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَرْقُوا لَهُمَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِالِاغْتِسَالِ؛ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْعَائِنُ مَعْرُوفًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَجْهُولًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يُخَصَّ أَحَدٌ بِالِاغْتِسَالِ وَإِنَّمَا يَذْهَبُ أَذَاهُ بِالرُّقْيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আর তিনি ﷺ এ হাদীসে বলেছেন: "তোমরা এ দুজনের জন্য রুকইয়াহ করাও" — এবং তিনি গোসলের নির্দেশ দেননি; কেননা গোসল তো তখনই হয়, যখন নজরদাতা চিহ্নিত থাকে। আর যখন সে অজ্ঞাত থাকে, তখন কাউকে নির্দিষ্ট করে গোসলের নির্দেশ দেওয়ার কোনো উপায় নেই; সে ক্ষেত্রে রুকইয়াহ দ্বারাই তার ক্ষতি দূর হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (৮)

◆ এক নজরে

- ★ নিষেধ এসেছে শিরকযুক্ত রুকইয়াহ সম্পর্কে; অনুমতি শিরকমুক্ত রুকইয়াহর
- ★ আওফ ইবনে মালিকের হাদীসে রুকইয়াহতে দোষ নেই, যতক্ষণ শিরক না থাকে
- ★ সালাফে সালিহীনের একটি দল দাগ লাগিয়েছেন; ইবনে উমর দাগও নিয়েছেন, রুকইয়াহও করিয়েছেন
- ★ আরবি ছাড়া অন্য ভাষা বা নিশ্চিত উপকারী ভেবে নির্ভর করা মাকরূহ
- ★ উপায় অবলম্বন করে মুসাব্বিবের উপর নির্ভর করাই তাওয়াক্কুল
- ★ নজরদাতা অজ্ঞাত থাকলে রুকইয়াহ দ্বারাই ক্ষতি দূর হয়, আল-মুনতাকার বর্ণনায়

যাচাই করুন

1. আওফ ইবনে মালিকের হাদীসে রুকইয়াহ সম্পর্কে নবী কী বলেছেন?
   - ক. সব রুকইয়াহ নিষিদ্ধ
   - খ. শুধু আরবদের জন্য জায়েয
   - গ. কোনো দোষ নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে
2. আমর ইবনে হাযমের পরিবারের রুকইয়াহ পেশ করার পর নবী কী বললেন?
   - ক. এটি ছেড়ে দাও
   - খ. আমি এতে কোনো দোষ দেখছি না
3. খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কী বর্ণিত হয়েছে?
   - ক. তিনি দাগ লাগাতে নিষেধ করেছিলেন
   - খ. তিনি পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন
4. কোনটি তাওয়াক্কুল থেকে বের করে দেয়, আলোচনা অনুযায়ী?
   - ক. ওষুধ ব্যবহার করা
   - খ. রুকইয়াহ ও দাগের উপর ভরসা করে, আরোগ্য কেবল এ দুটি থেকেই আসে ভাবা
   - গ. উপায় অবলম্বন করা
5. মারইয়ামকে আল্লাহ কী করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?
   - ক. চুপ করে থাকতে
   - খ. খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে
6. আল-মুনতাকা অনুযায়ী নজরদাতা অজ্ঞাত থাকলে কী?
   - ক. তাকে খুঁজে গোসল করানো
   - খ. রুকইয়াহ দ্বারাই তার ক্ষতি দূর হয়

উত্তর: ১–গ, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ, ৫–খ, ৬–খ

ইবনে তাইমিয়্যাহর বক্তব্যসমূহ

আল্লাহ কখনোই কোনো সৃষ্টিকে এই নির্দেশ দেননি যে, সে অন্য কোনো সৃষ্টির কাছে চাইবে; যদিও তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বৈধ করেছেন, তবু তিনি এর নির্দেশ দেননি। বরং বান্দার জন্য উত্তম হলো, সে কখনোই আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে না চাওয়া — যেমনটি সহীহ হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে সেই লোকদের বৈশিষ্ট্যে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন: «তাঁরা সেই লোক, যাঁরা রুকইয়াহ চান না, দাগ লাগান না, কুলক্ষণ গ্রহণ করেন না এবং তাঁদের রবের উপরই ভরসা করেন।» সুতরাং তিনি তাঁদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, তাঁরা "ইসতিরকা" করেন না — অর্থাৎ তাঁরা অন্যের কাছে এ আবেদন করেন না যে, সে তাঁদের উপর রুকইয়াহ করুক। তিনি বলেননি «তাঁরা রুকইয়াহ করেন না»; যদিও মুসলিমের কোনো কোনো সনদে তা বর্ণিত হয়েছে, তবে তা ভুল। কেননা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উপর এবং অন্যের উপর রুকইয়াহ করেছেন, কিন্তু তিনি নিজের জন্য রুকইয়াহ চাননি। সুতরাং "মুসতারকী" হলো সেই ব্যক্তি, যে অন্যের কাছে দুআ প্রার্থনা করে; পক্ষান্তরে "রাকী" যে অন্যের উপর রুকইয়াহ করে, সে তো তার জন্য দুআকারী। আর তিনি ﷺ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেছেন: «যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে।» (৯)

আর সৃষ্টির কাছে চাওয়া ছেড়ে দিয়ে তার পরিবর্তে স্রষ্টার কাছে চাওয়া — এটিই নিরঙ্কুশভাবে উত্তম; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: «অতঃপর যখন তুমি অবসর পাও, তখন কঠোর পরিশ্রম করো; আর তোমার রবের প্রতিই আগ্রহী হও।»

আর ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বলেছেন: «আমি তো আমার অসহনীয় দুঃখ ও শোক আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।»

টীকা

1. আওনুল মাবুদ — "কাইফার রুকা" (রুকইয়াহ কীভাবে করা হয়) অধ্যায়।
2. তাবীলু মুখতালিফিল হাদীস, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আবূ মুহাম্মাদ আদ-দীনাওয়ারী, খণ্ড ১।
3. শারহু সুনানি ইবনে মাজাহ — সুয়ূতী, আবদুল গানী, ফখরুল হাসান আদ-দিহলাভী।
4. উমদাতুল কারী।
5. উমদাতুল কারী।
6. মারইয়াম: ২৫।
7. সিরাজুল মুলূক, আবূ বকর আত-তুরতূশী, খণ্ড ১।
8. আল-মুনতাকা শরহুল মুওয়াত্তা — "বদনজরের রুকইয়াহ"।
9. ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ইবনে তাইমিয়্যাহ।

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

ইবনে তাইমিয়্যাহর বক্তব্য: বান্দা যেন কেবল আল্লাহর কাছেই চায়

(পূর্ববর্তী অংশের ধারাবাহিকতায় ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য চলছে।)

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.

খলীল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন: «তোমরা আল্লাহর কাছেই রিযিক তালাশ করো, তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো।» (সূরা আনকাবূত: ১৭)

وقال النبي ﷺ لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.

নবী ﷺ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেছেন: «যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; আর যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।»

وفي المسند أن أبا بكر الصديق كان السوط يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا.

মুসনাদে রয়েছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে চাবুক পড়ে যেত, তবু তিনি কাউকে বলতেন না—"এটি আমাকে তুলে দাও"; বরং তিনি বলতেন: আমার খলীল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন মানুষের কাছে কিছু না চাই।

وفي الصحيحين حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.

সহীহায়নে সেই সত্তর হাজারের হাদীস রয়েছে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন; আর তাঁরা সেই লোক—যাঁরা রুকইয়াহ চান না, কুলক্ষণ গ্রহণ করেন না এবং তাঁরা তাঁদের রবের উপরই ভরসা করেন।

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال أصابتني فاقة فأتيت النبي ﷺ فوجدته يخطب الناس وهو يقول أيها الناس والله مهما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم وإنه من يستغن يغنه الله ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فقلت في نفسي والذي بعثك بالحق لا أسألك شيئا فرجعت فأغنى الله وجاء بخير.

সহীহায়নে আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন: আমার অভাব দেখা দিল, তাই আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। এসে দেখলাম, তিনি মানুষের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছেন এবং বলছেন: "হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, আমাদের কাছে যে কল্যাণই থাকুক, আমরা তা তোমাদের থেকে আটকে রেখে জমা করব না। জেনে রেখো, যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন; যে পবিত্রতা অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন; আর যে ধৈর্য ধরতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোনো দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" তখন আমি মনে মনে বললাম: যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমি আপনার কাছে কিছুই চাইব না। অতঃপর আমি ফিরে গেলাম; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী করে দিলেন এবং কল্যাণ এনে দিলেন।

فأبو سعيد فهم من كلام النبي ﷺ أن ترك سؤاله تعففا واستغناء خير له من سؤاله.

সুতরাং আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর কথা থেকে এটাই বুঝেছেন যে, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করে তাঁর কাছে না চাওয়াই তাঁর জন্য চাওয়ার চেয়ে উত্তম।

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة ومع عدم الحاجة يكون حراما فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم هل يكون عملا صالحا مشروعا مستحبا للناس.

সুতরাং প্রয়োজন ও অভাবগ্রস্ততা থাকা সত্ত্বেও নবীগণের জীবদ্দশায় তাঁদের কাছে না চাওয়াই যদি উত্তম হয়, আর প্রয়োজন না থাকা অবস্থায় তা যদি হারাম হয়, তবে অনুপস্থিত ও মৃত ব্যক্তির কাছে চাওয়া—তা তাঁদের মধ্য থেকে হোক কিংবা অন্যদের মধ্য থেকে—কেমন হবে? তা কি মানুষের জন্য শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব নেক আমল হতে পারে?

والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط لا أحياء ولا أمواتا ومن زعم أن سؤال المخلوق حيا أو ميتا قد أمر الله به أو هو واجب أو مستحب فهو غالط.

আর আল্লাহ তাআলা কখনোই সৃষ্টির কাছে চাওয়ার আদেশ দেননি—জীবিতদের কাছেও নয়, মৃতদের কাছেও নয়। যে দাবি করে, সৃষ্টির কাছে চাওয়ার—সে জীবিত হোক বা মৃত—আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন, কিংবা তা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, সে ভুলের মধ্যে আছে। (১)

তিনি আরও বলেছেন:

وقال في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون و حديثهم في الصحيحين فمدحهم على ترك الاسترقاء وقد روي في بعض ألفاظه لا يرقون ولم يذكره البخاري فإنه لا يثبت و إن رواه مسلم.

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: তাঁরা সেই লোক, যাঁরা রুকইয়াহ চান না, দাগ লাগান না, কুলক্ষণ গ্রহণ করেন না এবং তাঁদের রবের উপরই ভরসা করেন। তাঁদের হাদীসটি সহীহায়নে রয়েছে। এতে তিনি ইসতিরকা ত্যাগের কারণে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। এর কোনো কোনো শব্দে «لا يرقون» (তাঁরা রুকইয়াহ করেন না)-ও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বুখারী তা উল্লেখ করেননি; কেননা তা সাব্যস্ত নয়, যদিও মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন।

ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره ارقني فيطلب من غيره الرقية و إن كان شهود القيومية معتبرا في سؤال الخلق وجب أن يكون المسترقي إنما سأل الله و كان يكون مأمورا بالاستغاثة بالخلق باعتبار مشهد القيومية وقد قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

আর এটা জানা কথা যে, মুসতারকী অন্যকে বলে—"আমার উপর রুকইয়াহ করো"; ফলে সে অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায়। এখন সৃষ্টির কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কাইয়ূমিয়্যাহর (আল্লাহই সবকিছুর ধারক ও পরিচালক—এই সত্যের) প্রত্যক্ষণ ধর্তব্য হতো, তবে অবশ্যই বলতে হতো যে, মুসতারকী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছেই চেয়েছে; আর কাইয়ূমিয়্যাহর প্রত্যক্ষণের বিবেচনায় সৃষ্টির কাছে ফরিয়াদ করার আদেশই দেওয়া হতো। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: «অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখন কঠোর সাধনায় লেগে যাও, আর তোমার রবের প্রতিই আগ্রহী হও।» (সূরা আশ-শারহ: ৭–৮)

فإن كان مشهد القيومية معتبرًا في هذا الباب كان كل من سأل مخلوقا فإنما رغب إلى الله فلا ينهى عن ذلك بل يؤمر بالرغبة إلى الخالق و الله

تعالى قد وصف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألون الناس إلحافا وسواء كان المعنى أنهم لا يسألون الناس أو يسألون الناس ولا يلحفون فإن كان مشهد القيومية معتبرا هنا وجب أن يؤمر بسؤال الخلق والإلحاح في مسألتهم فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى والله تعالى يحب الملحين في الدعاء وهذا باب واسع.

কেননা এই অধ্যায়ে কাইয়ূমিয়্যাহর প্রত্যক্ষণ যদি ধর্তব্য হতো, তবে যে-ই কোনো সৃষ্টির কাছে চাইত, সে তো আল্লাহরই প্রতি আগ্রহী হতো; ফলে তা থেকে নিষেধ করা হতো না, বরং স্রষ্টার প্রতি আগ্রহী হওয়ার আদেশই দেওয়া হতো। আর আল্লাহ তাআলা প্রশংসিত দরিদ্রদের গুণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, তারা মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে চায় না। অর্থ যা-ই হোক—তারা মানুষের কাছে চায়ই না, কিংবা তারা মানুষের কাছে চায় তবে নাছোড়বান্দা হয় না—এখানেও যদি কাইয়ূমিয়্যাহর প্রত্যক্ষণ ধর্তব্য হতো, তবে সৃষ্টির কাছে চাওয়ার এবং তাদের কাছে চাওয়ায় নাছোড়বান্দা হওয়ার আদেশই দেওয়া হতো; কেননা (এই বিবেচনায়) তারা তো আল্লাহ তাআলার কাছেই নাছোড়বান্দা হচ্ছে, আর আল্লাহ তাআলা দুআয় নাছোড়বান্দাদের ভালোবাসেন। এটি একটি প্রশস্ত অধ্যায়।

الوجه السادس عشر أن النبي ﷺ قد مدح من لا يسأله وفضله على من يسأله بل ذم كثيرا من سأله فقال من سألنا أعطيناه ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا.

ষোড়শ দিক: নবী ﷺ তাঁর কাছে যে চায় না তার প্রশংসা করেছেন এবং যে চায় তার উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; বরং যারা তাঁর কাছে চেয়েছে, তাদের অনেককেই তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন: «যে আমাদের কাছে চায়, আমরা তাকে দিই; আর যে আমাদের কাছে চায় না, সে আমাদের কাছে অধিক প্রিয়।»

وقال يسألني أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها نارا قالوا: يا رسول الله فلم تعطهم فقال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل.

তিনি আরও বলেছেন: «তাদের কেউ আমার কাছে কিছু চায়, অতঃপর তা নিয়ে বের হয়ে যায়—সে তা বগলে করে আগুন বয়ে নিয়ে যায়।» তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তবে আপনি তাদেরকে দেন কেন? তিনি বললেন: «তারা আমার কাছে না চেয়ে ছাড়ে না, আর আল্লাহ আমার জন্য কৃপণতা পছন্দ করেন না।»

وقال والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني شيئا فتخرج له المسألة ما لم أكن أعطيه فيبارك له فيه أو كما قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي أخرجاه في الصحيحين قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم ما أنكر مسألتك إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

তিনি আরও বলেছেন: «সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে কেউ কিছু চাইলে, তার চাওয়ার দরুন তার জন্য তা বের হয়ে আসে—অথচ আমি তা দিতে চাইতাম না—অতঃপর তাতে তার জন্য বরকত দেওয়া হয় (না)।» অথবা যেমনটি তিনি হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, সহীহ হাদীসে—যা তাঁরা উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন—তিনি (হাকীম) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন; আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন; আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। তারপর তিনি বললেন: «হে হাকীম! আমি তোমার চাওয়াকে অস্বীকার করছি না। নিশ্চয়ই এই সম্পদ সবুজ-সতেজ ও মিষ্ট। সুতরাং যে তা অন্তরের উদারতা নিয়ে গ্রহণ করে, তাতে তার জন্য বরকত দেওয়া হয়; আর যে তা লোভাতুর মন নিয়ে গ্রহণ করে, তাতে তার জন্য বরকত দেওয়া হয় না—সে তখন সেই ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না।»

قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزا أحد بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا هذا لفظ رواية البخاري.

হাকীম বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আমি আপনার পর দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কিছুই নেব না। এটি বুখারীর বর্ণনার শব্দ।

وفي رواية ولا تكون يد أحد من العرب فوق يدي أبدًا.

আরেক বর্ণনায় আছে: আর আরবের কারও হাত কখনো আমার হাতের উপরে থাকবে না।

فكان أبو بكر وعمر يعطيانه حقه من بيت المال فلا يأخذه.

অতঃপর আবূ বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁকে বাইতুল মাল থেকে তাঁর প্রাপ্য দিতেন, কিন্তু তিনি তা নিতেন না। (২)

হাকীম ইবনে হিযামের ঘটনা

১ **তিনবার চাওয়া**
প্রতিবারই নবী তাঁকে দিলেন

২ **নবীর কথা**
এই সম্পদ সবুজ-সতেজ ও মিষ্ট

৩ **উদারতা ও লোভ**
উদার মনে নিলে বরকত; লোভাতুর মনে নিলে বরকত নেই

৪ **হাকীমের অঙ্গীকার**
আপনার পর কারও কাছ থেকে কিছু নেব না

৫ **পরবর্তী সময়**
আবূ বকর ও উমর বাইতুল মাল থেকে দিতেন, তিনি নিতেন না

ইবনে তাইমিয়্যাহর উদ্ধৃত বর্ণনা অনুযায়ী

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيًا عنها قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.

আর বান্দা যে কাজের উপর সক্ষম, কিছু অবস্থায় তার কাছে তা চাওয়া জায়েয—সব অবস্থায় নয়। কেননা সৃষ্টির কাছে চাওয়া কখনো জায়েয হয়, আবার কখনো তা নিষিদ্ধ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: «অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখন কঠোর সাধনায় লেগে যাও, আর তোমার রবের প্রতিই আগ্রহী হও।» আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে অসিয়ত করেছেন: «যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; আর যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।»

وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه.

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁরা যেন মানুষের কাছে কিছু না চান। ফলে তাঁদের কারও হাতের তালু থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তিনি কাউকে বলতেন না—"এটি আমাকে তুলে দাও।"

وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والاسترقاء طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء.

সহীহায়নে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তারা সেই লোক—যারা রুকইয়াহ চায় না, দাগ লাগায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।» আর ইসতিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া, এবং তা দুআরই এক প্রকার।

ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب.

এতদসত্ত্বেও তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: «কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাই অগোচরে দুআ করলেই আল্লাহ তাতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন; যতবারই সে তার ভাইয়ের জন্য দুআ করে, ফেরেশতা বলেন: তোমার জন্যও অনুরূপ।» আর দুআর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দুআ করা শরীয়তসম্মত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك.

আর এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর দরূদ পাঠের এবং তাঁর জন্য ওসীলা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন, এবং আমরা এই দুআ করলে এতে আমাদের জন্য যে প্রতিদান রয়েছে, তা তিনি জানিয়েছেন। (৩)

তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন:

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من فوقه وممن هو دونه فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه بسند ضعيف قوله لا تنسنا من دعائك يا أخي وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أويسًا القرني وقال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل وثبت أن أقواما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم.

মুসলিমের জন্য বিধিসম্মত যে, সে তার চেয়ে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছেও দুআ চাইবে, আবার যে তার চেয়ে নিম্নতর তার কাছেও চাইবে। কেননা ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতর—উভয়ের কাছেই দুআ চাওয়া বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে তাঁর বাণী: «হে আমার ভাই! তোমার দুআয় আমাদের ভুলো না।» আর সহীহ হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উওয়াইস কারনীর কথা উল্লেখ করে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন: «যদি পারো যে সে তোমার জন্য

ইস্তিগফার করবে, তবে তা-ই করো।» আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে, কিছু লোক রুকইয়াহ চাইতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উপর রুকইয়াহ করতেন। (৪)

সৃষ্টির কাছে চাওয়া: ইবনে তাইমিয়্যাহ

সৃষ্টির কাছে চাওয়া

আদেশ
আল্লাহ কখনোই সৃষ্টির কাছে চাওয়ার আদেশ দেননি

দাবিকারী
জীবিত বা মৃতের কাছে চাওয়ার আদেশ দাবি করলে সে ভুলে আছে

জায়েয ও নিষিদ্ধ
সৃষ্টির কাছে চাওয়া কখনো জায়েয, কখনো নিষিদ্ধ

সক্ষম বিষয়
বান্দা যাতে সক্ষম, কিছু অবস্থায় তা চাওয়া জায়েয

ইসতিরকা
রুকইয়াহ চাওয়া, যা দুআরই এক প্রকার

দুআ চাওয়া
ঊর্ধ্বতন ও নিম্নতর উভয়ের কাছে বিধিসম্মত

উওয়াইস কারনী
উমরকে নবী: পারলে তাঁকে দিয়ে ইস্তিগফার করাও

ইবনে তাইমিয়্যাহর ভাষ্য অনুযায়ী

ফসল: বান্দা যেন আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে না চায়

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝ ﴾

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ﴾অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখন কঠোর সাধনায় লেগে যাও, আর তোমার রবের প্রতিই আগ্রহী হও।﴿ (৫)

قال النبي ﷺ لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله .

নবী ﷺ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেছেন: «যখন চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; আর যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।»

وفي الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر .

তিরমিযীতে রয়েছে: «তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার সমস্ত প্রয়োজন তার রবের কাছেই চায়—এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা পর্যন্ত। কেননা তিনি যদি সহজ না করেন, তবে তা সহজ হবে না।»

وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئًا فكان سوط أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه .

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, তিনি আদী ইবনে মালিক এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটির কাছ থেকে তিনি বাইআত নিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বলেছেন: «তোমরা মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না।» ফলে তাঁদের কারও হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তিনি কাউকে বলতেন না—"এটি আমাকে তুলে দাও।"

وفي الصحيح في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون والاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من السؤال.

আর সহীহ হাদীসে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের হাদীসে রয়েছে—তাঁরা সেই লোক, যাঁরা রুকইয়াহ চান না, দাগ লাগান না এবং কুলক্ষণ গ্রহণ করেন না। আর ইসতিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া, এবং তা চাওয়ারই এক প্রকার।

وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله: لا تحل المسألة إلا لثلاثة وقوله: لأن يأخذ أحدكم حبله... الحديث،

আর মানুষের কাছে সম্পদ চাওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস অনেক। যেমন তাঁর বাণী: «তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য চাওয়া হালাল নয়।» এবং তাঁর বাণী: «তোমাদের কেউ নিজের রশি নিয়ে (কাঠ সংগ্রহ করতে যাওয়া) ...» — হাদীসটি (পূর্ণ)।

وقوله: لا تزال المسألة بأحدهم ، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه ، وأمثال ذلك وقوله: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته... الحديث.

এবং তাঁর বাণী: «তোমাদের কারও ক্ষেত্রে চাওয়া চলতেই থাকে...»; এবং তাঁর বাণী: «যে মানুষের কাছে চায়, অথচ তার কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী করে...»; এবং এ জাতীয় আরও (হাদীস)। আর তাঁর বাণী: «যার উপর অভাব নেমে আসে, অতঃপর সে তা মানুষের কাছে পেশ করে, তার অভাব দূর হয় না...» — হাদীসটি (পূর্ণ)। (৬)

তিনি অন্য এক স্থানে বলেছেন:

وحتى أمر النبي ﷺ أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير.

এমনকি নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উওয়াইস কারনীর কাছে চাওয়া হোক—তিনি যেন প্রার্থনাকারীর জন্য ইস্তিগফার করেন; যদিও সেই প্রার্থনাকারী উওয়াইসের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (৭)

অতঃপর তিনি মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

﴿ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ ﴾، وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي، كما قال هناك: بلغت الحلقوم، والتراقي متصلة بالحلقوم.

﴿কখনো নয়! যখন প্রাণ কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।﴾ (৮) — এতে নাফসের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে, এবং এ-ও যে তা কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত পৌঁছে; যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন: "তা কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যায়।" আর তারাকী (কণ্ঠার হাড়) কণ্ঠনালির সঙ্গে সংযুক্ত।

ثم قال: ﴿ وَقِيلَ مَنۡ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ ﴾ وقيل: من راق يرقيها، وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله، والأول أظهر لأن هذا قبل الموت

فإنّه قال: ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ ﴾ فدلّ على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيًا يرقيه.

এরপর তিনি বলেছেন: ﴾আর বলা হবে: ঝাড়ফুঁককারী কে?﴿ (৯) — বলা হয়েছে, এর অর্থ: কে আছে যে তার উপর রুকইয়াহ করবে? আবার বলা হয়েছে: কে আছে যে তা (রূহ) নিয়ে আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বে উঠবে? তবে প্রথম অর্থটিই অধিক স্পষ্ট, কেননা এটি মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা; কারণ তিনি বলেছেন: ﴾আর সে নিশ্চিত হবে যে, এটাই বিদায়ক্ষণ।﴿ (১০) সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, তারা তার (আরোগ্যের) আশা করছে এবং তার জন্য এমন রাকী খুঁজছে, যে তার উপর রুকইয়াহ করবে।

وأيضًا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها، فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون.

আর তা ছাড়া, তার ঊর্ধ্বগমনের জন্য এমন কাউকে খোঁজার প্রয়োজন হয় না, যে তা নিয়ে ঊর্ধ্বে উঠবে; কেননা আল্লাহর এমন ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা আদিষ্ট কাজই সম্পাদন করেন।

والرقية أعظم الأدوية فإنّها دواء روحاني ولهذا قال النبي ﷺ في صفة المتوكلين: لا يسترقون ، والمراد: أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال: ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ ﴾.

আর রুকইয়াহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ; কেননা তা আত্মিক ঔষধ। এ কারণেই নবী ﷺ তাওয়াক্কুলকারীদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন: «তারা রুকইয়াহ চায় না।» উদ্দেশ্য হলো—(যে রুকইয়াহ চায়) সে মৃত্যুকে ভয় করে এবং

রাকীর মাধ্যমে বেঁচে থাকার আশা করে। এ কারণেই তিনি বলেছেন: ﴿আর সে নিশ্চিত হবে যে, এটাই বিদায়ক্ষণ।﴾ (১১)

শিরা কাটা ও কাই (দাগ দেওয়া) প্রসঙ্গে নবী ﷺ -এর হেদায়াত

ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع له عرقا وكواه عليه.

সহীহ হাদীসে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী ﷺ উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠিয়েছিলেন; তিনি তাঁর একটি শিরা কেটে দিলেন এবং তার উপর দাগ দিলেন।

ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي ﷺ ثم ورمت فحسمه الثانية والحسم: هو الكي.

আর সাদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুর আকহাল শিরায় তীর বিদ্ধ হলে নবী ﷺ তাতে দাগ দিলেন; এরপর তা ফুলে উঠল, তখন তিনি দ্বিতীয়বার দাগ দিলেন। আর "হাসম" মানে কাই (দাগ দেওয়া)।

وفي طريق آخر: أن النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه.

অন্য এক সূত্রে রয়েছে: নবী ﷺ সাদ ইবনে মুআযের আকহাল শিরায় চওড়া ফলাবিশিষ্ট তীর দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন; অতঃপর সাদ ইবনে মুআয কিংবা তাঁর সাহাবীদের অন্য কেউ তাতে দাগ দিয়েছিলেন।

وفي لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص فأمر النبي ﷺ به فكوي.

অন্য এক শব্দে রয়েছে: আনসারদের এক ব্যক্তির আকহাল শিরায় চওড়া ফলার তীর বিদ্ধ হলো; তখন নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, ফলে তাকে দাগ দেওয়া হলো।

وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي ﷺ برجل نعت له الكي فقال: اكووه وارضفوه .

আবূ উবাইদ বলেছেন: নবী ﷺ-এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল, যার জন্য কাই-এর ব্যবস্থা বলা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন: «তাকে দাগ দাও এবং উত্তপ্ত পাথর দিয়ে সেঁক দাও।» (১২)

وقال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ كواه في أكحله.

ফাদল ইবনে দুকাইন বলেছেন: আমাদের কাছে সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন আবুয যুবাইর থেকে, তিনি জাবির থেকে—যে, নবী ﷺ তাঁর আকহাল শিরায় দাগ দিয়েছিলেন।

وفي صحيح البخاري من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي ﷺ حي.

আর সহীহ বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে রয়েছে যে, নবী ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে যাতুল জানব (পাঁজরের প্রদাহ) রোগের জন্য দাগ দেওয়া হয়েছিল।

وفي الترمذي عن أنس أن النبي ﷺ: كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه وما أحب أن أكتوي وفي لفظ آخر: وأنا أنهى أمتي عن الكي .

আর তিরমিযীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রয়েছে যে, নবী ﷺ «আসআদ ইবনে যুরারাকে শাওকা রোগের জন্য দাগ দিয়েছিলেন।» আর পূর্বে মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসটি অতিক্রান্ত হয়েছে, যাতে রয়েছে: «আর আমি পছন্দ করি না যে, আমাকে দাগ দেওয়া হোক।» অন্য এক শব্দে: «আর আমি আমার উম্মতকে কাই থেকে নিষেধ করছি।»

وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ نهى عن الكي قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لفظ: نهينا عن الكي وقال: فما أفلحن ولا أنجحن.

জামিউত তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাই থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন: অতঃপর আমরা পরীক্ষায় পড়লাম এবং দাগ নিলাম; কিন্তু আমরা সফলও হইনি, উদ্দেশ্যও হাসিল হয়নি। অন্য এক শব্দে: আমাদেরকে কাই থেকে নিষেধ করা হয়েছিল; তিনি বলেন: কিন্তু সেগুলো সফলও হয়নি, উদ্দেশ্যও হাসিল করেনি।

قال الخطابي: إنما كوى سعدًا ليرقأ الدم من جرحه وخاف عليه أن ينزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب كما يكوى من تقطع يده أو رجله.

খাত্তাবী বলেছেন: তিনি সাদকে দাগ দিয়েছিলেন কেবল এ জন্য যে, তাঁর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়; তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, রক্তক্ষরণে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এই ক্ষেত্রে কাই প্রয়োগ করা হয়—যেমন যার হাত বা পা কেটে ফেলা হয়, তাকে দাগ দেওয়া হয়।

وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبًا للشفاء وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية.

আর কাই থেকে নিষেধ করার বিষয়টি হলো—শিফা লাভের উদ্দেশ্যে দাগ নেওয়া; আর তারা বিশ্বাস করত যে, দাগ না নিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এই নিয়্যতের কারণেই তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به ناصور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيّه، فيشبه أن يكون النهي منصرفا

إلى الموضع المخوف منه والله أعلم.

বলা হয়েছে: তিনি বিশেষভাবে কেবল ইমরান ইবনে হুসাইনকেই তা থেকে নিষেধ করেছিলেন; কেননা তাঁর নাসূর (ভগন্দর) ছিল এবং তার স্থানটি ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তিনি তাঁকে সেখানে দাগ দিতে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং মনে হয়, নিষেধাজ্ঞাটি আশঙ্কাজনক স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه.

ইবনে কুতাইবা বলেছেন: কাই দুই প্রকার। এক: সুস্থ ব্যক্তিকে দাগ দেওয়া, যাতে সে অসুস্থ না হয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে: যে দাগ নিল, সে তাওয়াক্কুল করল না; কেননা সে নিজের থেকে তাকদীর প্রতিহত করতে চায়।

والثاني: كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء.

দুই: ক্ষত পচে গেলে তাতে দাগ দেওয়া, এবং অঙ্গ কেটে ফেলা হলে তাতে দাগ দেওয়া—এতে শিফা রয়েছে।

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع فإنه إلى الكراهة أقرب انتهى.

আর যদি কাই এমন চিকিৎসার জন্য হয়, যা ফলপ্রসূ হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে, তবে তা মাকরূহের

অধিক নিকটবর্তী। উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

ইবনে কুতাইবা: কাই-এর ধরন

কাই-এর ধরন	বক্তব্য
সুস্থ ব্যক্তিকে দাগ, যাতে অসুস্থ না হয়	এ প্রসঙ্গেই বলা: যে দাগ নিল সে তাওয়াক্কুল করল না
ক্ষত পচে গেলে বা অঙ্গ কাটা হলে দাগ	এতে শিফা রয়েছে
যে চিকিৎসা ফলপ্রসূ হতেও পারে, না-ও পারে	মাকরূহের অধিক নিকটবর্তী

وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون .

আর সহীহ হাদীসে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, «তাঁরা সেই লোক—যাঁরা রুকইয়াহ চান না, দাগ নেন না, কুলক্ষণ গ্রহণ করেন না এবং তাঁদের রবের উপরই ভরসা করেন।» (১৩)

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما النهي عنه

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত · alquranicruqyahhealing.com

فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفًا من حدوث الداء والله أعلم.

কাই সম্পর্কিত হাদীসসমূহে চারটি প্রকার এসেছে। প্রথমটি: তাঁর নিজের তা করা; দ্বিতীয়: তা পছন্দ না করা; তৃতীয়: যে তা ত্যাগ করে তার প্রশংসা; চতুর্থ: তা থেকে নিষেধ করা। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যে, এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা তাঁর তা করা প্রমাণ করে যে তা জায়েয; আর তা পছন্দ না করা তা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে না; আর যে তা ত্যাগ করে তার প্রশংসা প্রমাণ করে যে, তা ত্যাগ করাই অগ্রগণ্য ও উত্তম; আর তা থেকে নিষেধ করা—তা পছন্দের ভিত্তিতে ও মাকরূহ হওয়ার অর্থে, অথবা সেই প্রকারের ক্ষেত্রে, যার প্রয়োজন নেই, বরং রোগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা করা হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। (১৪)

কাই-সংক্রান্ত হাদীসের চার প্রকার

হাদীসের প্রকার	যা প্রমাণ করে
নবীর নিজের তা করা	তা জায়েয
তা পছন্দ না করা	নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে না
যে ত্যাগ করে তার প্রশংসা	ত্যাগ করাই অগ্রগণ্য ও উত্তম
তা থেকে নিষেধ	পছন্দের ভিত্তিতে ও মাকরূহ অর্থে; অথবা প্রয়োজনহীন প্রকারে

ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্য অনুযায়ী

وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ وَالْحِسَابِ وَالْفِلَاحَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

ইবনে হুবাইরা উল্লেখ করেছেন যে, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার জ্ঞান ফরযে কিফায়া।

وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ ﷺ: لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرِقُونَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَرْقِي الرَّجُلُ بِالْكَلِمَاتِ الْخَبِيثَةِ فَيُوهِمُهُ الرَّاقِي فِي ذَلِكَ وَفِي الْكَيِّ أَنَّهُمَا يَمْنَعَانِهِ مِنَ الْمَرَضِ أَبَدًا فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আর তিনি নবী ﷺ-এর বাণী «তারা দাগ নেয় না এবং রুকইয়াহ চায় না»-এর জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, জাহিলি যুগে মানুষ অপবিত্র-মন্দ শব্দমালা দিয়ে রুকইয়াহ করাত; আর রাকী তাকে সেই রুকইয়াহ ও কাই সম্পর্কে এই বিভ্রমে ফেলত যে, এ দুটি তাকে চিরকালের জন্য রোগ থেকে ঠেকিয়ে রাখবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটিই নিষেধ করেছেন। (১৫)

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَسَعِيدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ، وَاسْتَرْقَى مِنَ الْحَيَّةِ.

আর মালিক, সাঈদ ও বাইহাকী হাসান-জায়্যিদ সনদে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি লাকওয়া (১৬) রোগের জন্য দাগ নিয়েছিলেন এবং সাপের দংশনের জন্য রুকইয়াহ করিয়েছিলেন। (১৭)

وَالرُّقْيَةُ أَعْظَمُ الْأَدْوِيَةِ، فَإِنَّهَا دَوَاءٌ رُوحَانِيٌّ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فِي صِفَةِ الْمُتَوَكِّلِينَ: لَا يسترقون ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَخَافُ الْمَوْتَ وَيَرْجُو الْحَيَاةَ بِالرَّاقِي؛ وَلِهَذَا قَالَ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾.

আর রুকইয়াহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ; কেননা তা আত্মিক ঔষধ। এ কারণেই নবী ﷺ তাওয়াক্কুলকারীদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন: «তারা রুকইয়াহ চায় না।» উদ্দেশ্য হলো—সে মৃত্যুকে ভয় করে এবং রাকীর মাধ্যমে বেঁচে থাকার আশা করে। এ কারণেই তিনি বলেছেন: ﴾আর সে নিশ্চিত হবে যে, এটাই বিদায়ক্ষণ।﴿ (১৮)

মাফাতীহ গ্রন্থে বলা হয়েছে:

التوكل نوعان: **خاص**: وهو أن يترك التداوي والاسترقاء والكي لغاية ثقته بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من النفع والضر وهو المراد هنا.

وعام: يجب على الكل، وهو أن يعلم أن لا مؤثر إلا الله،

তাওয়াক্কুল দুই প্রকার। খাস (বিশেষ): তা হলো—চিকিৎসা, ইসতিরকা ও কাই ত্যাগ করা, এই চূড়ান্ত আস্থার কারণে যে, আল্লাহ তার জন্য উপকার ও ক্ষতির যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না—এখানে এটিই উদ্দেশ্য। আম (সাধারণ): তা সবার উপর ওয়াজিব; আর তা হলো—এ কথা জানা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভাব সৃষ্টিকারী নেই।

فالطعام لا يشبع والأدوية لا تشفي إلا بأمره، ومن له هذا الاعتقاد جاز له التداوي والاسترقاء. وكسب المال بالتجارة والحرف.

কেননা খাদ্য তৃপ্ত করে না এবং ঔষধ শিফা দেয় না—তাঁর আদেশ ছাড়া। সুতরাং যার এই বিশ্বাস রয়েছে, তার জন্য চিকিৎসা করা ও রুকইয়াহ করানো জায়েয। আর ব্যবসা ও কারিগরি পেশার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করাও (অনুরূপ)। (১৯)

তাওয়াক্কুল দুই প্রকার

খাস তাওয়াক্কুল	আম তাওয়াক্কুল
চিকিৎসা, ইসতিরকা ও কাই ত্যাগ করা	সবার উপর ওয়াজিব
আল্লাহর লিখে রাখা উপকার-ক্ষতির উপর চূড়ান্ত আস্থা	আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভাব সৃষ্টিকারী নেই, এ কথা জানা
এখানে এটিই উদ্দেশ্য	এই বিশ্বাস থাকলে চিকিৎসা ও রুকইয়াহ জায়েয

মাফাতীহ গ্রন্থের বক্তব্য

جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ . أَيْ أُطْلُبُوا لَهَا مَنْ يَرْقِيهَا وَفِي بَعْضِهَا النَّهْيُ عَنْهَا كَقَوْلِهِ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَابِ التَّوَكُّلِ: الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَالْأَحَادِيثُ فِي الْقِسْمَيْنِ كَثِيرَةٌ.

কোনো কোনো হাদীসে রুকইয়াহর বৈধতা এসেছে, যেমন তাঁর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী: «তার জন্য রুকইয়াহ করাও, কেননা তার উপর নজর লেগেছে।» অর্থাৎ তার জন্য এমন কাউকে খোঁজো, যে তার উপর রুকইয়াহ করবে। আবার কোনো কোনো হাদীসে তা থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যেমন তাওয়াক্কুল অধ্যায়ে তাঁর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণী: «যারা রুকইয়াহ চায় না এবং দাগ নেয় না।» উভয় প্রকারের হাদীসই অনেক।

وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الرُّقْيَةِ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، أَوْ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَمَا يُعْتَقَدُ مِنْهَا أَنَّهَا نَافِعَةٌ لَا مَحَالَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ وَإِيَّاهَا أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ: مَا تَوَكَّلَ مَنْ اسْتَرْقَى .

আর সমন্বয়ের দিক হলো: রুকইয়াহর মধ্যে যা আল্লাহ তাআলার নামসমূহ, তাঁর সিফাত ও তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে থাকা তাঁর কালাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে হয়, কিংবা আরবি ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় হয়, এবং যেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয় যে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীভাবে উপকারী—ফলে তার উপরই ভরসা করা হয়—সেগুলো নিষিদ্ধ। আর সেগুলোকেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম উদ্দেশ্য করেছেন তাঁর বাণীতে: «যে রুকইয়াহ চাইল, সে তাওয়াক্কুল করল না।»

وَمَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَالتَّعَوُّذِ بِالْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرُّقَى الْمَرْوِيَّةِ فَلَيْسَتْ بِمَنْهِيَّةٍ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا: مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ .

আর যা এর বিপরীত—যেমন কুরআন ও আল্লাহ তাআলার নামসমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা এবং বর্ণিত রুকইয়াহসমূহ—সেগুলো নিষিদ্ধ নয়। এ কারণেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন দ্বারা রুকইয়াহ করেছিলেন এবং তার বিনিময় গ্রহণ করেছিলেন, বলেছেন: «যে বাতিল রুকইয়াহর বিনিময় নেয় (তার তুলনায়) তুমি তো সত্য রুকইয়াহর বিনিময় নিয়েছ।» (২০)

এক নজরে

- ★ ইবনে তাইমিয়্যাহ: আল্লাহ সৃষ্টির কাছে চাওয়ার আদেশ কখনো দেননি
- ★ সৃষ্টির কাছে চাওয়া কখনো জায়েয, কখনো নিষিদ্ধ
- ★ ইসতিরকা চাওয়ারই এক প্রকার; অন্যের কাছে দুআ চাওয়া বিধিসম্মত
- ★ কাই-সংক্রান্ত হাদীসে চার প্রকার আছে; কোনো বৈপরীত্য নেই
- ★ তাওয়াক্কুল দুই প্রকার: খাস ও আম
- ★ নবী বাতিল রুকইয়াহর বিনিময় ও সত্য রুকইয়াহর বিনিময়ে পার্থক্য করেছেন

যাচাই করুন

1. ইবনে তাইমিয়্যাহর মতে সৃষ্টির কাছে চাওয়ার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন বলে যে দাবি করে?
   - ক. সে ঠিক বলছে
   - খ. সে ভুলের মধ্যে আছে
2. আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তিনি কী করতেন?
   - ক. কাউকে বলতেন, এটি তুলে দাও
   - খ. কাউকে বলতেন না
3. হাকীম ইবনে হিযাম নবীকে কী অঙ্গীকার করলেন?
   - ক. সব সম্পদ দান করবেন
   - খ. আপনার পর কারও কাছ থেকে কিছু নেবেন না
4. কাই থেকে নিষেধ কীভাবে বোঝানো হয়েছে, ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্যে?
   - ক. সর্বদা হারাম অর্থে
   - খ. পছন্দের ভিত্তিতে ও মাকরূহ অর্থে, বা প্রয়োজনহীন প্রকারে
5. খাস তাওয়াক্কুল কী?
   - ক. যা সবার উপর ওয়াজিব
   - খ. চিকিৎসা, ইসতিরকা ও কাই ত্যাগ করা
6. ইবনে কুতাইবার মতে ক্ষত পচে গেলে দাগ সম্পর্কে কী?
   - ক. মাকরূহ
   - খ. তাওয়াক্কুল নষ্ট করে
   - গ. এতে শিফা রয়েছে

উত্তর: ১–খ, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ, ৫–খ, ৬–গ

টীকা

1. আর-রাদ্দু আলাল বাকরী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, খণ্ড ১।
2. আর-রাদ্দু আলাল বাকরী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, খণ্ড ১।
3. যিয়ারাতুল কুবূর — ইবনে তাইমিয়্যাহ।
4. যিয়ারাতুল কুবূর — ইবনে তাইমিয়্যাহ।
5. সূরা আশ-শারহ: ৭–৮।
6. মাজমূউল ফাতাওয়া, তাফসীরু "ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম", ইবনে তাইমিয়্যাহ।
7. আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসীলা।
8. সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৬।
9. সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৮।
10. সূরা আল-কিয়ামাহ: ২৮।
11. মাজমূউল ফাতাওয়া, রিসালা ফির রূহ।
12. আর-রাদফ: উত্তপ্ত করা পাথর, যা দিয়ে সেঁক দেওয়া হয়।
13. মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ইবনুল কাইয়িম।
14. যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম।
15. গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযূমাতিল আদাব, খণ্ড ২।
16. আল-লাকওয়া: এমন এক রোগ, যা মুখমণ্ডলে দেখা দেয় এবং তাকে এক পাশে বাঁকিয়ে দেয়।
17. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ।
18. মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ, খণ্ড ১।
19. আল-ইসতিদাদু লিল-মাউত ওয়া সুআলিল কবর, আল-মালীবারী।
20. তুহফাতুল আহওয়াযী, "লা তারুদ্দুর রুকইয়াতু ওয়ালাদ দাওয়াউ মিন কাদার" (রুকইয়াহ ও ঔষধ তাকদীরকে ফেরায় না)।

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

তাওহীদের বাস্তবায়ন ও বিনা হিসাবে জান্নাত – আলিমগণের বক্তব্য

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

«যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়িত করেছে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে» — অধ্যায়।

وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين: درجة واجبة، ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاً؛ فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت؛ يترك الشرك خفيه وجليه، صغيره وكبيره؛ ويترك البدع، ويترك المعاصي، هذه درجة واجبة، والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجهاً إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه لله، وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل جلاله، وقد عبّر عنها بعض أهل العلم، أعني هذه الدرجة المستحبة: أن يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح.

আর তাওহীদের বাস্তবায়ন — এই বিচারে — দুই স্তরে হয়: একটি ওয়াজিব স্তর, আরেকটি মুস্তাহাব স্তর। এর ভিত্তিতে যাঁরা তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁরাও দুই স্তরে বিভক্ত হন। ওয়াজিব স্তরটি হলো — আমি যে

তিনটির উল্লেখ করেছি, তার মধ্য থেকে যা বর্জন করা ওয়াজিব তা বর্জন করা: সে শিরক বর্জন করবে — তার গোপন ও প্রকাশ্য, ছোট ও বড় সব রকম; বিদআত বর্জন করবে; এবং গুনাহ বর্জন করবে। এটিই ওয়াজিব স্তর। আর তাওহীদ বাস্তবায়নের মুস্তাহাব স্তর — এটিই সেই স্তর, যেখানে তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তারতম্য ঘটে। সেটি হলো: অন্তরে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা ছাড়া অন্য কারও দিকে সামান্যতম ঝোঁক বা উদ্দেশ্য না থাকা; অর্থাৎ অন্তর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে মুখ করে থাকবে, তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে ফিরে তাকানো থাকবে না; তার কথা আল্লাহর জন্য, তার কাজ ও আমল আল্লাহর জন্য, বরং তার অন্তরের নড়াচড়াটুকুও আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর জন্য। কিছু আহলে ইলম এই মুস্তাহাব স্তরটিকে এভাবে প্রকাশ করেছেন: যাতে দোষ আছে তা থেকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে যাতে কোনো দোষ নেই তাও বর্জন করা — অর্থাৎ অন্তরের আমল, জিহ্বার আমল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের ক্ষেত্রে।

তাওহীদ বাস্তবায়নের দুই স্তর

ওয়াজিব স্তর	মুস্তাহাব স্তর
শিরক বর্জন: গোপন-প্রকাশ্য, ছোট-বড়	অন্তর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে মুখ করা
বিদআত বর্জন	অন্তরের নড়াচড়াটুকুও আল্লাহর জন্য
গুনাহ বর্জন	দোষ আছে তার ভয়ে, দোষ নেই এমন জিনিসও বর্জন

শাইখ সালিহ আলুশ শাইখের ব্যাখ্যা

فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب رجع إلى تَيْنِك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ لأن في قوله: لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه؛ ولأن في قوله أشهد أن محمداً رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً رسول الله أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يُجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

সুতরাং যে তাওহীদ-বাস্তবায়নের এই ফযীলত — অর্থাৎ তার অধিকারীরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে — তা ঘুরেফিরে ওই দুই স্তরেই ফিরে আসে। আর তার বাস্তবায়ন হলো দুই শাহাদাতের বাস্তবায়ন: «লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ»। কেননা তার এই কথায় — «লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ» —

রয়েছে তাওহীদ গ্রহণ করা এবং সব প্রকার শিরক থেকে দূরে থাকা; আর তার এই কথায় — «আমি সাক্ষ্য দিই যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল» — রয়েছে গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও বিদআত থেকে দূরে থাকা। কারণ «মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল» — এই সাক্ষ্যের দাবি হলো: তিনি যা আদেশ করেছেন তাতে তাঁর আনুগত্য করা হবে, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তাতে তাঁকে সত্যায়ন করা হবে, তিনি যা থেকে নিষেধ ও বারণ করেছেন তা বর্জন করা হবে, এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন কেবল তা দিয়েই আল্লাহর ইবাদত করা হবে।

فمن أتى شيئاً من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منها، أو لم تُكفَّر له؛ فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا أتى شيئاً من البدع؛ فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا لم يأت شيئاً من البدع، ولكن حَسَّنَهَا بقلبه، أو قال: لا شيء فيها، فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد، في غير تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله، فلا يكون من أهل تحقيق التوحيد، كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد.

সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহ ও পাপের কিছু করল, অতঃপর তা থেকে তওবা করল না, কিংবা তা তার জন্য মোচন করা হলো না — সে ওয়াজিব তাওহীদ বাস্তবায়ন করেনি। আর যদি সে বিদআতের কিছু করে, তবেও সে ওয়াজিব তাওহীদ বাস্তবায়ন করেনি। আর যদি সে বিদআতের কিছু না-ও করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে তাকে ভালো মনে করে, অথবা বলে: এতে কোনো দোষ নেই — তবে তার অন্তরের নড়াচড়া তাওহীদ-বাস্তবায়নের বাইরে, «মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল» — এই সাক্ষ্যের বাস্তবায়নের বাইরে চলে গেল; ফলে সে তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তেমনি শিরকের অধিকারীরাও — তার সব প্রকারসহ — তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت، ففيها يتنافس المتنافسون، وما ثمَّ إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه.

আর আমি যে বিশেষ স্তরটির উল্লেখ করেছি, তাতেই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে; আর সেখানে আল্লাহর ক্ষমা, তাঁর মাগফিরাত ও তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই নেই। (১)

শায়খ ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث، وقال: إذا اضطر الإنسان إلى القراءة، أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه، مثل أن يصاب بعين، أو بسحر، أو أصيب بجن واضطر، هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه، يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث، وليعتمد على الله وليتصبر ويسأل الله العافية. وقال بعض العلماء: بل إنّ هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب، أي: بأن قال: أقرأ عليَّ أنْ لا تصيبني العين، أو أنْ لا يصيبني السحر أو الجن أو الحمى، فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع.

কতিপয় আলিম এই হাদীসের উপর একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন: মানুষ যদি (কারও) পড়ার প্রতি নিরুপায় হয়ে পড়ে — অর্থাৎ কারও কাছে এই আবেদন করতে বাধ্য হয় যে সে তার উপর পড়ুক — যেমন তার বদনজর লাগল, কিংবা জাদু হলো, কিংবা জিনে আক্রান্ত হলো ও নিরুপায় হয়ে পড়ল; তবে সে যদি গিয়ে এমন কাউকে খোঁজে যে তার উপর পড়বে, তাহলে কি সে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে? তখন কতিপয় আলিম বললেন: হ্যাঁ, হাদীসের বাহ্যিক অর্থ তা-ই; সে যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে, ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর কাছে সুস্থতা প্রার্থনা করে। আর কতিপয় আলিম বললেন: বরং এটি তো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে আক্রান্ত হওয়ার আগেই রুকইয়াহ চেয়ে নেয় — অর্থাৎ সে বলে: আমার উপর পড়, যেন আমার বদনজর না লাগে, অথবা যেন আমার জাদু, জিন কিংবা জ্বর না হয়। সুতরাং এটি হবে এমন এক বিষয়ের জন্য রুকইয়াহ চাওয়া, যা কেবল প্রত্যাশিত — সংঘটিত নয়। (২)

নিরুপায় অবস্থায় রুকইয়াহ চাওয়া

প্রথম মত	দ্বিতীয় মত
নিরুপায় হয়ে রুকইয়াহ চাইলে ওই অধিকার থেকে বেরিয়ে যায়	হাদীস আক্রান্ত হওয়ার আগে রুকইয়াহ চাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে
হাদীসের বাহ্যিক অর্থ; আল্লাহর উপর নির্ভর, ধৈর্য ও সুস্থতা প্রার্থনা করবে	প্রত্যাশিত বিষয়ের জন্য চাওয়া, সংঘটিত নয়

ইবনে উসাইমীন দুটি মত উদ্ধৃত করেছেন

واستفعل بمعنى طلب الفعل... وهنا استرق؛ أي: طلب الرقية، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، لما يلي:

আর «ইসতিফআল» কাঠামোটি কাজটি চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়... এখানে «ইসতারকা» অর্থ: রুকইয়াহ চাওয়া; অর্থাৎ তাঁরা কারও কাছে এই আবেদন করেন না যে সে তাঁদের উপর পড়ুক — নিম্নোক্ত কারণে:

1. لقوة اعتمادهم على الله. — আল্লাহর উপর তাঁদের নির্ভরতা প্রবল বলে।
2. لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. — আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে হীন হওয়া থেকে তাঁদের আত্মমর্যাদার কারণে।
3. ولما في ذلك من التعلق بغير الله. — আর এতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে অন্তর জড়িয়ে পড়ার যে দিক রয়েছে, সে কারণে।

অতঃপর সপ্তদশ মাসআলার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত কথা:

فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: "ولا يسترقون"، لأن هذا على ثلاث مراتب:

মানুষের কাছে যদি এমন কেউ আসে যে তার উপর রুকইয়াহ করবে, আর সে তাকে বাধা না দেয়, তবে তা তাঁর বাণী «ওয়ালা ইয়াসতারকূন» (আর তারা রুকইয়াহ চায় না)-এর পরিপন্থী নয়; কেননা এটি তিন স্তরে বিভক্ত:

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه، وهذا قد فاته الكمال.

প্রথম স্তর: সে এমন কাউকে খুঁজবে যে তার উপর রুকইয়াহ করবে; এর দ্বারা তার পূর্ণতা হাতছাড়া হয়ে গেল।

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال؛

لأنه لم يسترق ولم يطلب.

দ্বিতীয় স্তর: যে তার উপর রুকইয়াহ করবে তাকে সে বাধা দেবে না; এর দ্বারা তার পূর্ণতা হাতছাড়া হয়নি, কারণ সে রুকইয়াহ চায়ওনি, আবেদনও করেনি।

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة؛ فإن

النبي ﷺ لم يمنع عائشة أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا

أحداً يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر على التوكل.

তৃতীয় স্তর: যে তার উপর রুকইয়াহ করবে তাকে সে বাধা দেবে; এটি সুন্নাহর বিপরীত। কেননা নবী ﷺ আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর উপর রুকইয়াহ করতে বাধা দেননি; তেমনি সাহাবীগণও তাঁদের উপর রুকইয়াহকারী কাউকে বাধা দেননি — কারণ এটি তাওয়াক্কুলে প্রভাব ফেলে না।

রুকইয়াহর তিন স্তর

ইবনে উসাইমীনের ব্যাখ্যা

প্রথম স্তর
রাকী খুঁজে রুকইয়াহ চাওয়া; পূর্ণতা হাতছাড়া

দ্বিতীয় স্তর
রাকীকে বাধা না দেওয়া; পূর্ণতা হাতছাড়া হয়নি

তৃতীয় স্তর
রাকীকে বাধা দেওয়া; সুন্নাহর বিপরীত

নবী আয়িশাকে বাধা দেননি, সাহাবীগণও কাউকে বাধা দেননি

جاء هذا الكلام عند شرحه لباب: من حقق التوحيد، دخل الجنة بغير حساب.

এই কথাটি এসেছে «যে তাওহীদ বাস্তবায়ন করল, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করল» — এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

শায়খের বক্তব্য আমি যা উল্লেখ করেছি তার চেয়ে দীর্ঘ। সুতরাং যিনি আরও অধিক অবগত হতে চান, তাঁর কেবল উপরে উল্লিখিত যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে সেটির দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। আর তাওফীক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (৩)

ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ «জামিউল উলূম»-এ (২/৫৫৯) বলেছেন:

وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله فيه قولان مشهوران وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ثم قال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون».

আলিমগণ মতভেদ করেছেন — যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়েছে তার জন্য চিকিৎসা করা উত্তম, নাকি যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বাস্তবায়ন করেছে তার জন্য তা বর্জন করা উত্তম? এ ব্যাপারে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। আহমদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুলের উপর সক্ষম তার জন্য তাওয়াক্কুলই উত্তম — কেননা নবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: «আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।» অতঃপর তিনি বললেন: «তাঁরা সেইসব লোক, যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, রুকইয়াহ চায় না, দাগানো করায় না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।»

ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل وحمل الحديث على الرقى المكروهة

التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه.

انتهى

আর যাঁরা চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন: এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিল, যার উপর তিনি নিয়মিত ছিলেন; আর তিনি তো কেবল উত্তমটিই করতেন। আর তাঁরা হাদীসটিকে সেই মাকরূহ রুকইয়াহগুলোর উপর প্রয়োগ করেছেন, যেগুলো থেকে শিরকের আশঙ্কা করা হয় — এর দলিল এই যে, তিনি তার সঙ্গে দাগানো ও কুলক্ষণ গ্রহণকে সংযুক্ত করেছেন, আর এ দুটিই মাকরূহ। — সমাপ্ত।

চিকিৎসা না তাওয়াক্কুল: দুটি মত

তাওয়াক্কুল উত্তম	চিকিৎসা উত্তম
যে সক্ষম, তার জন্য তাওয়াক্কুলই উত্তম, আহমদের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ	নবী নিয়মিত চিকিৎসা নিতেন; তিনি কেবল উত্তমটিই করতেন
সত্তর হাজারের হাদীস দলিল	হাদীস শিরকের আশঙ্কাযুক্ত মাকরূহ রুকইয়াহর উপর প্রযোজ্য

ইবনে রজব দুটি প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করেছেন

ফযীলাতুশ শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ

কিতাব «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» (ইআনাতুল মুসতাফীদ বিশারহি কিতাবিত তাওহীদ)

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. "من حقق التوحيد" يعني: أنه لم يشرك بالله شيئاً، ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التّوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب، أما من كان في المرتبة التي قبلها، وهو الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يُغفر له، وقد يعذب بالنار، ثم يُخرج منها، لأن الموحّدين على ثلاث طبقات:

«যে ব্যক্তি তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে» — অধ্যায়। «যে তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছে» অর্থ: সে আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করেনি, এবং তার কাছে গুনাহের কিছুও ছিল না — এটিই তাওহীদের বাস্তবায়ন। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছেছে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর

যে ব্যক্তি তার আগের স্তরে রয়েছে — অর্থাৎ সেই মুওয়াহহিদ, যার কাছে গুনাহ রয়েছে — তাকে হয়তো ক্ষমা করা হবে, আবার হয়তো আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে, অতঃপর তাকে তা থেকে বের করা হবে। কেননা মুওয়াহহিদগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: «অতঃপর আমি সেই কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কল্যাণকর্মে অগ্রগামী। এটিই মহা অনুগ্রহ।» — সূরা ফাতির: ৩২ (৪)

الطبقة الأولى: الذين سلموا من الشرك، وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد.

প্রথম শ্রেণি: যাঁরা শিরক থেকে নিরাপদ থেকেছেন, তবে হয়তো শিরকের চেয়ে কম মাত্রার গুনাহগুলো থেকে নিরাপদ থাকেননি — এঁরাই নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, আর এঁরা শাস্তির হুমকির সম্মুখীন।

الطبقة الثانية: المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقد يفعلون بعض المكروهات ويتركون بعض المستحبات وهم الأبرار.

দ্বিতীয় শ্রেণি: মধ্যপন্থীগণ — যাঁরা ওয়াজিবসমূহ পালন করেছেন এবং হারামসমূহ বর্জন করেছেন, তবে হয়তো কিছু মাকরূহ কাজ করে ফেলেন এবং কিছু মুস্তাহাব ছেড়ে দেন। এঁরাই নেককারগণ।

الطبقة الثالثة: التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبات ومستحبات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

তৃতীয় শ্রেণি: যাঁরা বড় ও ছোট শিরক এবং বিদআত থেকে নিরাপদ থেকেছেন, হারাম ও মাকরূহসমূহ এবং কিছু মুবাহও বর্জন করেছেন, আর ওয়াজিব ও মুস্তাহাব — সব রকম আনুগত্যের কাজে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছেন। এঁরাই কল্যাণকর্মে অগ্রগামী। আর যে ব্যক্তি এই স্তরে রয়েছে, সে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। (৫)

তিন শ্রেণির মুওয়াহহিদ

অগ্রগামী
শিরক-বিদআত থেকে নিরাপদ; সর্বাত্মক আনুগত্য;
বিনা হিসাবে জান্নাত

মধ্যপন্থী
ওয়াজিব পালন, হারাম বর্জন; হয়তো কিছু মাকরূহ করে ফেলেন

নিজের প্রতি জুলুমকারী
শিরক থেকে নিরাপদ, শিরকের চেয়ে কম মাত্রার গুনাহ থেকে হয়তো নয়; হুমকির সম্মুখীন

শীর্ষে সর্বোচ্চ শ্রেণি। আরবি মূল গ্রন্থে শিরোনামে আল-ফাওযানের «ইআনাতুল মুসতাফীদ», অথচ টীকায় উৎস «কুতুব ওয়া রাসাইল ইবনে উসাইমীন» — মূলেই এই অসংগতি

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ «আল-মুফহিম»-এ — কিতাবুল ঈমান, «মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে» অধ্যায়, (১/৪৬৪, ৪৬৫) — বলেছেন:

"الرُّقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله، فإنه التجاء إليه، ويتضمن ذلك رغبته له، وتبركاً بأسمائه، والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء، فإن كان هذا قادحاً فليكن الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل، ولا قائل به، وكيف يكون ذلك؟

"আল্লাহ তাআলার নামসমূহ দ্বারা রুকইয়াহ করা তো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের চূড়ান্ত রূপ; কেননা এ তো তাঁরই কাছে আশ্রয় নেওয়া। আর তা অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর প্রতি আগ্রহ, তাঁর নামসমূহ দ্বারা বরকত অন্বেষণ, এবং ক্ষতি ও বিপদ দূর করার ব্যাপারে তাঁরই উপর নির্ভরতা। এটি যদি তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টিকারী হয়, তবে দুআ ও যিকিরও তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টিকারী হওয়া উচিত — অথচ এ কথা কেউ বলেন না। আর তা কী করেই বা হতে পারে?

وقد رقى النبي ﷺ واسترقى، ورقاه جبريل وغيره، ورقته عائشة، وفعل ذلك الخلفاء والسلف، فإن كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألفاً فالتوكل لم يتم للنبي ﷺ، ولا لأحد من الخلفاء، ولا

يكون أحد منهم في السبعين ألفاً، مع أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء، ولا يتخيل هذا عاقل".

নবী ﷺ তো নিজে রুকইয়াহ করেছেন এবং রুকইয়াহ করিয়েও নিয়েছেন; জিবরীল ও অন্যরা তাঁর উপর রুকইয়াহ করেছেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও তাঁর উপর রুকইয়াহ করেছেন; খুলাফায়ে রাশিদীন ও সালাফগণও তা করেছেন। সুতরাং রুকইয়াহ যদি তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টিকারী হতো এবং ওই সত্তর হাজারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে বাধা হতো, তবে নবী ﷺ-এর তাওয়াক্কুলই পূর্ণ হয়নি, খুলাফাগণের কারও তাওয়াক্কুলও পূর্ণ হয়নি; আর তাঁদের কেউই ওই সত্তর হাজারের মধ্যে থাকতেন না — অথচ নবীগণের পরে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হওয়া মানুষদের মধ্যে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কল্পনাও করতে পারে না।"

আর হাফিয ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ «জামিউল উলূম»-এ ৪৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫০১) বলেছেন:

"ومن رجَّح التداوي قال: إنه حال النبي ﷺ الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث أي حديث السبعين ألفاً على الرقى المكروهة التي يُخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة، وكلاهما مكروه".

"আর যাঁরা চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন: এটিই নবী ﷺ-এর সেই অবস্থা, যার উপর তিনি নিয়মিত ছিলেন; আর তিনি তো কেবল উত্তমটিই করতেন। আর তাঁরা হাদীসটিকে — অর্থাৎ সত্তর হাজারের হাদীসটিকে — সেই মাকরূহ রুকইয়াহগুলোর উপর প্রয়োগ করেছেন, যেগুলো থেকে শিরকের আশঙ্কা করা হয়; এর দলিল এই যে, তিনি তার সঙ্গে দাগানো ও কুলক্ষণ গ্রহণকে সংযুক্ত করেছেন, আর এ দুটিই মাকরূহ।"

আর তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা দেখা যেতে পারে। (৬)

أما حديث السبعين ألفاً الذي سبق ذكره عند الكلام على التطير، والذي فيه "ولا يسترقون" فمحمول على الرقى المحرمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، كما ذكر غير واحد من أهل العلم.

আর সত্তর হাজারের যে হাদীসটির উল্লেখ ইতিপূর্বে কুলক্ষণ গ্রহণ প্রসঙ্গে এসেছে, এবং যাতে রয়েছে «ওয়ালা ইয়াসতারকূন» (আর তারা রুকইয়াহ চায় না) — সেটি সেইসব হারাম রুকইয়াহর উপর প্রযোজ্য, যেগুলো

জাহিলিয়্যাতের লোকেরা করত; যেমনটি একাধিক আহলে ইলম উল্লেখ করেছেন।

ينظر: تأويل مختلف الحديث ص٢٢٣ ٢٢٧، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٤٥٥/١٣، ٤٥٦، شرح معاني الآثار كتاب الكراهية باب الكي ٣٢٠/٤ ٣٢٩، معالم السنن ٢١٢/٤، شرح السنة ١٥٩/١٢، شرح مسلم للنووي ١٦٩/١٤، المفهم ٤٦٣/١ ٤٦٧، المعلم ٢٣١/١، التمهيد ٢٧٣/٥، الآداب الشرعية ٣٤٨/٢ ٣٥٢، الشرك الأصغر ص٢٠٦، ٢٠٧.

দ্রষ্টব্য: তাবীলু মুখতালিফিল হাদীস, পৃ. ২২৩–২২৭; সহীহ ইবনে হিব্বান (ইবনে বালবানের বিন্যাসে) ১৩/৪৫৫, ৪৫৬; শারহু মাআনিল আসার — কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, বাবুল কাই ৪/৩২০–৩২৯; মাআলিমুস সুনান ৪/২১২; শারহুস সুন্নাহ ১২/১৫৯; নববীর শারহু মুসলিম ১৪/১৬৯; আল-মুফহিম ১/৪৬৩–৪৬৭; আল-মুলিম ১/২৩১; আত-তামহীদ ৫/২৭৩; আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ২/৩৪৮–৩৫২; আশ-শিরকুল আসগর, পৃ. ২০৬, ২০৭।

ويؤيد استحباب الاسترقاء ما رواه أحمد ٢٧٨/٤، وأبو داود "٣٨٥٥"، والترمذي "٢٠٣٨"، وابن حبان "٦٠٦١، ٦٠٦٤"، والحاكم ١٩٨/٤، ١٩٩، ٣٩٩، ٤٠٠، عن أسامة بن شريك مرفوعاً: "تداووا عباد الله". وسنده صحيح.

আর ইসতিরকা মুস্তাহাব হওয়ার সমর্থন করে সেই বর্ণনাটি, যা আহমদ (৪/২৭৮), আবূ দাউদ «৩৮৫৫», তিরমিযী «২০৩৮», ইবনে হিব্বান «৬০৬১, ৬০৬৪» এবং হাকিম (৪/১৯৮, ১৯৯, ৩৯৯, ৪০০) উসামা ইবনে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন: «হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো।» এর সনদ সহীহ।

وله شاهد عند أحمد ١٥٦/٣ من حديث أنس، وسنده حسن. وله شواهد أخرى كثيرة بمعناه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وأحسن التداوي ما كان بكتاب الله، وذكره، ودعائه، كما مر في التعليق السابق، وأيضاً فإن طلب

الرقية من المسلم من جنس طلب الدعاء منه كما قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ١/١٨٢، ٣٢٨.

আর আহমদের কাছে (৩/১৫৬) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে এর একটি শাহিদ রয়েছে, যার সনদ হাসান। এর অর্থে আরও বহু শাহিদ রয়েছে। আর আদেশের সর্বনিম্ন অবস্থা হলো মুস্তাহাব হওয়া। আর সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো তা, যা আল্লাহর কিতাব, তাঁর যিকির ও তাঁর কাছে দুআ দ্বারা হয় — যেমনটি পূর্ববর্তী টীকায় গত হয়েছে। আর তদুপরি, কোনো মুসলিমের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া তার কাছে দুআ চাওয়ারই সমগোত্রীয় — যেমনটি শায়খুল ইসলাম বলেছেন, «মাজমূউল ফাতাওয়া» (১/১৮২, ৩২৮)-এ যেমন রয়েছে।

وقد قال النبي ﷺ لرجل من أفضل أصحابه رضي الله عنهم وهو عمر بن الخطاب في شأن أويس بن عامر: "إن استطعت أن يستغفر لك فافعل". وفي رواية: "فمن لقيه فليستغفر لكم". رواه مسلم "٢٥٤٢"، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

আর নবী ﷺ তাঁর সর্বোত্তম সাহাবীগণের — রাদিয়াল্লাহু আনহুম — একজনকে, অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাবকে, উওয়াইস ইবনে আমিরের ব্যাপারে বলেছেন: «যদি তুমি পারো যে সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তবে তা করো।» আর এক বর্ণনায়: «সুতরাং যে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।» — বর্ণনা করেছেন মুসলিম «২৫৪২»। আর আদেশের সর্বনিম্ন অবস্থা হলো মুস্তাহাব হওয়া। (৭)

— ইবনে জিবরীন

তাবি: কিতাবুল আইন – শায়খ আবদুল করীম আল-খুদাইর

باب ما جاء في أجر المريض باب التعوذ والرقية من المرض

«রোগীর প্রতিদান সম্পর্কে যা এসেছে» অধ্যায় — «রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ও রুকইয়াহ» অধ্যায়।

শায়খ বলেছেন:

على كل حال منزلة السبعين الألف منزلة تراها عالية، إذا نظرنا في حال الناس اليوم حتى من يتورع عن مثل هذا تجده يرتكب من الأمور أضعاف أضعاف هذا، تجد القلب معلق بغير الله جل وعلا، يعني مجرد ما يزكم الطفل يا الله الطبيب الطبيب قبل ما يقفل، ما في أدنى شيء، أو التفات إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إذا جاء قال: والله أنا لا أرقي ولا أسترقي، أنا أدخل في السبعين الألف، المسألة مسألة توكل ويقين.

যা-ই হোক, সত্তর হাজারের মর্যাদা এমন এক মর্যাদা, যাকে তুমি সুউচ্চ দেখতে পাবে — যদি আমরা আজকের মানুষের অবস্থার দিকে তাকাই। এমনকি যে ব্যক্তি এ ধরনের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, তুমি দেখবে সে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। তুমি দেখবে অন্তর আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ শিশুটির সামান্য সর্দি লাগতে না লাগতেই — হায় আল্লাহ, ডাক্তার! ডাক্তার! (ক্লিনিক) বন্ধ হওয়ার আগেই! সেখানে সামান্যতম কিছুও থাকে না, আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার দিকে ফিরে তাকানোও থাকে না। তারপর এরপরও সে এসে বলে: আল্লাহর কসম, আমি রুকইয়াহ করি না, রুকইয়াহ করিয়েও নিই না; আমি তো সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হব! অথচ বিষয়টি তো তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীনের বিষয়।

كثير من الناس إذا أخذ يتكلم، قلت: هذا ما شاء الله، ثم إذا أصيب بأدنى مصيبة فاليقين صفر ما في شيء، مرّ علينا وعلى غيرنا مثل هذا والله المستعان، نعم تجده إذا كان المصاب بعيداً عنه تجده خبير بالتصبير والتسكين والربط على القلوب، لكن إذا كانت المصيبة قريبة منه ما يجد شيئاً من هذا، والله المستعان.

অনেক মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে, তুমি বলবে: মাশাআল্লাহ, এ তো অসাধারণ! অতঃপর যখন সে সামান্যতম বিপদে পড়ে, তখন ইয়াকীন শূন্য — কিছুই থাকে না। আমাদের এবং অন্যদেরও এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে; আল্লাহই সাহায্যস্থল। হ্যাঁ, তুমি দেখবে — বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার থেকে দূরের কেউ হয়, তবে সে

ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া ও অন্তরকে দৃঢ় রাখায় বিশেষ পারদর্শী; কিন্তু বিপদ যদি তার নিজের কাছাকাছি হয়, তখন সে এসবের কিছুই খুঁজে পায় না। আল্লাহই সাহায্যস্থল। (৮)

«যে তাওহীদ বাস্তবায়ন করেছে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে» – অধ্যায়

শায়খ আবদুর রহমান আল-বাররাক, শারহু কিতাবিত তাওহীদ (প্রতিলিপিকৃত অডিও)

وليس المقصود أنّ التوكل لا يتحقق إلا بترك الأسباب، وإنما المقصود فعل الأسباب المشروعة التي لا كراهة فيها ولا تحريف، ليست محرمة ولا مكروهة، الأخذ بالأسباب من غير اعتمادٍ عليها لا ينافي التوكل ولا ينقص من التوكل، ممارسة هذه الأسباب لا بأس به، إذاً التداوي لا بأس به أن يتداوى الإنسان كأن يشرب الدواء، يتعاطى الأسباب المناسبة، يتقي البرد بالملابس هذا لا ينافي التوكل أبداً.

উদ্দেশ্য এই নয় যে, উপায়-উপকরণ বর্জন করা ছাড়া তাওয়াক্কুল বাস্তবায়িত হয় না; বরং উদ্দেশ্য হলো সেই শরীয়তসম্মত উপায়গুলো অবলম্বন করা, যেগুলোতে কোনো অপছন্দনীয়তা নেই এবং কোনো বিকৃতিও নেই — যেগুলো হারামও নয়, মাকরূহও নয়। উপায় গ্রহণ করা — তার উপর নির্ভর না করে — তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় এবং তাওয়াক্কুলে ঘাটতিও আনে না। এসব উপায় ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই। সুতরাং চিকিৎসা গ্রহণে কোনো দোষ নেই — মানুষ চিকিৎসা নেবে, যেমন সে ওষুধ পান করবে, উপযুক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে, পোশাক দিয়ে ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষা করবে — এটি তাওয়াক্কুলের কখনোই পরিপন্থী নয়।

فترك الأسباب المشروعة التي لا كراهة ولا تحريف فيها لا ينافي التوكل ولا ينقص من منزلة العبد أبدًا، وعلى ربهم يتوكلون

সুতরাং যেসব শরীয়তসম্মত উপায়ে কোনো অপছন্দনীয়তা বা বিকৃতি নেই, সেগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় এবং বান্দার মর্যাদায় কখনোই ঘাটতি আনে না। «আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।»

ولكن يظنّ بعض الناس إذا ترك الاسترقاء أو ترك الكي أو شيء من هذا القبيل يصبح من السبعين ألفاً.

কিন্তু কিছু মানুষ ধারণা করে যে, সে যদি ইসতিরকা বর্জন করে, কিংবা দাগানো বর্জন করে, কিংবা এ জাতীয় কিছু বর্জন করে, তবে সে ওই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

هذا يقول فيه أهل العلم أنّ هذا فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كانوا يتركون ما لا بأس به فما ظنّك بالأمور العظيمة، أترى من يترك الاسترقاء والكي ليُقدِمُ على المحرمات؟ يفرِّط في الواجبات؟ هذا عنوان فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى.

এ প্রসঙ্গে আহলে ইলম বলেন: এতে রয়েছে ছোট বিষয় দিয়ে বড় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত। তাঁরা যদি এমন জিনিসও বর্জন করেন যাতে কোনো দোষ নেই, তবে বড় বড় বিষয়ে তাঁদের অবস্থা কী হবে বলে তোমার ধারণা? তুমি কি এমন দেখো যে, কেউ ইসতিরকা ও দাগানো বর্জন করে অথচ হারামে লিপ্ত হয়? ওয়াজিব বিষয়ে অবহেলা করে? এ শিরোনামেই রয়েছে ছোট বিষয় দিয়ে বড় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত।

إذن هذا التعبير يصوّر لنا عنهم أعظم ما يكونون محافظةً على الواجبات، الفرائض والفضائل، وأشد ما يكونون ابتعاداً عن المحرمات، المكروهات والمشتبهات وأيضًا هذا لا يمنع أن تأخذ من صفاتهم بنصيب، لكن لا تكن مغروراً تظنّ أنّك إذا شاركتهم في هذه الجزئية تكون منهم، لكن لا يمنع أنْ تشارك وأنْ تتشبه وأنْ تأخذ من كل فضيلة ما تيسّر لك، ولكن احذر أنْ تغتر. احذر أنْ تغتر.

সুতরাং এই বর্ণনাভঙ্গি আমাদের সামনে তাঁদের এই ছবি আঁকে যে, তাঁরা ওয়াজিব বিষয়সমূহ — ফরয ও ফযীলতপূর্ণ আমল — রক্ষায় সর্বোচ্চ যত্নবান, এবং হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে সর্বাধিক দূরত্ব অবলম্বনকারী। আর এটিও তোমার জন্য বাধা নয় যে, তুমি তাঁদের গুণাবলি থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করবে। তবে অহংকারী হয়ো না — এই ভেবে যে, এই আংশিক বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে শরিক হলেই তুমি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে। তবু এতে বাধা নেই যে, তুমি শরিক হবে, তাঁদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে এবং প্রতিটি ফযীলত থেকে তোমার জন্য যতটুকু সহজ ততটুকু গ্রহণ করবে। কিন্তু সাবধান, প্রতারিত হয়ো না। সাবধান, প্রতারিত হয়ো না।

আল-বাররাকের উপদেশ

করুন

- ✓ শরীয়তসম্মত উপায় অবলম্বন, তার উপর নির্ভর না করে
- ✓ ওষুধ পান ও পোশাকে ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষা, তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়
- ✓ তাঁদের গুণ থেকে যতটুকু সহজ, ততটুকু গ্রহণ করা

করবেন না

- ✕ ইসতিরকা বা দাগানো ছাড়লেই সত্তর হাজারের একজন ভাবা
- ✕ প্রতারিত হওয়া

وعلى ربهم يتوكلون حق.. من كمال تحقيق التوحيد أنّهم تركوا التعلّق بالأسباب، أو تركوا الأسباب المرجوحة، أتراهم يعتمدون على الأسباب التي يمارسونها؟ يعتمدون عليها؟ لا، هم أبعد ما يكونون على الاعتماد على الأسباب، أبعد ما يكونون عن الشرك الأصغر بأنواعه، عن المعاصي والإصرار عليها.

«আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে» — এ কথা সত্য। তাওহীদ-বাস্তবায়নের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত এই যে, তাঁরা উপায়-উপকরণের সঙ্গে অন্তরের জড়িয়ে পড়া বর্জন করেছেন, কিংবা অগ্রাধিকারহীন উপায়গুলো বর্জন করেছেন। তুমি কি মনে করো যে, তাঁরা যেসব উপায় ব্যবহার করেন সেগুলোর উপর নির্ভর করেন? সেগুলোর উপর ভরসা রাখেন? না; বরং তাঁরা উপায়ের উপর নির্ভর করা থেকে সবচেয়ে দূরে, সব প্রকার ছোট শিরক থেকে সবচেয়ে দূরে, গুনাহ ও তাতে অটল থাকা থেকে সবচেয়ে দূরে।

وعلى ربهم يتوكلون اعتمادٌ تامٌ على الله لا تتعلق قلوبهم إلا به سبحانه خوفاً ورجاءً وحبًّا وإخباتاً وتوكلاً عليه واعتماداً عليه في جميع المطالب في تحصيل ما يطلبون ويحبون وفي دفع ما يكرهون يتوكلون التوكل.

«আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে» — অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা; তাঁদের অন্তর তাঁরই সঙ্গে — সুবহানাহু — ছাড়া আর কারও সঙ্গে জড়ায় না: ভয়ে, আশায়, ভালোবাসায়, বিনম্রতায়, তাঁর উপর তাওয়াক্কুলে ও তাঁর উপর নির্ভরতায় — সব ধরনের প্রয়োজনে; তারা যা চায় ও ভালোবাসে তা অর্জনে এবং যা অপছন্দ করে তা প্রতিহত করায় তারা তাওয়াক্কুল করে — যথার্থ তাওয়াক্কুল। (৯) (১০)

রুকইয়াহ শরইয়্যাহ ও তার উপায়সমূহ – তা কি তাওকীফি নাকি ইজতিহাদি?

শায়খ বলেছেন: আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-উবাইদ

وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي ﷺ: "هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون" صحيح البخاري ٥٧٥٢ ومسلم ٢٢٠.

আর শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের ঘটনায় যা বর্ণনা করেছেন — নবী ﷺ বলেছেন: «তাঁরা সেইসব লোক, যারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগানো করায় না, রুকইয়াহ চায় না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।» — সহীহ বুখারী (৫৭৫২) ও মুসলিম (২২০)।

فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكل؛ لثبوت جواز فعل ذلك في

الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فتح الباري ٢١٢/١٠ وانظر بحثاً حسناً في التهذيب لابن القيم ٣٦٦/٥ و طرح التثريب ١٩٣/٨ .

আলিমগণ এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন; তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জবাব হলো: তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁরা আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছেন এবং যথাযথভাবে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছেন। তাঁদের তাওয়াক্কুলের প্রবলতার কারণে তাঁরা চিকিৎসকদের চিকিৎসা ও রাকীদের রুকইয়াহর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি — যদিও এসব উপায় গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলে ত্রুটি সৃষ্টিকারী নয়; কেননা সহীহ হাদীসসমূহে এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ ও উত্তমরূপে তাঁদের অনুসারী তাবিঈগণের আমলে তা করার বৈধতা প্রমাণিত। (ফাতহুল বারী ১০/২১২) আর দেখুন একটি উত্তম গবেষণা: (ইবনুল কাইয়িমের «আত-তাহযীব» ৫/৩৬৬) এবং («তারহুত তাসরীব» ৮/১৯৩)।

قال: وعلى ربهم يتوكلون اختلف العلماء في هذا الوصف الأخير هل هو وصف يعود على الأوصاف السابقة فيكون من باب عطف العام على الخاص لأن الأوصاف السابقة تدور على التوكل او هو وصف جديد زائد على ما ذكر قولان لأهل العلم.

তিনি বলেছেন: «আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে» — এই শেষ গুণটি নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন: এটি কি এমন এক গুণ, যা পূর্ববর্তী গুণগুলোর দিকেই ফিরে যায় — ফলে তা হবে খাসের উপর আমের আতফ (বিশেষের উপর সাধারণের সংযোজন), কারণ পূর্ববর্তী গুণগুলো তাওয়াক্কুলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়; নাকি এটি উল্লিখিত গুণগুলোর অতিরিক্ত একটি নতুন গুণ? এ ব্যাপারে আহলে ইলমের দুটি মত রয়েছে।

والظاهر أنه وصف جديد لأنه إذا دار الكلام بين أن يكون تأسيساً أو تأكيداً فالأصل التأسيس ونقول إن التوكل أعم من الصور المذكورة فإن قوله لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون هذه من صور التوكل ولكن التوكل أوسع

من هذا فالتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المحاب ودفع المضار وهذا هو الوصف الرابع الذي أوجب لهؤلاء هذا الوصف العظيم.

আর প্রকাশ্য বিষয় হলো, এটি একটি নতুন গুণ। কেননা কথাটি যখন «তাসীস» (নতুন অর্থ প্রতিষ্ঠা) ও «তাকীদ» (পুনরুক্তি দ্বারা জোরদান)-এর মাঝখানে দোদুল্যমান হয়, তখন মূলনীতি হলো তাসীস। আর আমরা বলি: তাওয়াক্কুল উল্লিখিত রূপগুলোর চেয়ে ব্যাপকতর। কেননা তাঁর বাণী «তারা রুকইয়াহ চায় না, দাগানো করায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না» — এগুলো তাওয়াক্কুলেরই কয়েকটি রূপ; কিন্তু তাওয়াক্কুল এর চেয়েও প্রশস্ত। কারণ তাওয়াক্কুল হলো: প্রিয় বিষয় অর্জনে ও ক্ষতিকর বিষয় প্রতিহত করায় আল্লাহর উপর যথার্থ নির্ভরতা। আর এটিই সেই চতুর্থ গুণ, যা এঁদের জন্য এই মহান বৈশিষ্ট্য অনিবার্য করেছে।

এক নজরে

- ★ তাওহীদ বাস্তবায়নের স্তর দুটি: ওয়াজিব ও মুস্তাহাব
- ★ ওয়াজিব স্তরে শিরক, বিদআত ও গুনাহ বর্জন করতে হয়
- ★ ইবনে উসাইমীন রুকইয়াহর তিনটি স্তর বলেছেন
- ★ ইবনে রজব চিকিৎসা ও তাওয়াক্কুল নিয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত উদ্ধৃত করেছেন
- ★ মুওয়াহহিদ তিন শ্রেণির (উদ্ধৃতির উৎস নিয়ে মূল গ্রন্থে অসংগতি: ফাওযান/ইবনে উসাইমীন)
- ★ বাররাক: নির্ভর না করে উপায় গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়

◆ **যাচাই করুন**

1. তাওহীদ বাস্তবায়নের ওয়াজিব স্তর কী?

   ক. শুধু বড় শিরক বর্জন

   খ. শিরক, বিদআত ও গুনাহ বর্জন

2. ইবনে উসাইমীনের তিন স্তরের কোনটি সুন্নাহর বিপরীত?

   ক. রাকী খুঁজে চাওয়া

   খ. রাকীকে বাধা না দেওয়া

   গ. রাকীকে বাধা দেওয়া

3. উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী বিনা হিসাবে জান্নাত কোন শ্রেণির?

   ক. নিজের প্রতি জুলুমকারী

   খ. মধ্যপন্থী

   গ. অগ্রগামী

4. যাঁরা চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁরা সত্তর হাজারের হাদীস কীসের উপর প্রয়োগ করেছেন?

   ক. শিরকের আশঙ্কাযুক্ত মাকরূহ রুকইয়াহর উপর

   খ. সব ধরনের রুকইয়াহর উপর

5. বাররাকের মতে কোন ধারণায় প্রতারিত হওয়া চলবে না?

   ক. ইসতিরকা ছাড়লেই সত্তর হাজারের একজন হয়ে যাব

   খ. উপায় গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ক

الأوصاف ما هي؟ لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم

يتوكلون وانظر إلى قوله

গুণগুলো কী কী? তারা রুকইয়াহ চায় না, দাগানো করায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। আর তাঁর এই বাণীটির দিকে লক্ষ করো —

টীকা

1. শায়খ সালিহ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আলুশ শাইখের ব্যাখ্যা (প্রতিলিপিকৃত ক্যাসেট)।
2. শারহু রিয়াদিস সালিহীন, বাবুল ইয়াকীন ওয়াত তাওয়াক্কুল — ইবনে উসাইমীন।
3. আল-কাউলুল মুফীদ — ইবনে উসাইমীন।

4. সূরা ফাতির: ৩২।
5. কুতুব ওয়া রাসাইল ইবনে উসাইমীন (ইবনে উসাইমীনের গ্রন্থ ও রিসালাসমূহ)।
6. কিতাব তাসহীলুল আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ — শায়খ আবদুল্লাহ আল-জিবরীন।
7. কিতাব তাসহীলুল আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ — শায়খ আবদুল্লাহ আল-জিবরীন।
8. শায়খ আবদুল করীম আল-খুদাইর, শারহ: আল-মুওয়াত্তা — কিতাবুল জামি (৫); http://www.khudheir.com/audio/4847
9. তাওয়াক্কুল: তা হলো অন্তরের যথার্থ নির্ভরতা — সব ধরনের প্রয়োজনে, তা অর্জনের জন্য হোক বা প্রতিহত করার জন্য, আল্লাহর উপর অন্তরের নির্ভরতা।
10. শারহু কিতাবিত তাওহীদ — শায়খ আবদুর রহমান আল-বাররাক (প্রতিলিপিকৃত অডিও)।

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

সত্তর হাজারের হাদীস ও আলিমগণের ফতোয়াসমূহ

— «وعلى ربهم يتوكلون» — এখানে যে অংশের পিছিয়ে থাকার কথা ছিল, তা আগে আনা হয়েছে হাসর (একচেটিয়াকরণ) বোঝানোর জন্য; অর্থাৎ তাওয়াক্কুল কেবল একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপরই। (১)

স্ক্যানকৃত পৃষ্ঠা: «কিতাবুল আকীদা ওয়াত তাওহীদ», শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মানি — পৃ. ৩৯, «আল-আকীদা ওয়াত তাওহীদ» শীর্ষক অংশ

٤٤ سؤال: حديث: السبعين ألف شيء خاص في الأفضليّة في ترك الاسترقاء، وإن احتيج إليه لا بأس؛ ولهذا أمر عائشة بالاسترقاء.

(৪৪) প্রশ্ন: সত্তর হাজারের হাদীসটি ইসতিরকা বর্জনের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয়; আর তা প্রয়োজন হলে কোনো অসুবিধা নেই। এ কারণেই তিনি আয়িশাকে ইসতিরকার নির্দেশ দিয়েছেন।

فقال شيخنا عبد الرحمن البراك: أأمرها بالاسترقاء أم بالرقية؟

তখন আমাদের শাইখ আবদুর রহমান আল-বাররাক বললেন: তিনি কি তাঁকে ইসতিরকার (রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার) নির্দেশ দিয়েছেন, না রুকইয়াহ (নিজে করার) নির্দেশ দিয়েছেন?

الجواب: أمرها بالاسترقاء.

উত্তর: তিনি তাঁকে ইসতিরকারই নির্দেশ দিয়েছেন।

খামিসান: ফতোয়াসমূহ

যারা সত্তর হাজারের — যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন — হাদীস দিয়ে উপায় (আসবাব) বর্জনের পক্ষে দলিল দেয়, তাদের জবাব

প্রথম প্রশ্ন

س: هناك من يحتج بترك الأسباب بحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فما هو الرد عليهم؟

প্রশ্ন: কিছু লোক আছে যারা উপায় বর্জনের পক্ষে সেই সত্তর হাজারের হাদীস দিয়ে দলিল দেয়, যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাদের জবাব কী?

উত্তর: ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ

هؤلاء السبعون ما تركوا الأسباب إنما تركوا شيئين وهما الاسترقاء والكي، والاسترقاء هو طلب الرقية من الناس.

এই সত্তর হাজার ব্যক্তি উপায়সমূহ বর্জন করেননি; তাঁরা কেবল দুটি জিনিস বর্জন করেছেন — ইসতিরকা ও কাই (লোহা গরম করে দাগানো)। আর ইসতিরকা হলো মানুষের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া।

وهذا الحديث يدل على أن ترك الطلب أفضل وهكذا ترك الكي أفضل لكن عند الحاجة إليهما لا بأس بالاسترقاء والكي؛ لأن النبي عليه السلام أمر عائشة أن تسترقي من مرض أصابها وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تسترقي لهم،

فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك عند الحاجة إلى الاسترقاء، ولأنه ﷺ قال: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوي أخرجه البخاري، وقد كوى عليه السلام بعض أصحابه لما دعت الحاجة إلى الكي؛ لأنه سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء: طلب الرقية، أما إن رقي من دون سؤال فهو من الأسباب أيضاً لا بأس به ولا كراهة في ذلك، وهكذا بقية الأسباب المباحة كالأدوية المباحة من إبر وحبوب وشراب وغير ذلك.

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, রুকইয়াহ চাওয়া বর্জন করা উত্তম; তেমনি কাই বর্জন করাও উত্তম। কিন্তু দুটির প্রয়োজন দেখা দিলে ইসতিরকা ও কাইয়ে কোনো অসুবিধা নেই; কেননা নবী আলাইহিস সালাম আয়িশাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর যে অসুখ হয়েছিল তার জন্য তিনি যেন রুকইয়াহ করিয়ে নেন; আর জাফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের মাকে — যিনি হলেন আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা — নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাদের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইসতিরকার প্রয়োজন দেখা দিলে তাতে কোনো দোষ নেই। আরও কারণ এই যে, তিনি ﷺ বলেছেন: «শিফা তিনটি জিনিসে — আগুনের দাগ, শিঙ্গার চিরা কিংবা মধুর এক ঢোঁক; আর আমি দাগ লাগানো পছন্দ করি না» — বুখারী এটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি আলাইহিস সালাম নিজ সাহাবীদের কারও কারও গায়ে দাগ লাগিয়েছেন, যখন দাগ লাগানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; কেননা প্রয়োজনের সময় তা একটি বৈধ উপায়। আর ইসতিরকা হলো রুকইয়াহ চাওয়া; কিন্তু কেউ যদি না চেয়েই তার উপর রুকইয়াহ করা হয়, তবে তা-ও উপায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত — তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কোনো মাকরূহও নেই। তেমনি বাকি বৈধ উপায়গুলোও — যেমন বৈধ ওষুধপত্র: ইনজেকশন, বড়ি, শরবত ইত্যাদি।

ইবনে বাযের উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
সত্তর হাজার কী বর্জন করেছেন?	ইসতিরকা ও কাই; সব উপায় নয়
ইসতিরকা বর্জন	উত্তম; প্রয়োজনে কোনো অসুবিধা নেই
দলিল	নবী আয়িশা ও আসমা বিনতে উমাইসকে ইসতিরকার নির্দেশ দিয়েছেন
না চেয়ে রুকইয়াহ করা হলে	তা-ও উপায়; মাকরূহ নেই

أما الطيرة المذكورة في حديث السبعين فهي التشاؤم ببعض المرئيات أو المسموعات وهي محرمة ومن الشرك الأصغر إذا ردت المتشائم عن حاجته؛

আর সত্তর হাজারের হাদীসে উল্লেখিত «তিয়ারা» হলো দৃষ্ট বা শ্রুত কোনো কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা। তা হারাম এবং শিরকে আসগরের অন্তর্ভুক্ত — যদি তা অশুভ-মনে-করা ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন থেকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ২

«মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে কেঁপে ওঠে, আর তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়, এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।»

وقوله ﷺ: لا عدوى ولا طيرة ، وقوله ﷺ أيضاً: الطيرة شرك، الطيرة شرك ، وقوله ﷺ لما ذكرت عنده الطيرة: أحسنها الفأل ولا تردن مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ، وروى عنه ﷺ أنه قال: من ردَّته الطيرة عن حاجته فقد

আর তাঁর ﷺ বাণী: «কোনো ছোঁয়াচে রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ নেই»; এবং তাঁর ﷺ আরেক বাণী: «তিয়ারা শিরক, তিয়ারা শিরক»; এবং তাঁর ﷺ সেই বাণী, যখন তাঁর সামনে তিয়ারার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল: «এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো ফাল (শুভ লক্ষণ); আর তা যেন কোনো মুসলিমকে ফিরিয়ে না দেয়। তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখলে সে যেন বলে: হে আল্লাহ, আপনি ছাড়া কেউ কল্যাণ আনে না, আপনি ছাড়া কেউ অকল্যাণ দূর করে না, আর আপনার সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।» আর তাঁর ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: «তিয়ারা যাকে তার প্রয়োজন থেকে ফিরিয়ে দিল, সে

أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك رواه أحمد.

শিরক করল। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফফারা কী? তিনি বললেন: তুমি বলবে — হে আল্লাহ, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার শুভাশুভ ছাড়া কোনো শুভাশুভ নেই, আর আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।» — আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন।

فعلم مما ذكر من الأدلة أن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب، فالإنسان يأكل ويشرب فالأكل سبب للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته، وهكذا الشرب ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حياتي

وأبقى صحيحاً سليماً، فهذا لا يقوله عاقل، وهكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء؛ لأنه يضره البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب الأخرى من إغلاق الباب حذراً من السُّراق، ويحمل السلاح عند الحاجة، وكل هذه أسباب مأمور بها الإنسان، والنبي ﷺ سيد المتوكلين في أُحد لبس السلاح، وفي بدر كذلك، وفي أُحد ظاهر بين درعين ولبس اللأمة، وعليه المغفر حين دخل مكة، وكل هذه أسباب فعلها ﷺ وهكذا أصحابه رضي الله عنهم.

উল্লেখিত দলিলসমূহ থেকে জানা গেল যে, তাওয়াক্কুল উপায় অবলম্বনে বাধা দেয় না। মানুষ খায় ও পান করে; খাওয়া হলো তৃপ্তির এবং এই দেহের স্থিতি ও সুস্থতার একটি উপায়, তেমনি পান করাও। কারও পক্ষে এ কথা বলা বৈধ নয় যে, "আমি খাব না, পান করব না; আমার জীবনে আল্লাহর উপর ভরসা করব আর সুস্থ-নিরাপদ থেকে যাব" — এমন কথা কোনো বিবেকবান বলে না। তেমনি সে শীতকালে উষ্ণতার জন্য ভারী কাপড় পরে; কারণ ঠান্ডা তার ক্ষতি করে। তেমনি সে অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করে — চোরের ভয়ে দরজা বন্ধ করা, প্রয়োজনে অস্ত্র বহন করা। এ সবই এমন উপায়, যেগুলোর নির্দেশ মানুষকে দেওয়া হয়েছে। আর নবী ﷺ — যিনি তাওয়াক্কুলকারীদের সরদার — উহুদে অস্ত্র পরিধান করেছেন, বদরেও তা-ই; উহুদে তিনি দুটি বর্ম একটির উপর আরেকটি পরেছেন এবং যুদ্ধসজ্জা পরিধান করেছেন; আর মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। এ সবই উপায়, যা তিনি ﷺ করেছেন; তেমনি তাঁর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুমও।

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িআ — পঞ্চবিংশ খণ্ড।
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3341

দ্বিতীয় প্রশ্ন:

রুকইয়াহ চাওয়া কি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের পথে বাধা?

ফতোয়া: ১৫০০ — ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ

তারিখ: ৩০/০৮/১৪২৯ হি.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أرجو منك يا شيخ أن تبين لي من يستخدم الرقية سواء كانت ماءً أو رقية عبر الجوال أو المسجل هل تدخل ضمن حديث الرسول ﷺ في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بدون

حساب، وما هو حكم الشخص الراقي هل يدخل ضمن الحديث؟ بمعنى من فعل ذلك لن يكون من السبعين ألفاً.

প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাইখ, আমি আপনার কাছে আশা করি আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলবেন — যে ব্যক্তি রুকইয়াহ ব্যবহার করে, তা পানি হোক, কিংবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে রুকইয়াহ হোক, কিংবা রেকর্ডার-এর মাধ্যমে — সে কি রাসূল ﷺ-এর সেই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেখানে সত্তর হাজারের কথা বলা হয়েছে যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন? আর রাকী ব্যক্তির হুকুম কী — সে কি ওই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে? অর্থাৎ যে এটি করবে সে সত্তর হাজারের একজন হতে পারবে না?

উত্তর:

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ثبت عن النبي ﷺ أنه قال ـ في بيان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ـ "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: لا يدخل في هؤلاء السبعين أي راق أو مرقي، وقال آخرون: يدخلان كلاهما، وحملوا ما في هذا الحديث على الرقى التي هي من كلام

উত্তর: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যাঁরা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "তাঁরা সেই লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, দাগ লাগায় না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" — বুখারী এটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: কোনো রাকী কিংবা যার উপর রুকইয়াহ করা হয় — কেউই এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর অন্যরা বলেছেন: দুজনই এতে অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং তাঁরা এ হাদীসে যা এসেছে তা বহন করেছেন সেই রুকইয়াহগুলোর উপর, যা কাফিরদের কথা

الكفار أو الرقى المجهولة، والتي بغير العربية، أو ما يقع فيه التفات من القلب إلى الراقي، وأما ما كان بالكتاب والسنة والأدعية المشروعة مع الظن

أن الراقي مجرد سبب فلا يمنع ذلك دخولهم في السبعين. والله أعلم.

কিংবা অজ্ঞাত রুকইয়াহ, কিংবা যা আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় হয়, কিংবা যেখানে অন্তর রাকীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর যা কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তসম্মত দুআ দ্বারা হয় — এই বিশ্বাস রেখে যে রাকী নিছক একটি উপায় — তবে তা সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় প্রশ্ন:

س: نريد إيضاح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي ﷺ عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: لا يسترقون ... الحديث، فهل عموم العلاج يدخل في الحديث؟ وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين الرقية لأن كلاًّ

প্রশ্ন: আমরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসটির ব্যাখ্যা চাই — নবী ﷺ-এর সেই বাণী সম্পর্কে, যেখানে সত্তর হাজারের কথা এসেছে যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন: «তারা রুকইয়াহ চায় না...» — হাদীসটি। তাহলে সাধারণভাবে চিকিৎসাও কি এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত? আর যদি অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে চিকিৎসা ও রুকইয়াহর মধ্যে পার্থক্য কী — কেননা

منهما سبب؟ وكيف نفهم أمر النبي ﷺ لعائشة وغيرها أن يسترقوا من العين؟ وإذا علمنا رجلاً أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر والاحتساب؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

দুটিই তো উপায়। আর নবী ﷺ যে আয়িশা ও অন্যদেরকে বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তা আমরা কীভাবে বুঝব? আর আমরা যদি জানি যে কোনো লোকের বদনজর লেগেছে, তবে আমরা কি তাকে রুকইয়াহর নির্দেশ দেব, না ধৈর্য ও সওয়াবের আশার দিকে পথ দেখাব? আশা করি অবহিত করবেন; আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

উত্তর: ফযীলাতুশ শাইখ ইবনে উসাইমীন রহিমাহুল্লাহ

قوله في حديث السبعين ألفاً: ولا يسترقون أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأرشد إليه وقال: ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول: أن تعلق الإنسان بالراقي أكثر من تعلقه بالتداوي؛ لأن الراقي إذا قدر الله تعالى أن ينتفع به المريض برقيته صارت العلاقة بينه وبين هذا المريض علاقة روحية، فربما يفتتن به ويقول: هذا من أولياء الله. وما أشبه ذلك، وقد يحصل معه شيء من الشرك، ولهذا جاء بعدها: وعلى ربهم يتوكلون .

সত্তর হাজারের হাদীসে তাঁর বাণী «ولا يسترقون» অর্থাৎ তারা অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায় না। কিন্তু তিনি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার দিকে পথনির্দেশ করেছেন, আর বলেছেন: «আল্লাহ এমন কোনো রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য তিনি ওষুধ নাযিল করেননি; যে জেনেছে সে জেনেছে, আর যে জানেনি সে জানেনি।» দুটির মধ্যে পার্থক্য দুই দিক থেকে। প্রথম দিক: রাকীর সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে চিকিৎসার সঙ্গে তার সম্পর্কের চেয়ে বেশি। কারণ আল্লাহ তাআলা যদি নির্ধারণ করেন যে রাকীর রুকইয়াহ দ্বারা রোগী উপকৃত হবে, তবে তার ও এই রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক একটি আত্মিক সম্পর্কে পরিণত হয়। ফলে হয়তো সে তাকে নিয়ে ফিতনায় পড়ে যায় এবং বলে: ইনি আল্লাহর ওলীদের একজন — এবং এ ধরনের আরও কথা। এমনকি এর সঙ্গে কিছু শিরকও ঘটে যেতে পারে। এ কারণেই এর পরেই এসেছে: «وعلى ربهم يتوكلون» (আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে)।

الثاني: أنه قد يطلب الرقية من شخص ليس أهلاً لذلك؛ لأنه لا يداوي بشيء حسي يعرف، فيرقي هذا الذي سئل بالرقية ثم يحصل الشفاء، لا بالرقية لأنها غير شرعية ولكن عند الرقية، فيفتتن الناس أيضاً بهذا الرجل، ويظنونه ممن تجاب دعوته،

দ্বিতীয় দিক: কখনো এমন ব্যক্তির কাছে রুকইয়াহ চাওয়া হয়, যে তার যোগ্য নয়; কেননা সে তো জানা-চেনা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করছে না। ফলে যাকে রুকইয়াহর জন্য বলা হলো সে রুকইয়াহ করে, এরপর আরোগ্য ঘটে যায় — রুকইয়াহর কারণে নয় (কেননা তা শরীয়তসম্মত নয়), বরং রুকইয়াহর সময়ে। তখন মানুষও এই লোকটিকে নিয়ে ফিতনায় পড়ে যায় এবং ধারণা করে যে সে এমন লোক যার দুআ কবুল হয়,

ولا يسترقون فقط، أما الرقية من العالم فلأن العالم معروف، فتطلب منه الرقية؛ لأنه إذا رقى على الإنسان فإنه ينتفع بذلك بإذن الله عز وجل، كالطبيب الذي يداوي. أما هل نأمر الذي أصيب بالعين بالرقية، أو نأمره بالصبر؟ فنقول له: إن الرسول ﷺ أرشد إلى طريقة الشفاء من العين، حيث أمر الذي عاين أحد الصحابة أن يغتسل ويتوضأ، فيؤخذ من مائه فيصب على المصاب حتى يشفى.

শুদ্ধ পাঠ হলো কেবল «ولا يسترقون» (তারা রুকইয়াহ চায় না)। আর আলিমের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া — তা তো এ কারণে যে আলিম একজন পরিচিত ব্যক্তি; তাই তুমি তাঁর কাছে রুকইয়াহ চাইবে। কেননা তিনি যদি কোনো মানুষের উপর রুকইয়াহ করেন, তবে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার অনুমতিক্রমে সে তাতে উপকৃত হয় — ঠিক যেমন চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। আর যার বদনজর লেগেছে, তাকে কি আমরা রুকইয়াহর নির্দেশ দেব, না ধৈর্যের নির্দেশ দেব? আমরা তাকে বলব: রাসূল ﷺ বদনজর থেকে আরোগ্য লাভের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন; কেননা যে ব্যক্তি এক সাহাবীর দিকে নজর দিয়েছিল, তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সে গোসল করে ও ওযু করে; এরপর তার সেই পানি নিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ঢেলে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।

চিকিৎসা ও রুকইয়াহর পার্থক্য

ইবনে উসাইমীনের উত্তর

প্রথম দিক
রাকীর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক বেশি; ওলী ভেবে ফিতনা, কিছু শিরকও

দ্বিতীয় দিক
অযোগ্য ব্যক্তির কাছে চাওয়া; আরোগ্য রুকইয়াহর সময়ে ঘটে

আলিমের কাছে
আলিম পরিচিত; চিকিৎসকের মতো তাঁর কাছে চাওয়া হয়

বদনজরে
নবী গোসল ও ওযুর পানি আক্রান্তের উপর ঢালার পদ্ধতি বলেছেন

লিকাআতুল বাবিল মাফতূহ — ইবনে উসাইমীন

চতুর্থ প্রশ্ন:

س: هل طلب الرقية مانع من الدخول في السبعين ألفاً؟

প্রশ্ন: রুকইয়াহ চাওয়া কি সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা?

ফতোয়া নম্বর: ৩১৩০ — ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ, তারিখ: ১৮/১০/১৪২৯ হি.

س: هل طلب الرقية الشرعية من أحد ينافي قوله ﷺ في الحديث: "ولا يسترقون"؛ وبالتالي لا يحصل له دخول الجنة مع السبعين ألفا بغير حساب؟

প্রশ্ন: কারও কাছে রুকইয়াহ শরইয়্যাহ চাওয়া কি হাদীসে বর্ণিত নবী ﷺ-এর বাণী «ولا يسترقون»-এর পরিপন্থী? ফলে কি সে সত্তর হাজারের সঙ্গে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করবে না?

ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قالوا: وَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس،

উত্তর: নবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন: তারা সেই লোক, যারা দাগ লাগায় না, রুকইয়াহ চায় না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" — বুখারী ও মুসলিম এটি ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: لا يدخل في هؤلاء السبعين أي راق أو مرقي، وقال آخرون: يدخلان كلاهما، وحملوا ما في هذا الحديث على الرقى التي هي من كلام الكفار أو الرقى المجهولة، والتي بغير العربية، أو ما يقع فيه التفات من القلب إلى الراقي، وأما ما كان بالكتاب والسنة والأدعية المشروعة مع الظن أن الراقي مجرد سبب فلا يمنع ذلك دخولهم في السبعين. والله أعلم.

আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: কোনো রাকী কিংবা যার উপর রুকইয়াহ করা হয় — কেউই এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর অন্যরা বলেছেন: দুজনই এতে অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং তাঁরা এ হাদীসে যা এসেছে তা বহন করেছেন সেই রুকইয়াহগুলোর উপর, যা কাফিরদের কথা কিংবা অজ্ঞাত রুকইয়াহ, কিংবা যা আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় হয়, কিংবা যেখানে অন্তর রাকীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর যা কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তসম্মত দুআ দ্বারা হয় — এই বিশ্বাস রেখে যে রাকী নিছক একটি উপায় — তবে তা সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পঞ্চম প্রশ্ন:

ফতোয়া নম্বর: ৬৫৮৪ — ফযীলাতুশ শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ, তারিখ: ০৩/০৫/১৪৩০ হি.

س: هل من يطلب الرقية لا يكون ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রুকইয়াহ চায়, সে কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে?

ج: الحمد لله أما بعد .. ثبت في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "عرضت علي الأمم، فرأيت النبيَّ ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبيَّ وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" متفق عليه.

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর — ইবনে আব্বাসের হাদীসে নবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "আমার সামনে উম্মতসমূহ পেশ করা হলো। আমি দেখলাম — এক নবী, তাঁর সঙ্গে ছোট একটি দল; আরেক নবী, তাঁর সঙ্গে একজন কিংবা দুজন লোক; আরেক নবী, তাঁর সঙ্গে কেউই নেই। এমন সময় আমার সামনে এক বিশাল জনতা তুলে ধরা হলো; আমি ভাবলাম তারা আমার উম্মত। তখন বলা হলো: ইনি মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়। এরপর আমি তাকালাম, তখন দেখি এক বিশাল জনতা। আমাকে বলা হলো: এরা আপনার উম্মত; আর তাদের সঙ্গে আছে সত্তর হাজার, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সেই লোক, যারা রুকইয়াহ চায় না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগ লাগায় না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" — মুত্তাফাকুন আলাইহি।

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن طلب الرقية من الغير سبب لعدم دخول المرء مع هؤلاء السبعين ألفا مطلقا، وذهب آخرون إلى أن الرقية المقصودة

هنا هي التي فيها شرك أو كلام غير مفهوم كرقى الجاهلية، أو كان فيها التفات من المرقي إلى الراقي وليس إلى القرآن والسنة، أما ما كان من الكتاب والسنة وما كان التعلق فيها بالله تعالى فلا يمنعون من ذلك،

কতিপয় আলিম এ মত পোষণ করেছেন যে, অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া নিরঙ্কুশভাবেই মানুষের এই সত্তর হাজারের সঙ্গে প্রবেশ না করার কারণ। আর অন্যরা এ মত পোষণ করেছেন যে, এখানে যে রুকইয়াহ উদ্দেশ্য তা হলো সেই রুকইয়াহ, যাতে শিরক থাকে কিংবা জাহিলিয়্যাতের রুকইয়াহর মতো দুর্বোধ্য কথা থাকে, কিংবা যাতে রুকইয়াহগ্রহীতার অন্তর কুরআন ও সুন্নাহর দিকে না ঝুঁকে রাকীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে হয় এবং যাতে অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে থাকে, সে ক্ষেত্রে তাঁরা বাধা দেন না;

وهذا اختيار النووي وجمع من أهل العلم، وهذا الأخير أرجح القولين. والله أعلم.

আর এটিই নববী রহিমাহুল্লাহ ও একদল আলিমের গৃহীত মত; এবং এই শেষোক্ত মতটিই দুই মতের মধ্যে অধিকতর রাজিহ। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

সত্তর হাজার ও রাকী: দুই মত

প্রথম মত	দ্বিতীয় মত
কোনো রাকী বা রুকইয়াহগ্রহীতা সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত নয়	দুজনই অন্তর্ভুক্ত
অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া নিরঙ্কুশভাবেই কারণ	উদ্দেশ্য শিরকযুক্ত, দুর্বোধ্য বা রাকীমুখী রুকইয়াহ; কুরআন-সুন্নাহরটি বাধা নয়

ফতোয়া ৬৫৮৪-এ ফতোয়াদাতা দ্বিতীয় মতকে অধিকতর রাজিহ বলেছেন; এটি নববীসহ একদল আলিমের গৃহীত মত

ষষ্ঠ প্রশ্ন

س: أريد أن أستشيركم في أمر متعلق برقية بيت مشكوك أنه مسحور بالفعل أردنا بيعه ولكن لم نستطع وهناك عدة أسباب تدفعنا للتفكير في أن البيت مسحور، وفي هذا الحال هل نعد من الذين يسترقون كما في حديث النبي ﷺ إذا قمنا برقيته؟ جزاكم الله خيرا.

প্রশ্ন: আমি আপনাদের কাছে একটি বিষয়ে পরামর্শ চাই — একটি বাড়ির রুকইয়াহ সংক্রান্ত, যে বাড়িটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে তা জাদুগ্রস্ত। আমরা সত্যিই তা বিক্রি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি; আর কয়েকটি কারণ আমাদেরকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করে যে বাড়িটি জাদুগ্রস্ত। এ অবস্থায় আমরা যদি বাড়িটির রুকইয়াহ করি, তবে কি আমরা নবী ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হব যারা রুকইয়াহ চায়? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فإن الاسترقاء لا حرج فيه شرعا، وما في حديث مسلم من وصف من يدخلون الجنة بغير حساب بأنهم لا يسترقون إنما هو لكمال توكلهم على الله تعالى أو لرقيتهم أنفسهم، ولا يفيد ذلك النهي عن الرقية، ويدل لجواز الاسترقاء ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقي من العين، وفي صحيح مسلم عن جابر:

ইসতিরকায় শরীয়তের দিক থেকে কোনো দোষ নেই। আর মুসলিমের হাদীসে যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাঁদের যে বৈশিষ্ট্য এসেছে — তাঁরা রুকইয়াহ চান না — তা তো আল্লাহ তাআলার উপর তাঁদের তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার কারণে, কিংবা তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উপর রুকইয়াহ করেন সেজন্য। এ থেকে রুকইয়াহর নিষেধাজ্ঞা বোঝায় না। আর ইসতিরকার বৈধতার দলিল হলো সহীহায়নে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিতেন যেন আমি বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নিই। আর সহীহ মুসলিমে জাবির থেকে বর্ণিত আছে

أنه رخص النبي ﷺ لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: أرقيهم. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٩٤٦٨، ٥٨٠٧٦، ٤٣١٠ والله أعلم.

যে, নবী ﷺ আলে হাযমকে সাপের দংশনের রুকইয়াহর অনুমতি দিয়েছিলেন; এবং তিনি আসমা বিনতে উমাইসকে বলেছিলেন: "কী ব্যাপার, আমি আমার ভাইয়ের ছেলেদের শরীর শীর্ণ দেখছি কেন — তাদের কি অভাব-অনটন পেয়ে বসেছে?" তিনি বললেন: না; তবে বদনজর তাদের উপর দ্রুত এসে পড়ে। তিনি বললেন: তাদের উপর রুকইয়াহ করো। — আর আপনি নিম্নোক্ত নম্বরের ফতোয়াগুলো দেখে নিন: ৯৪৬৮, ৫৮০৭৬, ৪৩১০। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মুফতী: মারকাযুল ফাতওয়া, ড. আবদুল্লাহ আল-ফাকীহ-এর তত্ত্বাবধানে

সপ্তম প্রশ্ন:

س: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فسؤالي هو أن المسترقي مستثنى من السبعين ألفا الذين سيدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث الشريف، فهل معنى ذلك أن الرقية مكروهة أو محرمة؟

প্রশ্ন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম; সালাত ও সালাম রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও সমস্ত সাহাবীর উপর। অতঃপর — আমার প্রশ্ন হলো, শরীফ হাদীসে যেমন এসেছে, মুসতারকী

(যে রুকইয়াহ করিয়ে নেয়) সেই সত্তর হাজার থেকে বাদ পড়েছে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তবে কি এর অর্থ এই যে, রুকইয়াহ মাকরূহ কিংবা হারাম?

وهل إذا كان أحد من غير المسلمين متوعكا وقمت برقيته إن لم تكن الرقى حراما أو مكروهة بغرض تمني شفائه والإيحاء إليه بأن الإسلام فيه الشفاء والدواء ضمن أشياء أخرى حسنة وجيدة لعل الله يهديه، فهل هذا حرام أو ممنوع؟ أفادكم الله.

আর অমুসলিমদের কেউ যদি অসুস্থ হয় এবং আমি তার উপর রুকইয়াহ করি (যদি রুকইয়াহ হারাম বা মাকরূহ না হয়) — এই উদ্দেশ্যে যে তার আরোগ্য কামনা করছি এবং তাকে এ ইঙ্গিত দিচ্ছি যে ইসলামে শিফা ও ওষুধ রয়েছে, অন্যান্য উত্তম ও ভালো বিষয়ের পাশাপাশি — এই আশায় যে হয়তো আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেবেন; তবে কি এটি হারাম বা নিষিদ্ধ? আল্লাহ আপনাদের উপকৃত করুন।

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; আর সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ تدل على جواز الرقية، وجواز الاسترقاء، وهو طلب الرقية، ومن ذلك حديث عوف بن مالك قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" رواه مسلم. وقول عائشة

رضي الله عنها: "كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أسترقي من العين. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث.

নবী ﷺ থেকে বহু হাদীস এসেছে, যেগুলো রুকইয়াহর বৈধতা এবং ইসতিরকার — অর্থাৎ রুকইয়াহ চাওয়ার — বৈধতা প্রমাণ করে। তার মধ্যে রয়েছে আউফ ইবনে মালিকের হাদীস; তিনি বলেন: "আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে রুকইয়াহ করতাম। তাই আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমার সামনে পেশ করো; রুকইয়াহতে কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ তাতে শিরক না থাকে।" — মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। আর আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য: "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিতেন যেন আমি বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করিয়ে নিই।" — বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আরও হাদীস রয়েছে।

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث: "يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: "الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" رواه البخاري ومسلم.

আর এসব হাদীস এবং এই হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন: তারা সেই লোক, যারা রুকইয়াহ করে না, রুকইয়াহ চায় না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" — বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

فأحاديث الرقية تدل على الجواز، وهذا الحديث يدل على فضيلة ترك ذلك اعتماداً على قوة التوكل على الله تعالى، ورسوخ اليقين. فغاية ما هنالك أن الاسترقاء يتنافى مع كمال التوكل، وليس محرماً ولا مكروهاً، وإنما هو جائز، والله أعلم.

সুতরাং রুকইয়াহ-সংক্রান্ত হাদীসগুলো তার বৈধতা প্রমাণ করে; আর এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুলের শক্তি ও ইয়াকীনের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে তা বর্জন করা একটি ফযীলত।

সুতরাং সর্বোচ্চ যা বলা যায় তা হলো, ইসতিরকা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; তা হারামও নয়, মাকরূহও নয়; বরং তা জায়েয। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক নজরে

- ★ ইবনে বায: সত্তর হাজার ইসতিরকা ও কাই বর্জন করেছেন, সব উপায় নয়
- ★ ইবনে বায: ইসতিরকা বর্জন উত্তম; প্রয়োজনে কোনো অসুবিধা নেই
- ★ রাকী ও রুকইয়াহগ্রহীতা সত্তর হাজারে ঢুকবে কি না, তাতে আলিমদের মতভেদ আছে
- ★ ইবনে উসাইমীন: রাকীর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক চিকিৎসার চেয়ে বেশি হয়
- ★ ফতোয়া নম্বর ৬৫৮৪: দ্বিতীয় মতকে অধিকতর রাজিহ বলা হয়েছে
- ★ সপ্তম প্রশ্ন: ইসতিরকা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; হারাম বা মাকরূহ নয়

যাচাই করুন

1. ইবনে বাযের মতে সত্তর হাজার কী বর্জন করেছেন?
   - ক. সব উপায়
   - খ. ইসতিরকা ও কাই
   - গ. খাওয়া-দাওয়া
2. নবী আয়িশাকে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইবনে বাযের বর্ণনায়?
   - ক. রুকইয়াহ বর্জনের
   - খ. রুকইয়াহ করিয়ে নেওয়ার
3. ফতোয়া ৬৫৮৪ কোন মতকে অধিকতর রাজিহ বলেছে?
   - ক. রুকইয়াহ চাওয়া নিরঙ্কুশভাবে বাধা
   - খ. কুরআন-সুন্নাহর রুকইয়াহ ও আল্লাহমুখী অন্তর হলে বাধা নয়
4. চিকিৎসা ও রুকইয়াহর প্রথম পার্থক্য কী, ইবনে উসাইমীনের মতে?
   - ক. চিকিৎসক দামি
   - খ. রাকীর সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক বেশি হয়
5. সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে ইসতিরকার হুকুম কী?
   - ক. হারাম
   - খ. মাকরূহ
   - গ. জায়েয

উত্তর: ১–খ, ২–খ, ৩–খ, ৪–খ, ৫–গ

أما رقيتك لغير المسلم رجاء إسلامه ورغبة في هدايته فجائزة لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط هل عندكم من راق؟ فقال بعضهم نعم. والله لقد استضفناكم فلم

আর অমুসলিমের উপর তোমার রুকইয়াহ — তার ইসলাম গ্রহণের আশায় ও তার হিদায়াতের আকাঙ্ক্ষায় — তা জায়েয; কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের একটি দল কোনো এক সফরে বের হলেন, শেষে তাঁরা আরবের এক গোত্রের কাছে অবতরণ করলেন। তাঁরা তাদের কাছে মেহমানদারি চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। এরপর ওই গোত্রের সরদারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করল। তারা তার জন্য সব কিছু করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো কিছুই তার উপকারে এলো না। তখন তাদের কেউ বলল: তোমরা যদি ওই দলটির কাছে যেতে যারা এখানে অবতরণ করেছে — হয়তো তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। তখন তারা তাঁদের কাছে এসে বলল: হে দলের লোকেরা, তোমাদের মধ্যে কি কোনো রাকী আছে? তাঁদের একজন বললেন: হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, আমরা তো তোমাদের কাছে মেহমানদারি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা

تضيفونا! فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به بأس، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا، حتى نأتي رسول الله ﷺ

فنذكر له الذي كان فقدموا على رسول الله ﷺ فقال: وما يدريك أنها رقية!

ثم قال: قد أصبتم. اقسموا واضربوا لي معكم

আমাদের মেহমানদারি করোনি! সুতরাং আমি তোমাদের জন্য রুকইয়াহ করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করো। এরপর তারা একপাল বকরির বিনিময়ে তাঁদের সঙ্গে মীমাংসা করল। তখন তিনি গেলেন, তার উপর থুতুসহ ফুঁ দিতে লাগলেন এবং «আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন» পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে খুলে গেল; সে উঠে হাঁটতে লাগল, তার কোনো কষ্টই আর রইল না। তারা তাঁদেরকে তাঁদের সেই পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল, যার উপর তারা মীমাংসা করেছিল। তখন তাঁদের কেউ কেউ বললেন: ভাগ করে নাও। কিন্তু যিনি রুকইয়াহ করেছিলেন তিনি বললেন: তা করো না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে যা ঘটেছে তা তাঁর কাছে উল্লেখ করি। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন: "তুমি কী করে জানলে যে এটি রুকইয়াহ!" তারপর বললেন: "তোমরা ঠিকই করেছ। ভাগ করে নাও, আর তোমাদের সঙ্গে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো

টীকা

1. «তাওহীদের হক আদায় করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ» — শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ।
2. সূরা আল-আনফাল: ২।

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৭

ফতোয়ার শেষ প্রশ্নসমূহ এবং ষষ্ঠত: তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর

«...সাহমান» — অর্থাৎ "আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি অংশ নির্ধারণ করো।" ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: এতে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, তা রুকইয়াহ; সুতরাং দংশিত ব্যক্তি ও রোগীর উপর, এবং সব ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত ও ত্রুটিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর তা পাঠ করা মুস্তাহাব। — উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

সুতরাং যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, তার উপর রুকইয়াহ করা তো আরও অগ্রাধিকারের সঙ্গে জায়েয। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

মুফতী: ফতোয়া কেন্দ্র (মারকাযুল ফতোয়া), ড. আবদুল্লাহ আল-ফাকীহ-এর তত্ত্বাবধানে।

অষ্টম প্রশ্ন

রুকইয়াহর ক্যাসেট শোনা কি ইসতিরকার অন্তর্ভুক্ত?

ফতোয়া নম্বর: ১৫৭৪০ — সম্মানিত শাইখ সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাজিদ-এর ফতোয়া।

তারিখ: ০৮/০৬/১৪৩২ হি. — ২২:০০:১৪

س: لو سمعت شريط رقية هل أكون ممن يسترقون؟

> প্রশ্ন: আমি যদি রুকইয়াহর কোনো ক্যাসেট শুনি, তাহলে কি আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা রুকইয়াহ করায় (ইসতিরকা করে)?

ج: الحمد لله أما بعد .. الرقية بالقرآن والسنة والأدعية المشروعة والاسترقاء بها من أعظم العبودية لله، ولا ينافي التوكل، ولا يخرج فعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وحديث: "لا يسترقون" محمول على الرقية بغير القرآن والسنة؛ كما قاله الحافظ العراقي وغيره.

والله أعلم.

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; অতঃপর... কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তসম্মত দুআ দ্বারা রুকইয়াহ করা এবং সেগুলো দ্বারা ইসতিরকা করা আল্লাহর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত; তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, এবং যে তা করে, সে সেই সত্তর হাজারের দল থেকে বেরিয়ে যায় না যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর «লা ইয়াসতারকূন» (তারা রুকইয়াহ চায় না) হাদীসটিকে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা করা রুকইয়াহর উপর প্রয়োগ করা হবে — যেমনটি হাফিয ইরাকী রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বলেছেন। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

নবম প্রশ্ন

উত্তরদাতা: আবদুর রহমান ইবনে নাসির আল-বাররাক — ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের সদস্য।

শ্রেণিবিন্যাস: ফিহরিসা / আস-সুন্নাতুন নববিয়্যাহ ও তার শাস্ত্রসমূহ / হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ।

তারিখ: ১৬/১/১৪২৪ হি.

س: لماذا خص النبي ﷺ في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب "ولا يسترقون" دون سائر أنواع الاستطباب؟

প্রশ্ন: বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশকারী সত্তর হাজারের বর্ণনায় নবী ﷺ চিকিৎসা গ্রহণের অন্যান্য প্রকার বাদ দিয়ে কেন বিশেষভাবে «ওয়ালা ইয়াসতারকূন» (এবং তারা রুকইয়াহ চায় না) কথাটি উল্লেখ করলেন?

ج: الحمد لله، الاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، وسؤال الغير فيه ميل إلى المخلوق واحتياج إليه وقد دلت النصوص على أن من كمال التوحيد عدم سؤال الناس، وقد بايع النبي ﷺ جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم على أمور منها: ألا يسألوا الناس شيئاً حتى كان أحدهم يسقط

سوطه فينزل من على دابته فيأخذه ولا يسأل أحداً أن يناوله إياه كما جاء في صحيح مسلم ١٠٤٣ ، وفي ذلك تحقيق استغناء العبد عن المخلوقين، فالاسترقاء تركه أولى، وأما إذا رقى الإنسان نفسه أو رقاه أخوه متبرعاً دون طلب فإنه لا كراهة في ذلك. إنما المكروه أن يطلب

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। ইসতিরকা হলো অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া; আর অন্যের কাছে চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়া এবং তার মুখাপেক্ষী হওয়া। আর নসসমূহ প্রমাণ করেছে যে, তাওহীদের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হলো মানুষের কাছে না চাওয়া। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের একটি দলের কাছ থেকে — রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম — কয়েকটি বিষয়ের উপর বাইআত নিয়েছিলেন, যার অন্যতম ছিল: তাঁরা মানুষের কাছে কিছুই চাইবেন না। এমনকি তাঁদের কারও চাবুক পড়ে গেলে তিনি নিজের বাহন থেকে নেমে গিয়ে তা তুলে নিতেন, কাউকে বলতেন না যে সেটি তাঁর হাতে তুলে দিক — যেমনটি সহীহ মুসলিমে (১০৪৩) এসেছে। এতে রয়েছে সৃষ্টির থেকে বান্দার অমুখাপেক্ষী হওয়ার বাস্তবায়ন। সুতরাং ইসতিরকা বর্জন করাই উত্তম। তবে মানুষ যদি নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করে, কিংবা তার ভাই চাওয়া ছাড়াই স্বেচ্ছায় তার উপর রুকইয়াহ করে, তাতে কোনো মাকরূহ নেই। মাকরূহ কেবল সেটিই — যেখানে

الإنسان الرقية من الغير، كما يدل عليه لفظ الاسترقاء، فإن السين والتاء في الفعل تدل على الطلب كالاسترقاء والاستعانة وما أشبه ذلك، فهؤلاء السبعون ألفاً من كمال توحيدهم وكمال استقامتهم تحقيق مقام التوكل على الله وذلك باجتناب كل ما ينافيه أو ينقصه ومن ذلك أنهم يتركون الأسباب المتضمنة لما ينقص كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى ولهذا قال في وصفهم "لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون" أخرجه البخاري، ٥٧٠٥ ، ومسلم ٢٢٠ ، والله أعلم.

মানুষ অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায় — যেমনটি «ইসতিরকা» শব্দটিই নির্দেশ করে; কেননা ক্রিয়াপদে সীন ও তা যুক্ত হলে তা চাওয়া বোঝায়, যেমন «ইসতিরকা» (রুকইয়াহ চাওয়া) ও «ইসতিআনা» (সাহায্য চাওয়া) এবং এ জাতীয় শব্দ। সুতরাং এই সত্তর হাজার — তাঁদের তাওহীদের পূর্ণতা ও তাঁদের ইসতিকামাতের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত

হলো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাকাম বাস্তবায়ন করা; আর তা হয় এমন প্রতিটি বিষয় বর্জনের মাধ্যমে, যা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কিংবা তা হ্রাস করে। এরই অন্তর্ভুক্ত হলো — তাঁরা এমন উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর — সুবহানাহু ওয়া তাআলার — উপর তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা হ্রাসকারী কিছু রয়েছে। এ কারণেই তিনি তাঁদের বর্ণনায় বলেছেন: "তারা রুকইয়াহ চায় না, শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না, দাগ লাগায় না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" — এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী (৫৭০৫) ও মুসলিম (২২০)। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল-বাররাকের উত্তর

কেন বিশেষভাবে ইসতিরকা?

ইসতিরকা কী অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়া	কেন উল্লেখ অন্যের কাছে চাওয়ায় সৃষ্টির দিকে ঝোঁক ও মুখাপেক্ষিতা	বাইআত নবী সাহাবীদের থেকে নিয়েছিলেন: মানুষের কাছে কিছু চাইবে না
উত্তম ইসতিরকা বর্জন করা	মাকরূহ মানুষ অন্যের কাছে রুকইয়াহ চায়	মাকরূহ নয় নিজে রুকইয়াহ করা, অথবা ভাই স্বেচ্ছায় করা

দশম প্রশ্ন

রুকইয়াহ প্রার্থনাকারী ব্যক্তির জন্য কি তা সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা?

س: أنا شاب عمري ٢٠ سنة، ملتزم تقريباً منذ سنتين والحمد لله، تتمثل مشكلتي مع أمي، وهو أني أتضايق من كلامها بشكل غريب ولا أريد أن اسمعها وهي تتحدث! وفي نفس الوقت أتساءل في نفسي: لماذا كل هذا الضيق النفسي؟!! لماذا أكره أمي وأوامرها لي؟؟!!! أقسم بالله أني لا أريد أن أعق أمي بأي شكل من الأشكال، لكن هذا الإحساس الغريب يجعلني أرد عليها وأتناقش معها حتى في الامور التافهة!

প্রশ্ন: আমি বিশ বছর বয়সী এক যুবক, প্রায় দুই বছর ধরে দ্বীনের উপর অবিচল আছি — আলহামদুলিল্লাহ। আমার সমস্যাটি আমার মাকে ঘিরে; তা হলো, তাঁর কথায় আমি অদ্ভুতভাবে বিরক্ত বোধ করি এবং তিনি কথা বলার সময় আমি তা শুনতে চাই না! আবার একই সঙ্গে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি: কেন এই সমস্ত মানসিক অস্বস্তি?!! কেন আমি আমার মাকে এবং আমার প্রতি তাঁর আদেশকে অপছন্দ করি??!!! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কোনোভাবেই আমার মায়ের অবাধ্য হতে চাই না; কিন্তু এই অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করতে এবং তুচ্ছ বিষয়েও তাঁর সঙ্গে তর্কে জড়াতে বাধ্য করে!

وكأني لا أريد أن أستمع إليها .. فكيف أواجه هذه المشكلة؟ هل يمكن أن يكون هذا بمفعول سحر أو عين؟ الأمر الآخر: هل استشارتي لكم تخرجني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين "على ربهم يتوكلون"؟ وهل إذا طلبت من أحد أن يرقيني سواء كنت مصاباً بعين أو مجرد الشك في ذلك، هل يعني أني لن أكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب أبداً؟! وبارك الله فيكم.

যেন আমি তাঁর কথা শুনতেই চাই না... তাহলে আমি কীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করব? এটি কি জাদু বা বদনজরের প্রভাবে হতে পারে? আর দ্বিতীয় বিষয়: আপনাদের কাছে আমার এই পরামর্শ চাওয়া কি আমাকে সেই লোকদের দল থেকে বের করে দেবে, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন — যাঁরা "তাদের রবের উপরই ভরসা করে"? আর আমি যদি কাউকে আমার উপর রুকইয়াহ করতে বলি — তা আমি বদনজরে আক্রান্ত হই বা কেবল সে ব্যাপারে সন্দিহান থাকি — তবে কি এর অর্থ এই যে, আমি কখনোই সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব না যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?! আল্লাহ আপনাদের বরকত দান করুন।

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

أما بعد:

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। অতঃপর:

فحق الوالدة عظيم، ومن حقها حسن التخاطب معها، قال تعالى:

মায়ের অধিকার তো মহান; আর তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হলো তাঁর সঙ্গে উত্তমভাবে কথা বলা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

"আর তোমার রব ফয়সালা করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তোমার কাছে যদি তাদের একজন কিংবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলো।" (১)

وانظر الفتوى: ١٦٣٨٣٣. فعليك أن تجاهد نفسك في التلطف في خطابها، وأن تسأل الله أن يعينك على برها والتأدب في الحديث معها. ولا ينبغي المبالغة في توهم الإصابة بالسحر والعين، لكن لا يمتنع أن يكون نفورك من والدتك بسبب سحر أو عين، وعلى كل فلا بأس أن ترقي نفسك سواء كنت

আর দেখুন ফতোয়া নম্বর: ১৬৩৮৩৩। সুতরাং আপনার কর্তব্য হলো তাঁর সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলার জন্য নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করা, এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যে তিনি যেন আপনাকে তাঁর সঙ্গে সদাচরণ ও কথাবার্তায় শিষ্টাচার রক্ষায় সহায়তা করেন। আর জাদু ও বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার ধারণায় বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়; তবে আপনার মায়ের প্রতি আপনার এই বিতৃষ্ণা জাদু বা বদনজরের কারণে হওয়াও অসম্ভব নয়। যা-ই হোক, আপনি নিজের উপর রুকইয়াহ করতে পারেন — তাতে কোনো দোষ নেই, আপনি

مصابا أو غير مصاب. وانظر الفتوى: ٢٨٧٩٣.

আক্রান্ত হোন বা না হোন। আর দেখুন ফতোয়া নম্বর: ২৮৭৯৩।

وحديث: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون... رواه البخاري

আর হাদীস: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; তারা সেই লোক যারা রুকইয়াহ চায় না, শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে না, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে..." — এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

اختلف العلماء في المراد بالذين لا يسترقون، فقيل: لا يسترقون على طريقة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى، وهذا اختيار ابن حبان في صحيحه، وقيل: الذين لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله وتعلق قلوبهم به، ورجح هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم. وانظر للاستزادة الفتويين ١١٠٩٨٣ ١١٢٢٤٥.

"যারা রুকইয়াহ চায় না" — এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। বলা হয়েছে: তারা জাহিলিয়্যাতের অনুসারীদের পদ্ধতিতে রুকইয়াহ চায় না — যারা বিশ্বাস করত যে ওষুধ স্বভাবগতভাবেই উপকারী এবং যারা বিষয়টি আল্লাহ তাআলার দিকে সোপর্দ করত না। এটিই ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাঁর

সহীহ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। আর বলা হয়েছে: তারা সেই লোক, যারা আল্লাহর উপর তাদের তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা এবং তাঁর সঙ্গে তাদের অন্তরের সম্পৃক্ততার কারণে অন্যের কাছে রুকইয়াহ করার আবেদন করে না। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলিমের উপর লেখা তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অধিক জানার জন্য দেখুন দুটি ফতোয়া: ১১০৯৮৩ ও ১১২২৪৫।

فمن طلب الرقية وقلبه متعلق بالراقي فلا إشكال في عدم دخوله في هؤلاء السبعين ألفا، أما من طلب الرقية وهو مفوض أمره إلى الله ويعتقد أن الراقي مجرد سبب فطلبه هذا لا يمنع دخوله في السبعين ألفا على قول ابن حبان.

সুতরাং যে ব্যক্তি রুকইয়াহ চেয়েছে এবং তার অন্তর রাকীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তবে যে ব্যক্তি রুকইয়াহ চেয়েছে এমন অবস্থায় যে সে নিজের বিষয়টি আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে রেখেছে এবং বিশ্বাস করে যে রাকী নিছক একটি উপায় মাত্র — তবে তার এই চাওয়া ইবনে হিব্বানের মত অনুযায়ী তার সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে বাধা নয়।

«লা ইয়াসতারকূন»: ইবনে হিব্বান ও নববী

ইবনে হিব্বান	নববী
জাহিলিয়্যাতের পদ্ধতিতে রুকইয়াহ চায় না	অন্যের কাছে রুকইয়াহর আবেদন করে না
ওষুধ স্বভাবগতভাবেই উপকারী ভাবত, আল্লাহর দিকে সোপর্দ করত না	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা ও অন্তরের সম্পৃক্ততার কারণে
তাঁর সহীহ গ্রন্থে গৃহীত	সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন

ইসলাম ওয়েবের ফতোয়ায় উদ্ধৃত

والاستشارة لا تنافي التوكل، فقد أمر الله نبيه بالاستشارة فقال سبحانه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾، وقال الله عن المؤمنين: ﴿وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾،

আর পরামর্শ চাওয়া তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়; কেননা আল্লাহ তাঁর নবীকে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন — তিনি সুবহানাহু বলেছেন: "আর কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো" (২); আর আল্লাহ মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন: "আর তাদের কাজকর্ম হয় নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে" (৩) —

والله أعلم. إسلام ويب الخميس ٢٩ شعبان ١٤٣٣ ١٩ ٧ ٢٠١٢

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। ইসলাম ওয়েব — বৃহস্পতিবার, ২৯ শাবান ১৪৩৩ হি. — ১৯–৭–২০১২ খ্রি.

ফতোয়া নম্বর: ১৮৩৮৩৭

রুকইয়াহ পরিত্যাগ করার পর প্রয়োজনের তাগিদে রাকীগণকে নবী ﷺ-এর অনুমতি দান – সাপ ও বিচ্ছুর রুকইয়াহর অধ্যায়

(১/৪৭)—

وفيه: عَائِشَةَ، أَنَ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

আর এতে রয়েছে: আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ প্রতিটি বিষধর প্রাণীর দংশনের জন্য রুকইয়াহর অনুমতি দিয়েছেন।

এ হাদীসটি স্পষ্ট করে দেয় যে, আলী ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে যা বর্ণিত হয়েছে — তাঁরা উভয়ে বলেছেন: "রুকইয়াহ, তামীমা ও তিওয়ালা শিরক" — তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলিয়্যাতের রুকইয়াহ এবং জাদুর সদৃশ মাকরূহ রুকইয়াহসমূহ। ইবনে ওয়াহব ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: আমার কাছে আহলে ইলমের কতিপয় ব্যক্তির সূত্রে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তাঁরা বলতেন — রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছিলেন, মদীনায় আগমন করা পর্যন্ত; কেননা সে যুগে রুকইয়াহর মধ্যে শিরকী কথাবার্তা প্রচুর ছিল। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীগণের একজনকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করল। তাঁরা

বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আলে হাযম বিষের দংশনের জন্য রুকইয়াহ করতেন; কিন্তু আপনি যখন রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করলেন, তখন তাঁরা তা ছেড়ে দিয়েছেন। তখন

রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন: উমারাকে ডাকো — তিনি বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন — অতঃপর তিনি বললেন: তোমার রুকইয়াহটি আমার কাছে পেশ করো। তিনি তা তাঁর কাছে পেশ করলেন; তিনি তাতে কোনো দোষ দেখলেন না এবং তাঁকে তা করার অনুমতি দিলেন।

বিষের রুকইয়াহর অনুমতি

১. **নিষেধ**
মদীনায় আগমন পর্যন্ত, কারণ শিরকী কথা প্রচুর ছিল

২. **সাহাবীর দংশন**
আলে হাযম রুকইয়াহ ছেড়ে দিয়েছিলেন

৩. **নবীর নির্দেশ**
উমারাকে ডাকলেন; রুকইয়াহ পেশ করতে বললেন

৪. **সিদ্ধান্ত**
কোনো দোষ দেখলেন না; অনুমতি দিলেন

ইবনে বাত্তালের উদ্ধৃত বর্ণনা অনুযায়ী

শারহু ইবনে বাত্তাল — ৯

ষষ্ঠত: তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর

س١: لقد رد بعض شراح الحديث على من قال أن المقصود بالاسترقاء طلب الرقية الشركية وعلل أن الصحابة لم يكونوا ليقعوا في الشرك فما هو الصحيح في المسألة؟

প্রশ্ন ১: হাদীসের কতিপয় ব্যাখ্যাকার তাঁর প্রতিবাদ করেছেন, যিনি বলেছেন যে ইসতিরকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরকী রুকইয়াহ চাওয়া; আর তিনি এর কারণ দেখিয়েছেন যে, সাহাবীগণ তো এমন ছিলেন না যে শিরকে

পতিত হবেন। তাহলে এ মাসআলায় সঠিক কথা কী?

ج١: ليس شرطا أن يفهم أن الصحابة أو غيرهم في ذلك الزمان أنهم وقعوا في الشرك ولكن قد يقع عن طريق الخطأ والتحذير مطلوب وواضح في الأحاديث التي بين أيدينا ومنها:

উত্তর ১: এমনটি বোঝা শর্ত নয় যে, সাহাবীগণ কিংবা সে যুগের অন্যরা শিরকে পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভুলক্রমে তা ঘটে যেতে পারে; আর সতর্ক করা কাম্য, এবং তা আমাদের সামনে থাকা হাদীসগুলোতে সুস্পষ্ট। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال عالجيها بكتاب الله.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন, তখন এক নারী তাঁর চিকিৎসা করছিল অথবা তাঁর উপর রুকইয়াহ করছিল। তিনি বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা তার চিকিৎসা করো।

আলবানী রহিমাহুল্লাহ «আস-সিলসিলাতুস সহীহা» (৪/৫৬৬)-এ বলেছেন: এটি ইবনে হিব্বান (১৪১৯) বর্ণনা করেছেন আমরা বিনতে আবদুর রহমান-এর সূত্রে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে। আমি বলি: এর সনদ সহীহ।

আর বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ সনদে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আমরা থেকে, তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন:

دخل أبو بكر رضي الله عنه عليها، وعندها يهودية ترقيها، فقال ارقيها بكتاب الله عز وجل

(আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কাছে এক ইহুদি নারী তাঁর উপর রুকইয়াহ করছিল। তিনি বললেন: আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার কিতাব দ্বারা তার উপর রুকইয়াহ করো।)

আর তাঁর সহীহ সনদে রাবী ইবনে সুলাইমান থেকে; তিনি বলেন:

سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي الإنسان بكتاب الله

(আমি ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহকে রুকইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: মানুষ আল্লাহর কিতাব দ্বারা

عز وجل، وما يعرف من ذكر الله قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ [ص: ٧٣] فقال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله قلت وما الحجة في ذلك؟ فقال فيه غير حجة، فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارقيها بكتاب الله

— আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা — এবং আল্লাহর যিকির থেকে যা জানা যায় তা দ্বারা রুকইয়াহ করলে কোনো দোষ নেই। আমি বললাম: আহলে কিতাব কি মুসলিমদের উপর রুকইয়াহ করতে পারবে? [পৃ. ৭৩] তিনি বললেন: হ্যাঁ, যদি তারা আল্লাহর কিতাব বা আল্লাহর যিকির থেকে যা জানা যায় তা দ্বারা রুকইয়াহ করে। আমি বললাম: এ ব্যাপারে দলিল কী? তিনি বললেন: এ ব্যাপারে একটির অধিক দলিল রয়েছে; কেননা মালিক

রহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আমরা বিনতে আবদুর রহমান থেকে — যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং এক ইহুদি নারী তাঁর উপর রুকইয়াহ করছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা তার উপর রুকইয়াহ করো।)

قال البيهقي: والأخبار فيما رقى به النبي ﷺ ورقي به، وفيما تداوى به وأمر بالتداوي به كثيرة، والله أعلم.

বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন: নবী ﷺ যা দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন এবং যা দ্বারা তাঁর উপর রুকইয়াহ করা হয়েছে, আর তিনি যা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন ও যা দ্বারা চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন — সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রচুর। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহর কিতাব দ্বারা রুকইয়াহ

আল্লাহর কিতাব দ্বারা রুকইয়াহ: বর্ণনা

- **আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা** — নবী এক নারীকে দেখে বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা চিকিৎসা করো
- **আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু** — ইহুদি নারী রুকইয়াহ করছিল; বললেন: আল্লাহর কিতাব দ্বারা করো
- **ইমাম শাফিয়ী** — আল্লাহর কিতাব বা যিকর দ্বারা হলে আহলে কিতাবও করতে পারে
- **বায়হাকী** — নবীর রুকইয়াহ ও চিকিৎসার বর্ণনা প্রচুর

অধ্যায়ে উদ্ধৃত বর্ণনা অনুযায়ী

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتوَلة شرك، قالت: قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত · alquranicruqyahhealing.com

سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً.

যায়নাব — আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী — থেকে, তিনি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "রুকইয়াহসমূহ, তামীমাসমূহ ও তিওয়ালা শিরক।" তিনি (যায়নাব) বলেন: আমি বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চোখ থেকে পানি ঝরত, আর আমি অমুক ইহুদির কাছে যাতায়াত করতাম, সে আমার উপর রুকইয়াহ করত; সে রুকইয়াহ করলেই তা প্রশমিত হতো। তখন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ওটি তো শয়তানেরই কাজ ছিল; সে নিজের হাত দিয়ে তাতে খোঁচা দিত, আর যখন সে রুকইয়াহ করত তখন সে তা থেকে বিরত হতো। তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তা-ই বলবে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন: "আযহিবিল বা'স রাব্বান নাস, ইশফি আনতাশ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা" — অর্থাৎ: কষ্ট দূর করে দাও, হে মানুষের রব; আরোগ্য দাও, তুমিই আরোগ্যদাতা; তোমার আরোগ্য ছাড়া কোনো আরোগ্য নেই; এমন আরোগ্য, যা কোনো ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (৩৮৮৩) ও ইবনে মাজাহ (৩৫৩০)। আর হাদীসটি: শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ «আস-সিলসিলাতুস সহীহা»-য় (৩৩১) ও (২৯৭২) নম্বরে সহীহ বলেছেন।

আর «রুকইয়াহসমূহ, তামীমাসমূহ ও তিওয়ালা শিরক» হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী রহিমাহুল্লাহ «আস-সিলসিলাতুস সহীহা» (১/৫৮৪)-এ বলেছেন:

أخرجه أبو داود ٣٨٨٣ وابن ماجه ٣٥٣٠ وابن حبان ١٤١٢ و أحمد ٣٨١/١ من طريق يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك.

এটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ (৩৮৮৩), ইবনে মাজাহ (৩৫৩০), ইবনে হিব্বান (১৪১২) ও আহমাদ (১/৩৮১) — ইয়াহইয়া আল-জাযযারের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাবের ভাতিজা থেকে, তিনি আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "রুকইয়াহসমূহ, তামীমাসমূহ ও তিওয়ালা শিরক।"

قلت: ورجاله ثقات كلهم غير ابن أخي زينب قال الحافظ في "التقريب": "كأنه صحابي، ولم أره مسمى". قلت: وسقط ذكره من كتاب ابن حبان، فلا أدري أكذلك الرواية عنده أم سقط من الناسخ. وعلى كل حال، فإن للحديث طريقا أخرى يتقوى بها، أخرجه الحاكم ٤/ ٢١٧ من طريق قيس بن السكن الأسدي قال: "دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة، فرأى عليها خرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا،

আমি বলি: এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, কেবল যায়নাবের ভাতিজা ছাড়া। হাফিয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ «আত-তাকরীব»-এ বলেছেন: "তিনি যেন সাহাবী; তবে আমি তাঁর নাম উল্লিখিত পাইনি।" আমি বলি: ইবনে হিব্বানের গ্রন্থ থেকে তাঁর উল্লেখ পড়ে গেছে; আমি জানি না, তাঁর কাছে বর্ণনাটি এভাবেই ছিল, নাকি নকলকারীর হাত থেকে বাদ পড়েছে। যা-ই হোক, হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে, যা দ্বারা তা শক্তিশালী হয়। হাকিম (৪/২১৭) তা বর্ণনা করেছেন কায়স ইবনুস সাকান আল-আসাদীর সূত্রে; তিনি বলেন: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক নারীর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তার উপর 'হুমরা' রোগের জন্য পরানো কিছু পুঁতি দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা কঠোরভাবে ছিঁড়ে ফেললেন,

ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، و قال: كان مما حفظنا عن النبي ﷺ: فذكره وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا

অতঃপর বললেন: আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী।" আর তিনি বলেছেন: নবী ﷺ থেকে আমরা যা মুখস্থ করেছি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল — অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন। আর তিনি (হাকিম) বলেছেন: সনদ সহীহ। যাহাবী রহিমাহুল্লাহও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন। আর তাঁরা দুজন যা বলেছেন, তা যথার্থ।

আস-সিলসিলাতুস সহীহা — আলবানী।

س٢: هل اذا أصابني شيء ومأزق وأردت أن أتوكل على الله ولا أطلب من أحد ولا أسأل أحدا معونة ولو أدى بي الى عطب هل أكون من السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ؟

প্রশ্ন ২: আমার যদি কোনো বিপদ ও সংকট এসে পড়ে এবং আমি চাই যে আল্লাহর উপর ভরসা করব, কারও কাছে চাইব না ও কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব না — যদিও তা আমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় — তাহলে কি আমি সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হব, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?

ج ٢: نعم بإذن الله ولكن أمر التوكل عام في كل شئ وأيضا لابد قبل ذلك من التوضيح أن التزام الأمر واجتناب النهي لازم في هذا الاستحقاق ليكون من السبعين الفا فالمشرك وصاحب المعاصي والظلم واكل الحرام عليه تبعات تمنعه من أن يكون من هذا الصنف.

উত্তর ২: হ্যাঁ, আল্লাহর অনুমতিক্রমে। তবে তাওয়াক্কুলের বিষয়টি সবকিছুতেই ব্যাপক। আর এর আগে এটুকু স্পষ্ট করা আবশ্যক যে, আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ বর্জন করা এই মর্যাদা লাভের জন্য অপরিহার্য — যাতে সে সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুতরাং মুশরিক, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, যালিম ও হারাম ভক্ষণকারীর উপর এমন দায়ভার রয়েছে, যা তাকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

س٣: هل أتوجه إلى التداوي إلى الأطباء والرقاة في كل وقت وحين؟

প্রশ্ন ৩: আমি কি সব সময় ও সর্বক্ষণ চিকিৎসকদের ও রাকীগণের কাছে চিকিৎসা নিতে যাব?

ج٣: لا فالأمر لابد له من الصبر والتحمل والتوجه الى الله وحده في كل وقت وحين إلا في الحالات الصعبة كحادث أو جراحة أو نزيف أو صرع بالشياطين ونحوه وخاصة في المراحل الاولى حتى يستطيع الانسان أن يعالج نفسه بنفسه.

উত্তর ৩: না। বিষয়টিতে অবশ্যই ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সব সময় ও সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ থাকতে হবে; কেবল কঠিন অবস্থাগুলো ছাড়া — যেমন দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার, রক্তক্ষরণ, কিংবা শয়তানের কারণে মৃগীর মতো আচ্ছন্নতা ও এ জাতীয় বিষয়; বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে — যতক্ষণ না মানুষ নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে সক্ষম হয়।

س٤: هل التوكل والطلب والسؤال فقط في الرقية أم في كل شئ أرجو التوضيح ؟

প্রশ্ন ৪: তাওয়াক্কুল, চাওয়া ও প্রার্থনা — এসব কি কেবল রুকইয়াহর ক্ষেত্রেই, নাকি সবকিছুতেই? আমি ব্যাখ্যা কামনা করছি।

ج٤: التوكل على الله يكون في كل شئ وعدم التعلق الا بالله وحده والتفويض اليه وأفوض أمري إلى الله   وفي قصة إبراهيم عليه السلام حين القي في النار أنه توكل على الله وفوض الأمر كله له حتى حينما أتاه جبريل بعد أن استأذن ربه في نجدته أن إبراهيم قال له أما إليك فلا وأما

إلى الله فنعم وهو يعلم أن صفة النار الإحراق ولكن صدق توكله وثقته في الله صادقة كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين

উত্তর ৪: আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল সবকিছুতেই হয়; এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে অন্তর না জড়ানো ও তাঁর দিকেই সবকিছু সোপর্দ করা — «আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি»। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনায়, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো — তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেন এবং গোটা বিষয়টি তাঁর কাছেই সোপর্দ করলেন; এমনকি যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর রবের কাছে তাঁকে সাহায্য করার অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে এলেন, তখন ইবরাহীম তাঁকে বললেন: তোমার কাছে (চাওয়া) — তা নয়; তবে আল্লাহর কাছে — হ্যাঁ। অথচ তিনি জানতেন যে আগুনের ধর্মই হলো পুড়িয়ে দেওয়া; কিন্তু তাঁর তাওয়াক্কুল ছিল সত্যনিষ্ঠ এবং আল্লাহর উপর তাঁর আস্থা ছিল যথার্থ — যেমন মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন: «কখনোই নয়, নিশ্চয়ই আমার রব আমার সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।»

س٥: بعض طلبة العلم وبعض العلماء في بلادنا يحذروننا من الذهاب للرقاة من أهل السنة ويقولون إن تفرغهم للرقية وفتحهم أماكن لهذا العمل أن هذا الأمر بدعة لم يكن على عهد الرسول والصحابة والسلف فلا تذهبوا اليهم مع العلم أننا نعاني من أذى السحرة ولجوء عامة المصابين إلى السحرة والمشعوذين لفك أسحارهم فما هو الصحيح؟

প্রশ্ন ৫: আমাদের দেশের কতিপয় ইলমের ছাত্র ও কতিপয় আলিম আমাদেরকে আহলুস সুন্নাহর রাকীগণের কাছে যাওয়া থেকে সতর্ক করেন। তাঁরা বলেন: তাঁদের রুকইয়াহর জন্য পূর্ণ সময় নিয়োজিত করা এবং এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান খোলা — এ বিষয়টি একটি বিদআত, যা রাসূল ﷺ, সাহাবীগণ ও সালাফের যুগে ছিল না; সুতরাং তোমরা তাঁদের কাছে যেয়ো না। অথচ জানা কথা যে, আমরা জাদুকরদের কষ্টে ভুগছি, এবং আক্রান্তদের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ তাদের জাদু খোলার জন্য জাদুকর ও ভণ্ডদের আশ্রয় নিচ্ছে। তাহলে সঠিক কথা কী?

ج٥: الصحيح التداوي بالمباح واللجوء إلى الرقاة من أهل السنة للاسترقاء فهو أمر جائز وبديل من الذهاب للسحرة والذي أفتاكم بما ذكرت قد أخطأ

الصواب المقرر بفتاوى أهل العلم المعتبرين وإليك بعضها الفتوى رقم ٢٠٥١٥

উত্তর ৫: সঠিক কথা হলো — বৈধ উপায়ে চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং রুকইয়াহ করানোর জন্য আহলুস সুন্নাহর রাকীগণের আশ্রয় নেওয়া; এটি একটি জায়েয বিষয় এবং জাদুকরদের কাছে যাওয়ার বিকল্প। আর যিনি আপনাদেরকে আপনার উল্লিখিত কথার ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য আহলে ইলমের ফতোয়াসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঠিক অবস্থান থেকে ভুল করেছেন। এই নিন সেগুলোর কিছু: ফতোয়া নম্বর (২০৫১৫)।

س٦: سمعنا ممن يُنسب إلى العلم أن وضع وقت محدد ومكان محدد للقراءة بدعة لا تجوز، فما صحة هذا القول؟ حيث إن كثيرًا ممن يقوم برقية الناس يضع مكانًا غير بيته، يقرأ فيه على الناس في ساعة محددة؛ حتى لا يتأذى في منزله من أولئك الذين لا يقدّرون أوقات الآخرين.

প্রশ্ন ৬: আমরা ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে পরিচিত কারও কাছ থেকে শুনেছি যে, (রুকইয়াহর) পাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা একটি বিদআত, যা জায়েয নয়। এ কথার সত্যতা কতটুকু? কেননা যাঁরা মানুষের উপর রুকইয়াহ করেন তাঁদের অনেকেই নিজের বাড়ি ছাড়া আলাদা একটি স্থান নির্ধারণ করেন এবং সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের উপর পাঠ করেন — যাতে যারা অন্যের সময়ের মূল্য দেয় না, তাদের কারণে তিনি নিজের ঘরে কষ্ট না পান।

ج٦: لا حرج على الراقي أن يجعل وقتًا معينًا أو مكانًا معينًا يقرأ فيه على الناس، وهذا فيه مصلحة ظاهرة له ولغيره.

উত্তর ৬: রাকীর জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় কিংবা নির্দিষ্ট একটি স্থান নির্ধারণ করায় কোনো দোষ নেই, যেখানে তিনি মানুষের উপর পাঠ করবেন। এতে তাঁর ও অন্যদের জন্য সুস্পষ্ট কল্যাণ রয়েছে।

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

আর আল্লাহর কাছেই তাওফীক; আর আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের উপর।

আল-লাজনাতুদ দায়িমা লিল-বুহূসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা (বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ফতোয়াবিষয়ক স্থায়ী কমিটি)।

- বকর আবু যায়দ
- সালিহ আল-ফাওযান
- আবদুল আযীয আলুশ শাইখ
- আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায

ষষ্ঠত: প্রশ্নোত্তরের সারকথা

প্রশ্ন	উত্তর
ইসতিরকা মানে শিরকী রুকইয়াহ চাওয়া, এ ব্যাখ্যায় আপত্তি	সাহাবীগণ শিরকে পতিত হয়েছিলেন, এমন বোঝা শর্ত নয়; ভুলক্রমে ঘটতে পারে, সতর্ক করা কাম্য
বিপদে কারও কাছে না চাইলে কি সত্তর হাজারে?	হ্যাঁ, আল্লাহর অনুমতিক্রমে; তবে আদেশ-নিষেধ মানা জরুরি
সব সময় চিকিৎসক ও রাকীর কাছে যাব?	না; ধৈর্য ও আল্লাহমুখিতা, কঠিন অবস্থা ছাড়া
তাওয়াক্কুল কি কেবল রুকইয়াহয়?	সবকিছুতে; ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা
আহলুস সুন্নাহর রাকীর কাছে যাওয়া কি বিদআত?	সঠিক হলো জায়েয; জাদুকরের কাছে যাওয়ার বিকল্প
রাকীর নির্দিষ্ট সময় ও স্থান কি বিদআত?	কোনো দোষ নেই; সুস্পষ্ট কল্যাণ আছে

এক নজরে

- ★ ফতোয়া ১৫৭৪০: কুরআন-সুন্নাহর রুকইয়াহ ও ইসতিরকা শ্রেষ্ঠ ইবাদত; সত্তর হাজার থেকে বের করে না
- ★ বাররাক: ইসতিরকা বর্জন উত্তম, অন্যের কাছে চাওয়া মাকরূহ; নিজে বা স্বেচ্ছায় ভাইয়ের রুকইয়াহে মাকরূহ নেই
- ★ ইবনে হিব্বান ও নববী «লা ইয়াসতারকূন»-এর দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন
- ★ জাহিলিয়্যাতের শিরকী রুকইয়াহ থেকে নিষেধ; আলে হাযমকে অনুমতি
- ★ আহলুস সুন্নাহর রাকীর কাছে যাওয়া জায়েয; জাদুকরের কাছে যাওয়ার বিকল্প
- ★ রাকীর নির্দিষ্ট সময় ও স্থান নির্ধারণে দোষ নেই

যাচাই করুন

1. ফতোয়া ১৫৭৪০ অনুযায়ী রুকইয়াহর ক্যাসেট শুনলে কী?
   - ক. সত্তর হাজারের দল থেকে বের হয়ে যায়
   - খ. কুরআন-সুন্নাহর রুকইয়াহ হলে সত্তর হাজারের দল থেকে বের হয় না
2. বাররাকের মতে কোন ক্ষেত্রে মাকরূহ নেই?
   - ক. অন্যের কাছে চেয়ে নিলে
   - খ. নিজে নিজের উপর রুকইয়াহ করলে
3. ইবনে হিব্বানের মতে তারা কোন পদ্ধতিতে রুকইয়াহ চায় না?
   - ক. জাহিলিয়্যাতের পদ্ধতিতে
   - খ. তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার কারণে
4. ইমাম শাফিয়ী আহলে কিতাব সম্পর্কে কী বলেছেন?
   - ক. নিষিদ্ধ
   - খ. আল্লাহর কিতাব বা যিকর দ্বারা করলে দোষ নেই
5. আলে হাযম রুকইয়াহ ছেড়ে দিয়েছিল কেন?
   - ক. নবী রুকইয়াহ থেকে নিষেধ করেছিলেন বলে
   - খ. তারা শিরক করত বলে
6. রাকীর জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান সম্পর্কে ফতোয়া কী?
   - ক. বিদআত
   - খ. কোনো দোষ নেই

উত্তর: ১–খ, ২–খ, ৩–ক, ৪–খ, ৫–ক, ৬–খ

টীকা

1. আল-ইসরা: ২৩।
2. আলে ইমরান: ১৫৯।
3. আশ-শূরা: ৩৮।

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৮

রোগীদের কাহিনী, ইসতিরকা বিষয়ে উপদেশ ও খাতিমা

সপ্তমত: রোগীদের কাহিনী

প্রথম কাহিনী: বছরকয়েক আগে যখন প্রথমবার হাদীসটি পড়ি, আমার মনে হয় আমি কেঁদে ফেলেছিলাম — কারণ আমি সত্যিই কামনা করেছিলাম যে আমি যেন তাঁদেরই একজন হই। কিন্তু আমি তো এক শাইখের কাছে রুকইয়াহ করিয়ে নিয়েছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ; তাঁর হাতেই আমার অবস্থাটি ধরা পড়ে। কারণ আমি এক জাহান্নামের মধ্যে বাস করছিলাম, এমনকি বুঝতামই না আমার কী হয়েছে; আর কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে আমি আক্রান্ত। আমি প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাচ্ছিলাম — যদি না আমার রবের অনুগ্রহ হতো, যিনি আকস্মিকভাবেই আমার জন্য একটি রুকইয়াহর ব্যবস্থা সহজ করে দিলেন, যার জন্য আমি মোটেও আগে থেকে কোনো আয়োজন করিনি। এ কারণেই আমি আমার ভাই-বোনদের উপদেশ দিই — একমাত্র আল্লাহরই আশ্রয় নিতে এবং দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখতে যে তিনিই ক্ষতি দূর করেন। আর আমি এ-ও উপদেশ দিই যে, এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ রাকীদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কাহিনী: আমাদের পরিবার রোগব্যাধি ও রহস্যময় ঘটনায় বহুদিন ধরে ভীষণ ভুগেছে। দীর্ঘ বছর পর শাইখ ওয়াহীদ বালীর «الصارم البتار» (আস-সারিমুল বাত্তার) গ্রন্থটি আমার হাতে আসে, আর তাতে আমি আমার পরিবারের অবস্থাগুলোর অনুরূপ বর্ণনা দেখতে পাই। তখন আমি নিজেই রুকইয়াহ শুরু করি; আর তখনই দেখি আমার পরিবারের লোকজন চিৎকার করছে ও কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে, আর আমি নিজেও মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা ও অচেতনতার মতো অনুভব করছি। ফলে আমি থেমে গেলাম

এবং এই অদ্ভুত জগৎটিকে ভয় পেতে লাগলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর বুঝলাম যে, কঠিন কিছু অবস্থা রয়েছে এবং আমার অবশ্যই এমন একজন রাকীর কাছে যাওয়া দরকার যিনি চিকিৎসায় অভিজ্ঞ — যেন তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর রোগনির্ণয় ও তাঁর চিকিৎসা-কর্মসূচি থেকে উপকৃত হতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি গেলাম এবং চিকিৎসা নিলাম — এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে আল্লাহই আরোগ্যদাতা, আর রাকী নিছক একটি উপায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি নসীহত, দিকনির্দেশনা, চিকিৎসার পদ্ধতি এবং এই অদ্ভুত জগতের সঙ্গে আচরণের রীতি থেকে উপকৃত হয়েছি।

তৃতীয় কাহিনী: একজন রোগীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল — কোনটি উত্তম: তুমি নিজেই নিজের উপর রুকইয়াহ করবে, নাকি কোনো রাকীর কাছে যাবে?? আর মানুষের নিজের উপর নিজের করা রুকইয়াহর প্রভাব কি রাকীর রুকইয়াহর প্রভাবের চেয়ে উত্তম??

আমার ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলি — আমি দীর্ঘ সময় রাকীদের কাছে বসেছি, কিন্তু প্রভাবিত হইনি। এরপর আরেক দফা সময় ধরে বসেছি নিজেই নিজের চিকিৎসা করে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। তবে সত্য কথা বলতে হয় — আমার নিজের কোনো পরিশ্রম ছাড়াই রাকীদের আমার উপর পাঠ করাটাই ছিল উত্তম।

অবশেষে আল্লাহর তাওফীকে আমি দুটোকে একত্র করার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি; আল্লাহর পরে আমি নিজেও ক্লিনিক বিভাগে চিকিৎসার ব্যাপারে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে শুরু করেছি — আল্লাহ শাইখ মুতইবকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। আর একই

সঙ্গে আমি রাকীদের কাছে রুকইয়াহও চাই। আলহামদুলিল্লাহ (মা শা আল্লাহ, হে আল্লাহ, আমার জন্য বরকত দিন)। আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমার উপর এবং সমস্ত মুসলিমের উপর আরোগ্যের অনুগ্রহ করেন।

তিন কাহিনীর সারকথা

কাহিনী	বর্ণনাকারীর কথা
প্রথম কাহিনী	একমাত্র আল্লাহর আশ্রয় নিতে এবং অভিজ্ঞ রাকীদের কাছে যেতে উপদেশ
দ্বিতীয় কাহিনী	নিজে রুকইয়াহ শুরু করে বুঝলেন, অভিজ্ঞ রাকীর কাছে যাওয়া দরকার
তৃতীয় কাহিনী	নিজের উপর রুকইয়াহ ও রাকীদের কাছে রুকইয়াহ, দুটোকে একত্র করা

বর্ণনাকারীদের নিজস্ব বক্তব্য

কথার সারসংক্ষেপ..

আমি তাদের পক্ষে নই যারা বলেন — রাকীদের কাছে যেয়ো না, রুকইয়াহ চেয়ো না, নিজের উপর নিজের পাঠ করাই উত্তম। কারণ আমরা যদি এ বিষয়সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিই, তবে দেখব শব্দ এসেছে «اسْتَرْقُوا لَهُم» (তাদের জন্য রুকইয়াহ করাও).. «اسْتَرْقِي لَهَا» (তার জন্য রুকইয়াহ করাও).. «اسْتَرْقُوا» (তোমরা রুকইয়াহ করাও).. আর আমরা «أَرْقُوا أَنْفُسَكُم» (তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর রুকইয়াহ করো) পাই না। বরং তা এসেছে রোগীর অন্যের কাছ থেকে রুকইয়াহ চাওয়ার রূপেই। আর স্বাভাবিকভাবেই এ সবকিছু কেবল তখনই জায়েয, যখন এই বিশ্বাস থাকবে যে রুকইয়াহ একটি উপায় মাত্র এবং আল্লাহই আরোগ্যদাতা।

অষ্টমত: ইসতিরকা বিষয়ে উপদেশমালা

ইসতিরকার বিষয়ে সঠিক ও প্রস্তাবিত কর্মপন্থা কী?

ইসতিরকার বিষয়টি জায়েয একটি বিষয়; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন মানুষকে সচেতন করা, আর কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা অপরিহার্য। তার মধ্যে রয়েছে:

প্রথমত: মানুষের অবস্থাসমূহ:

এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, যারা ইসতিরকা করে তাদের মধ্যে রয়েছে:

১- সেই মুওয়াহহিদ, যে আল্লাহর শরীয়তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটি বিষয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। তারা কয়েক অবস্থার উপর রয়েছে। যদি তার রূহানী রোগ সহজ হয় — যার উপসর্গ যেমন মাথাব্যথা ও যন্ত্রণা, যা তাকে ইবাদত থেকে বিরত করে না — তবে সে নিজেই নিজের উপর পরিশ্রম করবে; আর তার জন্য বৈধ যে সে রাকীদের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নেবে এবং নিজেই নিজের পথচলা সম্পূর্ণ করবে। আর যদি তার রোগ প্রবল ও জটিল হয় এবং তার উপর আপতিত আক্রমণ তাকে ধ্বংস করে দেয়, তবে সে এমন কারও সাহায্য নেবে যে তাকে রুকইয়াহ করবে — এ অবস্থায় যে তার অন্তর আল্লাহর সঙ্গেই সম্পৃক্ত এবং বিপদ দূর করার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসাশীল; বিশেষত যদি সে শিরক ও কুফরে পরিপূর্ণ কোনো পরিবেশ ও সমাজে থাকে।

২- যে ব্যক্তি আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটিকারী এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। সে ইসতিরকা করবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করা হবে — আনুগত্যে ত্রুটির বিপদ সম্পর্কে, এবং বিপদ দূর না হওয়ার ক্ষেত্রে গুনাহ ও

পাপাচারের প্রভাব সম্পর্কে; আর তার উপর চিকিৎসা-কর্মসূচি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে যেন সে নিজের উপর নির্ভরশীল হয়, এবং তাকে সতর্ক করা হবে দুর্বলতা এবং জাদুকর ও ভণ্ডদের কাছে আশ্রয় নেওয়া থেকে।

৩- পুরুষগণ। পুরুষরা নারীদের তুলনায় কম আক্রান্ত হয়, তাদের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল, আর নিজের মতো কোনো পুরুষের কাছে ইসতিরকার বিষয়টিও তাদের জন্য সহজতর।

৪- নারীগণ। রোগীদের অধিকাংশই নারী, আর মাহরাম সঙ্গে নেওয়ার শর্তের কারণে শরীয়তসম্মত ইসতিরকা তাদের জন্য কঠিনতর।

৫- যারা শিরকী রুকইয়াহ করায়। আরব দেশগুলোতেই এদের সংখ্যা কত বেশি — অনারব দেশগুলোর কথা তো বাদই দিলাম! এদেরকে প্রথমেই শরীয়তসম্মত বিকল্পের দিকে পথনির্দেশ দেওয়া হবে, সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে ও তাওয়াক্কুলের অর্থ বুঝিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে,

এবং তাদের অন্তরকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে, দুআর পদ্ধতি ও কাকুতি-মিনতি শেখানো হবে, আর দুআ কবুল হওয়া ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণগুলো শেখানো হবে; যদিও তারা সেই অবস্থাতেই থেকে যায় — যতক্ষণ না তারা বুঝতে শেখে, শিখে নেয় এবং তাদের সমাজ সংশোধিত হয়।

৬- অনারবগণ। কেননা তাদের অধিকাংশই কুরআন জানে না; তাদের কেউ কেউ জানে বটে, কিন্তু তা পাঠ করতে পারে না; আবার কেউ কেউ শরীয়তসম্মত চিকিৎসার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ — কীভাবে তারা রুকইয়াহকে আরোগ্যের উপায় (সাবাব) হিসেবে গ্রহণ করবে, কার্যকারণসৃষ্টিকারী (মুসাব্বিব) হিসেবে নয়। আর তাদের কেউ কেউ জাদুকরদের কাছে আশ্রয় নেয়; জাদুকররা মানবপ্রকৃতির ঊর্ধ্বের যেসব ক্ষমতা তাদের সামনে প্রদর্শন করে — প্রিয়জনকে টেনে আনা, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো, তাদের রোগীদের চিকিৎসা ইত্যাদি — তাতে তারা প্রতারিত হয়।

ইসতিরকাকারীদের ছয় অবস্থা

মানুষের অবস্থা

সুপ্রতিষ্ঠিত মুওয়াহহিদ
রোগ সহজ হলে নিজে; প্রবল হলে রাকীর সাহায্য, অন্তর আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে

আনুগত্যে ত্রুটিকারী
ইসতিরকা করবে; সতর্ক করা হবে

পুরুষ
কম আক্রান্ত, বেশি ধৈর্যশীল; ইসতিরকা সহজতর

নারী
রোগীদের অধিকাংশ; মাহরামের শর্তে কঠিনতর

শিরকী রুকইয়াহ করায় যারা
শরীয়তসম্মত বিকল্পের দিকে পথনির্দেশ

অনারব
অধিকাংশ কুরআন জানে না; কেউ জাদুকরদের আশ্রয় নেয়

লেখকের উপদেশমালা অনুযায়ী

দ্বিতীয়ত: রোগের অবস্থা ও আক্রান্ত হওয়ার প্রকারভেদ:

১- জিনের আক্রমণজনিত কঠিন রূহানী অবস্থাসমূহ (জাদু – বদনজর – স্পর্শ):

তা জিনের আক্রমণ জাদুর মাধ্যমে হোক, কিংবা বদনজর ও হাসাদের মাধ্যমে, অথবা প্রেমাসক্তি বা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে স্পর্শ ও মৃগীর মাধ্যমে হোক — এসব আক্রমণ এমনকি তাকওয়াবান ও সৎকর্মশীল কিছু মানুষের উপরেও

প্রভাব ফেলে। কেননা জাদুর মধ্যে এমনও রয়েছে যা হত্যা করে, পাগল করে দেয় এবং তার শিকারকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়। আর আমরা এই আক্রমণের প্রবলতা সম্পর্কে কত কিছুই না দেখেছি ও শুনেছি! শয়তানরা তো একরকম নয় — সেখানে রয়েছে ইফরীত, মারিদ, সাহির ও মালিক। এসব প্রকারের ক্ষেত্রে রোগীর ইসতিরকা করায় কোনো দোষ নেই, এমনকি নিয়মিতভাবেও — সঙ্গে সে নিজেও নিজের উপর পরিশ্রম করবে এবং আল্লাহর উপর তার তাওয়াক্কুল সত্যনিষ্ঠ থাকবে।

২- শারীরিক বা মানসিক রোগ: যার চিকিৎসায় চিকিৎসাশাস্ত্র অপারগ, অথবা যার চিকিৎসার জন্য এমন ব্যয় দরকার যা রোগী আর্থিকভাবে বহন করতে পারে না, কিংবা যা থেকে অস্ত্রোপচার ও অনুরূপ কিছু আবশ্যক হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি আমাদের এ যুগের দিকে দৃষ্টি দেবে এবং ক্যান্সারজাতীয় রোগ ও তার চিকিৎসার ব্যয় ও সেরকম অন্যান্য রোগের দিকে তাকাবে — যেসব রোগের ব্যয় রোগী বহন করতে সক্ষম নয়, তদুপরি তাকে অস্ত্রোপচার কিংবা

রেডিয়েশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিংবা তার সময় ও কাজ নষ্ট হয়, আর হয়তো সাফল্যের হারও উৎসাহব্যঞ্জক নয় — অথবা সেসব মানসিক রোগীর মতো, যাদেরকে ঐসব ট্যাবলেট এবং দামি ও চেতনানাশক ওষুধ ধ্বংস করে দিয়েছে; এ ধরনের রোগীরা ইসতিরকা করবে — কারণ রুকইয়াহ সহজ, উপকারী ও স্বল্পব্যয়ী, সঙ্গে আল্লাহর উপর তাদের তাওয়াক্কুলও থাকবে।

৩- সাধারণ রোগ ও হালকা অবস্থাসমূহ: এই হালকা অবস্থাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত (মুসতাকীম) ব্যক্তিদের নসীহত করি — তবে তার আগে যাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট, তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিই। কেননা মুত্তাকীদের মধ্যে বড় একটি অংশ জানে না এবং ধারণাও করে না যে বদনজর, হাসাদ ও জিনের আক্রমণ এ ধরনের ব্যাপার ঘটাতে পারে। তাই আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করি ও স্পষ্ট করি। আর তার জন্য বৈধ যে সে ইসতিরকা করবে, যাতে সে নিজের রোগে কুরআনের প্রভাব জানতে পারে; এরপর তাকে এই দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে যে সে নিজের উপর পরিশ্রম করবে এবং নিজেকে ইসতিরকার অভ্যাসে অভ্যস্ত করবে না, বরং সে নিজের উপর, নিজের পরিবারের উপর এবং যে চাইবে তার উপর রুকইয়াহ করবে। — আর দ্বিতীয় শ্রেণি, অর্থাৎ যারা নিজেদের ব্যাপারে ত্রুটি ও সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের কাছে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করব, তাদের বুঝিয়ে বলব এবং তাদের দিকনির্দেশনা দেব যেন তারা নিজেদের দ্বীনের বিষয়গুলো শিখে নেয়; সেই সঙ্গে তাদের ইসতিরকা জায়েয হওয়ার কথাও বলব, আর তাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে তারা যেন কেবল আল্লাহর সঙ্গেই অন্তর সম্পৃক্ত করে, একমাত্র তাঁরই সঙ্গে; এবং রাকী তাদের জন্য কোনো কিছুরই মালিক নয়। এরপর তারা শিখে নেবে কীভাবে নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের উপর রুকইয়াহ করতে হয়। — আর

অনারবগণ এবং যারা বিদআত, শিরক ও কুসংস্কারে পতিত হয়েছে — এরা ইসতিরকা করবে, সঙ্গে সর্বক্ষণ তাদের এ শিক্ষা দেওয়া হবে যে একমাত্র আল্লাহই উপকারদাতা এবং তিনিই আরোগ্যদাতা; যতক্ষণ না আল্লাহর উপর ভরসাশীল একটি মুওয়াহহিদ মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। আর এটি কয়েক দিন, কয়েক মাস কিংবা অল্প কয়েক বছরে অর্জিত হওয়ার নয়; কেননা তারা তো দাঁড়িয়ে আছে জাদুকরদের এমন এক প্লাবনের সামনে, যাদেরকে বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রোগের অবস্থা ও নির্দেশনা

রোগের অবস্থা	লেখকের নির্দেশনা
জিনের আক্রমণজনিত রূহানী অবস্থা	ইসতিরকায় দোষ নেই, নিয়মিতও; নিজেও পরিশ্রম, তাওয়াক্কুল সত্যনিষ্ঠ
চিকিৎসায় অপারগ বা ব্যয়বহুল শারীরিক-মানসিক রোগ	ইসতিরকা করবে; রুকইয়াহ সহজ ও স্বল্পব্যয়ী
সাধারণ ও হালকা অবস্থা	আগে স্পষ্ট করা; ইসতিরকা বৈধ, তবে নিজের উপর পরিশ্রম; ইসতিরকার অভ্যাস নয়

তৃতীয়ত: পরিবেশ ও সমাজ:

1. সেই আরব ইসলামী সমাজ, যা শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
2. সেই আরব সমাজ, যা শিরক, বিদআত ও জাদুতে পরিপূর্ণ।
3. প্রাচীন ও আধুনিক অনারব ইসলামী সমাজ।

যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি

1. মানুষকে শিরক থেকে দূরে রাখা (ওলী-আউলিয়া — মাযার — জিন — জাদুকর)।
2. বিকল্প উপস্থাপন করা, আর তা হলো শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে রোগীদের রুকইয়াহ করা।
3. তাদের নসীহত করা এবং তাদেরকে শেখানো — কীভাবে নিজেরাই নিজেদের সুরক্ষিত (তাহসীন) করবে ও চিকিৎসা নেবে।
4. পাঠদান, বক্তৃতা এবং নানা ধরনের গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে সমাজকে সুস্থ দ্বীনী শিক্ষার দিকে পরিচালিত করা।

খাতিমা

মুসলিম দেশগুলোর — আরব হোক বা অনারব — প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যিনি অবগত (মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া, যার জনসংখ্যা প্রায় ২৫০ মিলিয়ন; এরপর পাকিস্তান, যার জনসংখ্যা ১৮০ মিলিয়ন; এরপর বাংলাদেশ, যার জনসংখ্যা ১৫৬ মিলিয়ন; এরপর নাইজেরিয়া, যার জনসংখ্যা ১৫০ মিলিয়ন — আর এই চারটি দেশেই রয়েছে বিশ্বের মুসলিমদের প্রায় ৫৫%), অথবা যিনি ইসলামী ভূখণ্ডের বাইরে বসবাসকারী মুসলিমদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন,

তিনি রাকী ও ইসতিরকার প্রয়োজন কতটুকু তা অনুমান করতে পারবেন। এই তো (রাশিয়ায় মুসলিমের সংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন; তেমনি ভারতে রয়েছে প্রায় ২২০ মিলিয়ন মুসলিম, আর চীনে রয়েছে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মুসলিম)। বিশ্বে মুসলিমের সংখ্যা ১,৫৭০,০০০,০০০ — অর্থাৎ একশত সাতান্ন কোটি মুসলিম!! আর তারা বিশ্বের জনসংখ্যার ২৩%; আর এই হার বিরাটভাবে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে — সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই!! আর আরবরা মুসলিম সংখ্যার ২০%!!! তারা রয়েছে — সৌদি আরব – ইয়ামান – উপসাগরীয় অঞ্চল – মিসর –

জর্ডান – ফিলিস্তিন – ইরাক – কুয়েত – ওমান – সিরিয়া – লিবিয়া – তিউনিসিয়া – আলজেরিয়া – সুদান – সোমালিয়া – মৌরিতানিয়া – মরক্কোতে।

লেখকের উল্লিখিত সংখ্যা

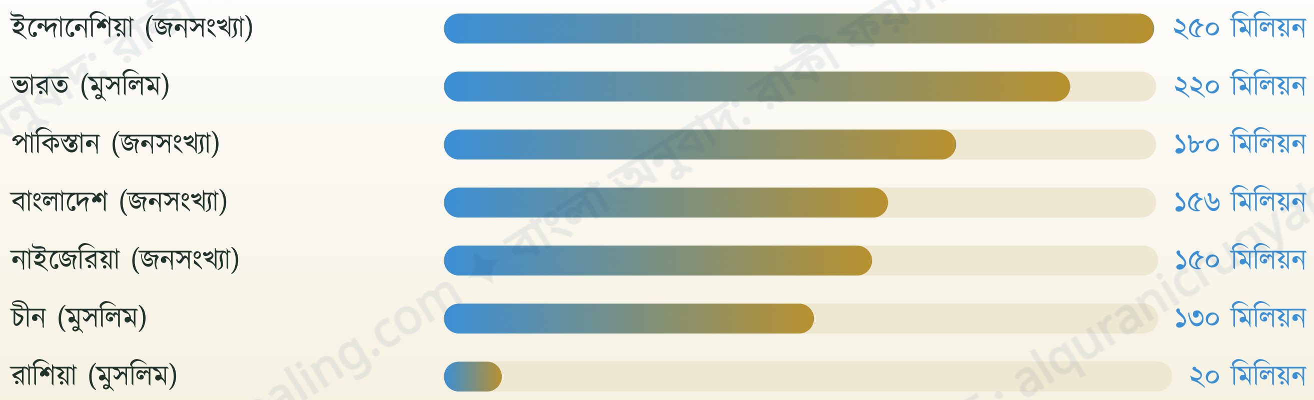

প্রথম চারটি দেশের জনসংখ্যা ও পরের তিনটি দেশের মুসলিমের সংখ্যা, লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

আর এসব দেশের অধিকাংশে মুসলিমদের অবস্থা অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, রূহানী রোগসমূহের চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ চলছে জাদু, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভণ্ডদের মাধ্যমে এবং শিরকী কার্যকলাপের মাধ্যমে। আর ইসতিরকা পরিত্যাগ করার কারণে এবং রাকীদের অনুপস্থিতি ও অপ্রতুলতার কারণে জাদুকররা সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে, আর মানুষ চিকিৎসার প্রয়োজনে তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে; বিকল্প না থাকায় তারা ঐসব দাজ্জালদের মতো লোকদের কাছে যেতে বাধ্য হয়। অথচ এটি এমন একটি দুয়ার, যা আহলুত তাওহীদের জন্য কড়া নাড়া ও আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য — যেন তাঁরা রোগী ও বিপদগ্রস্তদের সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে দৃষ্টিদান করাতে পারেন। বিষয়টি কেবল মানুষের উপর রুকইয়াহ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের আকীদা সংশোধন করা, তাদেরকে রাব্বুল আলামীনের তাওহীদ শেখানো এবং চিকিৎসার সঠিক পথের দিকে তাদের পরিচালিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আমি সুউচ্চ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি — যে ব্যক্তি নিজের ভাইদের উপকার করা, তাদের শিক্ষাদান করা এবং তাদের হিদায়াতের ক্ষেত্রে ইখলাস অবলম্বন করেছে, তিনি যেন তাকে সাহায্য করেন।

এক নজরে

- ★ ইসতিরকা জায়েয কেবল তখনই, যখন বিশ্বাস: রুকইয়াহ উপায় মাত্র, আল্লাহই আরোগ্যদাতা
- ★ লেখক রাকীদের কাছে না যাওয়ার উপদেশের পক্ষে নন
- ★ হাদীসের শব্দ এসেছে রোগীর অন্যের কাছে রুকইয়াহ চাওয়ার রূপে
- ★ জিনের আক্রমণজনিত অবস্থায় ইসতিরকায় দোষ নেই, নিজেও পরিশ্রম করতে হবে
- ★ লক্ষ্য: শিরক থেকে দূরে রাখা, শরীয়তসম্মত বিকল্প, নিজেদের সুরক্ষা শেখানো
- ★ লেখকের মতে রাকীর অপ্রতুলতায় মানুষ জাদুকরদের কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছে

◆ যাচাই করুন

1. "কথার সারসংক্ষেপ" অনুযায়ী লেখক কাদের পক্ষে নন?

ক. যারা বলেন, রাকীদের কাছে যেয়ো না | খ. যারা রুকইয়াহ শরইয়্যাহ করেন

2. হাদীসের শব্দে লেখক কোনটি পাননি?

ক. তাদের জন্য রুকইয়াহ করাও | খ. তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর রুকইয়াহ করো

3. শিরকী রুকইয়াহ করানো লোকদের প্রথমে কী করা হবে?

ক. সম্পূর্ণ উপেক্ষা | খ. শরীয়তসম্মত বিকল্পের দিকে পথনির্দেশ ও তাওয়াক্কুল শেখানো

4. সাধারণ ও হালকা অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিতদের কী নসীহত?

ক. নিজের উপর পরিশ্রম, ইসতিরকার অভ্যাস নয় | খ. সব সময় রাকীর কাছে যাওয়া

5. খাতিমায় চারটি বড় দেশ কোনগুলো?

ক. সৌদি আরব, মিসর, ইরাক, সিরিয়া | খ. ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া

উত্তর: ১–ক, ২–খ, ৩–খ, ৪–ক, ৫–খ

উৎস ও তথ্যসূত্র (المصادر والمراجع)

1. القرآن الكريم — আল-কুরআনুল কারীম।
2. أحكام القرآن، الجصاص — আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস।
3. الآداب الشرعية، ابن مفلح — আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ।
4. الاستعداد للموت وسؤال القبر، المليباري — আল-ইসতিদাদু লিল-মাউত ওয়া সুআলিল কাবর, আল-মালীবারী।
5. اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية — ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকীম, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
6. شرح كتاب التوحيد، الشيخ خالد المصلح — শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শাইখ খালিদ আল-মুসলিহ।
7. تأويل مختلف الحديث، عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري — তাবীলু মুখতালিফিল হাদীস, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবাহ আবূ মুহাম্মাদ আদ-দীনাওয়ারী।
8. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري — তুহফাতুল আহওয়াযী বি-শারহি জামিইত তিরমিযী, আল-মুবারাকফূরী।
9. التوسل والوسيلة، ابن تيمية — আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসীলাহ, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
10. الجامع، ابن وهب — আল-জামি, ইবনে ওয়াহব।

11. الرد على البكري، ابن تيمية — আর-রাদ্দু আলাল বাকরী, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
12. زاد المعاد، ابن القيم — যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়্যিম।
13. زيارة القبور، ابن تيمية — যিয়ারাতুল কুবূর, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
14. سراج الملوك، أبو بكر الطرطوشي — সিরাজুল মুলূক, আবূ বকর আত-তুরতূশী।
15. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين — শারহু রিয়াদিস সালিহীন, ইবনে উসাইমীন।
16. شرح سنن ابن ماجه السيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدهلوي — শারহু সুনানি ইবনে মাজাহ: আস-সুয়ূতী, আবদুল গানী, ফাখরুল হাসান আদ-দেহলভী।
17. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري — সহীহুল বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী।
18. صحيح الجامع، محمد ناصر الألباني — সহীহুল জামি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী।
19. صحيح مسلم، النيسابوري — সহীহু মুসলিম, আন-নাইসাবূরী।
20. عمدة القاري في شرح البخاري، العيني — উমদাতুল কারী ফী শারহিল বুখারী, আল-আইনী।
21. عون المعبود، كيف الرقى — আউনুল মাবূদ, «কাইফার রুকা» (রুকইয়াহ কীভাবে)।
22. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، الحنبلي — গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযূমাতিল আদাব, আল-হাম্বলী।
23. فيض القدير، السيوطي — ফাইদুল কাদীর, আস-সুয়ূতী।
24. القول المفيد، لابن عثيمين — আল-কাউলুল মুফীদ, ইবনে উসাইমীন।
25. كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية، الشيخ عبدالله الجبرين — কিতাবু তাসহীলিল আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ, শাইখ আবদুল্লাহ আল-জিবরীন।
26. كتب ورسائل ابن عثيمين — ইবনে উসাইমীনের গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহ।
27. مجموع الفتاوى، ابن تيمية — মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
28. مجموع الفتاوى، تفسير اهدنا الصراط المستقيم، ابن تيمية — মাজমূউল ফাতাওয়া: «ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম»-এর তাফসীর, ইবনে তাইমিয়্যাহ।
29. مجموع الفتاوى، رسالة في الروح — মাজমূউল ফাতাওয়া: রূহ সম্পর্কিত পুস্তিকা।
30. مدارج السالكين، ابن القيم — মাদারিজুস সালিকীন, ইবনুল কাইয়্যিম।
31. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ।
32. مفتاح دار السعادة، ابن القيم — মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ইবনুল কাইয়্যিম।
33. المنتقى شرح الموطأ، الرقية من العين — আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, «বদনজর থেকে রুকইয়াহ» অধ্যায়।

ইলেকট্রনিক উৎসসমূহ (**المصادر الإلكترونية**):

1. فضيلة الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ (شريط مفرغ) — সম্মানিত শাইখ সালিহ ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আলুশ শাইখ (প্রতিলিপিকৃত ক্যাসেট)।

2. صوتي مفرغ) شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبدالرحمن البراك) — শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শাইখ আবদুর রহমান আল-বাররাক (প্রতিলিপিকৃত অডিও)।
3. شرح الخضير عبدالكريم الشيخ: الجامع كتاب الموطأ(٥) — শাইখ আবদুল কারীম আল-খুদাইর, «আল-মুওয়াত্তা: কিতাবুল জামি» (৫)-এর শারহ। http://www.khudheir.com/audio/4847
4. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون — মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাউয়িআহ, ২৫তম খণ্ড। http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3341

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী

الشيخ خالد بن إبراهيم الحبشي

www.alroqya.com

মূল গ্রন্থ: يسترقون وعلى ربهم يتوكلون

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত · alquranicruqyahhealing.com

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, পরিভাষা-নির্ধারণ ও উপস্থাপনা তাঁরই।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখকের সংরক্ষিত। এই বাংলা রূপান্তর মূল গ্রন্থের প্রতিস্থাপন নয়।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

তারা রুকইয়াহ করায়, আর তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে

শাইখ খালিদ ইবনে ইবরাহীম আল-হিবশী
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com
WhatsApp: 01886608999